আমার পরম সুহৃদ্

প্রকাশপাড়ার মাণিকজোড়

শ্রীপঞ্চানন দে

এবং

শ্রীগোপালচন্দ্র গরাইকে

—ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জীর সামাজিক নাটক

(তপোবন নাট্য কোম্পানীর জয়ের নিশান)

বিশ্বাসঘাতক

রূপ রূপ রূপ ! একটি নারীর রূপ একটা দেশকে শ্মশান করতে পারে। আমাদের দেশে ও বিদেশে তার বহু প্রমাণ আছে, যথা "হেলেন অফ ট্রয়"। সেরকম একটি মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে রঞ্জন চ্যাটার্জী তার প্রিয় বন্ধু প্রবীরের সংসার জালিয়ে দিলে। সেই আগুন ছিটকে গিয়ে লাগল রাধার সংসারে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার সুখের সংসার। এলো ডলি। চোখে তার রঙিন নেশা, মনে তার নরকের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মেটাতে কুমারী কালে হল সে সন্তানসম্ভবা। ফিরিয়ে দিল তুহিন তাকে অপমানের চাবুক মেরে। কিন্তু চরিত্রগুলির শেষ পরিণতি কি হলো ? সমাজ কি ওদের ক্ষমা করতে পেরেছে ? পড়ুন, অভিনয় করুন—সহজেই যশের অধিকারী হতে পারবেন। **ফুলভাঙা ঢেউ**

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জী রচিত সামাজিক নাটক

(অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর বিজয়-সূর্য)

হাসির হাটে কান্না

শিল্পপতি ধনঞ্জয় চ্যাটার্জীর দুই মেয়ে বন্যা ও অনন্যা—একই মায়ের গর্ভে এক বছরের ব্যবধানে তারা পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য—বন্যা হলো উগ্র আধুনিকা আর অনন্যা হলো রামায়ণ মহাভারত যুগের মেয়ে। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস—বন্যার স্বামী হলো ভদ্র শিক্ষিত—নম্র—কর্তব্যপরায়ণ, আর অনন্যার স্বামী হলো মাতাল জুয়াড়ী লম্পট। এলো দুজনার সংসারেই দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এলো বন্যার দাদা নিশীথ চ্যাটার্জী। বাবাকে হাত করে ফাঁকি দিল খুড়োতুতো ভাই অমিতকে, বন্যাকে, অনন্যাকে। তাই অমিত হয়ে উঠলো হিংস্র রক্তপিপাসী খুনী। অনন্যার স্বামী পড়লো দুরারোগ্য রোগে, স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে ব্যর্থ অনন্যার জীবনব্যাপী পরিশ্রম। নেমে এলো দুঃখের কালো পাহাড়। তারপর ? পড়ুন—অভিনয় করুন। **অভিশপ্ত ফুলশয্যা**

সাহিত্যমালা—১৮।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

দুটি কথা

ওরা অমৃতের সন্তান। ওরা সমাজ গড়ে—সমাজ ভাঙে। শুষ্ক পুষ্পবিতানে ওদেরই অনুগ্রহে ফুটে ওঠে সুগন্ধী পুষ্প—সাহারার বুকে নেমে আসে স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণী। ওরা দেশের যুবক—সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ ওদেরই হাতে।

এরা—এই যুবকেরাই আমার এ কাহিনীর প্রধান লক্ষ্য। কেমন করে এরা স্বপ্ন দেখতে শেখে—কেমন করে সে স্বপ্নের মূলে এসে পড়ে আঘাত—কেমন করে ওরা পাগলের মত ছুটে যায় স্বপ্নকে স্পর্শ করতে—তারপর নিহত স্বপ্নের শোকে কেমন করে কান্নায় ভেঙে পড়ে!

অথচ এ পথ তো পথ নয়। পথ অন্যত্র—নিশানার দিকে লক্ষ্যস্থির রেখে সে পথনির্দ্দেশের আমি চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কিনা সে বিচারের দায়িত্ব দর্শক ও পাঠকদের!

এ নাটক অভিনয় করেছেন লোকনাট্য সংস্থা। প্রকাশকালে সম্পাদনা করেছেন শ্রীমোহিত বিশ্বাস। মুদ্রনের দায়িত্ব নিয়েছেন সাহিত্যমালা। এদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার ভার থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছে আমার নেই শুধু এই কথা জানিয়েই এ নাটকের ভূমিকা শেষ করছি।

ইতি—

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালা

যুগের ধারাপাত

রচনা ও নির্দ্দেশনায়—বীর সেন

মানসিক অস্থিরতা আর বেকারত্বের টানা-পোড়েনে হাবুল, কেলো আর গেঁড়া শিকার হয় ভদ্রতার মুখোশধারী সমাজের উঁচুতলার মানুষ অনল দাশগুপ্তের। ওরা অপমান করে আদর্শবাদী শিক্ষক কেশব ভট্টাচার্য্য আর বিধান বেদজ্ঞকে। বন্ধ করে দেয় সুভাষ বিদ্যামন্দির, শিক্ষকদের জব্দ করার জন্য। মা, বাবা, দাদা, বৌদিকে নিয়ে অনুপমদের ছোট্ট সংসার। অনামিকা ভালবাসে অনুপমকে আর অনল দাশগুপ্তের ম্যানেজার প্রাণতোষ অধিকারী ভালবাসে অনামিকাকে। প্রাণতোষের ষড়যন্ত্রে অনুপমদের সংসার ভেঙে গেল। দাদা, বৌদি বাবাকে নিয়ে চলে গেল নিউ আলি-পুরে। অনুপম থাকল মায়ের কাছেএকটা বস্তী বাড়ীতে। কেশব ভট্টাচার্য্যের মেয়ে সন্ধ্যা অপহৃতা হলো অনল দাশগুপ্তের চক্রান্তে। শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হ'লো? মাষ্টারমশায় কেশব ভট্টাচার্য্য না অনল দাশগুপ্ত? অনুপম না প্রাণতোষ? বৌদি, সন্ধ্যা আর অনামিকার পরিণতি কি হ'লো? এসবের উত্তর পেতে হলে পড়ুন ও পড়ান। উপভোগ করুন—উপভোগ করান—

নীল আকাশের নীচে—হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের প্লাটফর্মে একটি ছোট্ট ভালবাসার নীড় বাঁধতে চেয়েছিল দু'টি মন—একজন যুবক আর একজন যুবতী। কিন্তু কাদের স্বার্থের বন্যায় ভেসে গেল তারা? সমাজের চোরা বালিতে ভদ্রলোকের মুখোস পরে যারা ফাঁদ পেতে রাখে যদি চিনে নিতে চান তাদের, অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে যদি যাচাই করে নিতে চান নিজেকে, প্রতিটি প্রতিযোগীতার আসরে যদি শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট মাথায় পরতে চান, আজই সংগ্রহ করুন 'নীল আকাশের নীচে'। নিউ গণেশ অপেরার উজ্জল কোহিনুর নাট্যকার প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের অভিনব সৃষ্টি সামাজিক নাটক 'নীল আকাশের নীচে'।

চরিত্রলিপি

—পুরুষ—

বিশ্বদেব বসু	...	...	স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী।
সুবীর বসু	...	...	বিশ্বদেব বসুর ছেলে। ব্যবসায়ী।
সঞ্জয়	...	...	বিশ্বদেবের ছেলে।
চণ্ডীচরণ	...	...	শিক্ষক।
কালীনাথ	...	...	চণ্ডীমাষ্টারের ভাই।
পরেশ	...	...	শিক্ষিত যুবক।
নীলেশ	...	...	পরেশের ভাই।
গৌতম	...	...	সুবীর বসুর ম্যানেজার।
কুণাল	...	...	শিক্ষিত যুবক।
নন্দন	...	...	শিক্ষিত যুবক।
চঞ্চল	...	...	শিক্ষিত যুবক।
মৌসুম	...	...	ধনী যুবক।
নকড়ি	...	...	গ্রামের চাষী।
রঘু	...	...	সুবীর বসুর চাকর।
বনোয়ারী	...	...	বসুনিকেতন-এর দারোয়ান।

পুলিশঅফিসার, সেপাই ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

হাসি	...	...	চণ্ডীমাষ্টারের বোন।
লতা	...	...	কালীনাথের স্ত্রী।
রিনটিন	...	...	বিশ্বদেব বসুর কন্যা।
মিঠু	...	...	পরেশের বোন।

সন ১৩৮৪-তে পাবেন	
ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **তাজমহল**	ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **অচল পয়সা**
ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **মেহেরুন্নিসা**	ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **ভূমিকম্প**
কমলেশ ব্যানার্জী **স্বামী পুত্র সংসার**	চণ্ডী ব্যানার্জী **সূর্য্যমুখীর সংসার**
কমলেশ ব্যানার্জী **তরণীসেন বধ**	চণ্ডী ব্যানার্জী **ডাক্তার**
রঞ্জন দেবনাথ **কাপুরুষ মহাপুরুষ**	কমলেশ ব্যানার্জী **ঘূর্ণিঝড়**
সত্যপ্রকাশ দত্ত **কাঁচ-কাটা হীরে**	ব্রজেন্দ্র কুমার দে **সতী করুণাময়ী**

বর্ণ-পরিচয়

প্রথম দৃশ্য।

লোপচাচী লেক।

আধুনিক ছাঁদে শাড়ী পরে আধুনিকা হাসি ছুটতে ছুটতে আসে। তার দেহ-মনে আনন্দ-লজ্জার বন্যা। পিছনে সুদৃশ্য ক্যামেরা হাতে আসে পরেশ।

হাসি। না-না-না—কখনও না—অসম্ভব—কোয়াইট্ ইম্পসিবল—তুমি যতই বল—

পরেশ। এই হাসি! দাঁড়াও—

হাসি। না—

পরেশ। দাঁড়াবে না?

হাসি। কখনও না।

পরেশ। হাসি!

হাসি। প্রিয় পরেশ! আমার কথা শোনো—

পরেশ। নো-নেভার! কোন কথা আমি শুনবো না। আগে ছবি তুলবো, তারপর কথা—

হাসি। পরেশ—

পরেশ। লক্ষ্মী সোনা মেয়ে—ফাইন পজিশনে দাঁড়িয়েছ—একটুও নড়বে না—ডান হাতটা কোমরের ওপর রাখো—বুকের কাছটা আর একটু উঁচুক—রেডি—ওয়ান—টু—।

[পরেশ দণ্ডায়মানা হাসিকে সামনে রেখে ক্যামেরা তাক করে। হাসি দুষ্টুমি করে টিলায় বসে পড়ে।]

হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পরেশ। তার মানে!

হাসি। ক্লান্ত।

পরেশ। হাসি!

হাসি। বিশ্বাস কর পরেশ! ট্যাক্সি বোঝাই হয়ে কলকাতা থেকে তোপচাটী আসা—তার ওপর সারাদিন হৈ-হল্লোর—রান্না করা—উনুনে ফু—দেওয়া—বাবা—এমন জানলে পিকনিক করতে আসতাম না—উঃ, কি যে কষ্ট—শরীর আর বইছে না—দাঁড়ালেই কোমরটা টন-টন করছে—তাই বসে পড়লাম—

পরেশ। বিউটীফুল—

হাসি। মানে?

পরেশ। অপূর্ব সুন্দর তব ভঙ্গি মনোহর
আঁখি পাতে লজ্জার জড়িমা—
হাসিতে কুসুম ফোটে
বক্ষ-দেশে স্বপ্নের মন্দির।
লো উর্ব্বশী! মুনি মন
হয়েছে নিহত—তব রূপ
যৌবনের সুতীক্ষ্ণ শায়কে—

হাসি। বুঝেছি—

[পরেশ হাটু মুড়ে আবার ক্যামেরা তাক করে।]

পরেশ। ওয়ান—টু—

হাসি। থ্রি—হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হাসি হঠাৎ উঠে পড়ে।

পরেশ। কি হলো! উঠলে যে?

হাসি। ভেরী টায়ার্ড—

পরেশ। তার মানে তুমি ছবি তুলতে দেবে না?

হাসি। নিশ্চয় দেব। কিন্তু এখানে নয়!

পরেশ। তবে কোথায়?

হাসি। কলকাতায়।

পরেশ। কলকাতায় কি তোপচাঁচীর পাহাড় আছে?

হাসি। পাহাড় না থাক—আমিতো থাকবো। আমিই তো তোমার—

পরেশ। তোপচাঁচী—

হাসি। ধেৎ, অসভ্য কোথাকার—এমন আজে-বাজে কথা বলে—আমি গেলাম—

পরেশ। কোথায়?

হাসি। ওদের কাছে—অনেকক্ষণ হলো পালিয়ে এসেছি—বেলা নন্দন কৃপালদা কি ভাবছে কে জানে—[প্রস্থানোদ্যতা]

পরেশ। শোনো!

হাসি। বল।

পরেশ। একজন গ্রাজুয়েট মেয়ের এত লজ্জা কি ঠিক?

হাসি। গ্রাজুয়েট হলেও আসলে ত আমি মেয়ে।

পরেশ। মেয়ে ত রিনটিনও। শিক্ষায় তোমার চেয়ে সে অনেক পিছিয়ে। তবু তার চলা-ফেরা কথা বলায় কত নতুনত্বের স্বাদ। সঞ্জয় তার নিজের দাদা, তার সামনে আমাদের সঙ্গে সে অবাধে মেলামেশা করছে—পিকনিকের সারাক্ষণ সে গান গেয়ে—নেচে—সকলকে মাতিয়ে রেখেছে—অথচ—

হাসি। আমি তোমার ভাবী স্ত্রী হয়েও—একটা ছবি তুলতে দিলাম না।

পরেশ। না দিয়ে ভালই করেছ—

হাসি। রাগ হয়েছে ? তা ভাল—রাগ থেকেই অনুরাগ—এ কিরে—বাবা,—কথা একেবারে বন্ধ—ও মশাই শুনতে পাচ্ছো ?

পরেশ। পাচ্ছি।

হাসি। কি আশ্চর্য্য ! অমনি রাগ হয়ে গেল। কিন্তু পিকনিকে আসার আগে কি কথা দিয়েছিলে—মনে আছে ?

পরেশ। কোন কথাই দিইনি।

হাসি। ওরে মিথ্যুক কোথাকার ! কোন কথা দাওনি ? বলনি—কলেজের সীমানা শেষ করেছি—এবার আমাদের সংসার প্রবেশের পালা—তোপচাঁচীতে পিকনিক করতে গিয়ে কারও সংগে ফাজলামী করবো না—বিমল আনন্দে বুক ভরে নিয়ে সকলেই শপথ নেব—

পরেশ। ইস—একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—তুমি আমাকে ক্ষমা কর হাসি।

হাসি। এ কিরে বাবা ! ক্ষমা করার কি আছে—ভাবি স্ত্রীর ছবি তুলতে চাওয়া এমন কিছু অন্যায় নয়।

পরেশ। তাহলে ছবির বদলে—

[সহসা হাসির হাত ধরে কাছে টানে। হাসি প্রায় বুকের কাছাকাছি।

হাসি। এই—কি কচ্ছো ?

পরেশ। এমন কিছু অন্যায় নয়।

হাসি। না—

পরেশ। হ্যাঁ। মাত্র একটা—

হাসি। কখনও না—বিশ্বাস কর আমি তোমার—ছাড়ো—প্লিজ—এখনি ওরা দেখে ফেলবে—কি হচ্ছে—ডাকাত কোথাকার—না—না—শোনো, জানতে পারলে ওরা ঠাট্টা করে বলবে—

হাসিকে প্রায় জোর করে বক্ষ লগ্ন করতে চায় পরেশ। চুমু সে খাবেই। সহসা আসে রিনটিন। অত্যা-ধুনিক সাজসজ্জা। সে বলে।

রিন। এই—এই—বেঁধে—বেঁধে।

[পরেশ ও হাসি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! হাসির মুখ লজ্জায় লাল। পরেশও লজ্জিত।]

ওঃ মাই গড! তোমরা দুজনেই লজ্জা পেয়ে গেছ—

পরেশ। তা কেন? লজ্জা ঠিক নয়—

রিন। ষ্টপ—ষ্টপ প্লীজ পরেশদা! তুমি আর কথা বলো না—তুমি একটা ডেঞ্জারাস ভীতু।

পরেশ। ভীতু!

রিন। সার্টেনলি! তোমাদের লাভ প্লের সীন, আই হাভ সীন উইথ মাই ওন আইজ্…আমি নিজের চোখে দেখছি।

পরেশ। রিনটিন!

রিন। যে তোমার ওয়াইফ হবে—তার একটা ছবি তুমি নিতে পারলে না। অন্য কিছু নয়—সিম্পল্ একটা কিস্ তুমি দিতে পারলে না—

হাসি। শালীনতার সীমা আমি ছাড়াতে চাই না।

রিন। কেন চাইবে না? সীমা না ছাড়ালে লাইফের মানে কোথায় পাবে? এই যে আমি, ভেবেছি বিয়ে-ফিয়ে করবোই না—তাই বলে

কি—লাইফের এনজয় টোটালী টপ করে দেব। নো—নেভার—জীবনকে যেমন খুসী ভোগ করবো—আমি ওম্যান—আই মীন মেয়ে—আমার অপজীট সেক্স পুরুষ--অনেক পুরুষ আমার সঙ্গে প্রেম করবে—আমি এক সঙ্গে অনেক ছেলের সঙ্গে প্রেম করবো—

পরেশ। থামো। বাজে বকো না।

রিন। বাজে বকছি? প্রমাণ চাও? অলরাইট—পরেশদা। ওতো তোমাকে ছবি তুলতে দেয়নি—তুমি আমার ছবি তোল—বল কি পজি-সনের ছবি চাও?

হাসি। না। পরেশ তোমার সংগে কথাই বলবে না।

রিন। প্রেম-প্রেম খেলতে কথা লাগে না।

হাসি। রিনটিন! অসভ্যতারও একটা সীমা আছে।

[পরেশ হঠাৎ গানধরে।]

গান।

মনের আড়ালে— আসিয়া দাঁড়ালে
হাত বাড়ালে ধরা দাও না।
আমি প্রেমের পাথারে
মরি যে সাঁতারে
হায় পাষাণী কি দেখতে পাও না?

রিন। হাউ লাভলী—লাভলী—[হাততালি দেয়]

হাসি। দয়া করে থামবে?

রিন। কেন? প্রেম-প্রেম খেলতে তোমার ভাল লাগছে না?

হাসি। না। প্রেম নিয়ে খেলা করতে আমি শিখিনি। প্রেম আমার কাছে পূজার মত পবিত্র। তাই পবিত্র পূজার সামগ্রী নিয়ে

তোরা যখন যৌবনের দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিস, তখন আমার ভয়ঙ্কর ঘেন্না লাগে।

সহসা আসে কুনাল। তার হাতে বালতি ও হাতা।
সে হাসির সামনে বালতি ধরে বলে।

কুণাল। কম করে ছাড়ো—ম্যাডাম কম করে ছাড়ো। বেশী কপচালে বালতি উপচে পড়বে।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

হাসি। পরেশ! আমি কিন্তু এখনি—

চঞ্চল আসে। তার হাতে একটা গ্লাস ও কাঁধে ডেকচি।
গ্লাসটি হাসির মুখের সামনে ধরে বলে।

চঞ্চল। লিমিট—লিমিট—মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসি। কি ভেবেছো তোমরা? তোমরা কি মনে করেছ—

নন্দন আসে। তার মাথা একটি মোড়ার মধ্যে গলানো।
নন্দন বলতে থাকে।

নন্দন। মাননীয়া সভাপত্নী মহাশয়াকে জনসাধারণ দেখিতে পাইতেছেন না। এই মোড়ার ওপর উঠিয়া সকলকে ধন্য করা হোক।

[হাসির সামনে বসে পড়ে। সকলে প্রচণ্ড হাসতে থাকে।]

হাসি। ছিঃ-ছিঃ, নোংরামির চূড়ান্ত। এতগুলো পুরুষ একজোট হয়ে একজন মেয়েকে অপমান—

রিন। [শ্লোগান দেয়] মেয়েদের ওপর পুরুষদের এই জুলুমবাজী চলবে না—চলবে না।

নন্দন। বা বাবা! চাকা ঘুরে গেল মনে হচ্ছে!

রিন। পথে-ঘাটে ছেলেদের মস্তানী, মেয়েরা—রুখবেই, রুখবে।

কুণাল। এই শালারা। ওরা আমাদের নাকের ডগায় হিড়িক দেবে, আর আমরা ন্যাকা পোষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকবো?

নন্দন। কখনও না।

পরেশ। দাঁড়া না—শালা ইয়াকি বের করে দিচ্ছি—[কাশে। গলা ঠিক করে বলে] ভাইসব! আজ সারাদেশের যুব সমাজের ভয়ঙ্কর বিপদ। কারণ যুবতী মেয়েরা স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাট, এমন কি অফিস আদালত যায় সিনেমা হাউসে পর্যন্ত নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে ছেলেদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে—

নন্দন। আমরা দয়া পরবশ হইয়া—

কুণাল। ওদের অবলা ভাবিয়া—[হাঁচ]

পরেশ। হ্যাঁ অবলা ভাবিয়া এতদিন কোন প্রতিবাদ করিনি। তাই বলছি বন্ধুগণ! আর আমাদের ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না—অচিরে—মানে কাল বিলম্ব না করিয়া মেয়েদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামিতে হইবে। সমস্বরে বলতে হইবে—[হাঁচি]

নন্দন ও কুণাল। চুপ্‌ শালা! মেয়েদের এই পুরুষগিরি—বন্ধ কর—বন্ধ কর—

পরেশ। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া—

কুণাল ও নন্দন। চলবে না—চলবে না।

পরেশ। অবলা ভেবে মেয়েদের আর—

কুণাল ও নন্দন। মাথায় তুলে নাচছি না—নাচবো না।

রিন। আরো থামো—থামো! অবলা! কোন সাহসে তোমরা আমাদের অবলা বল শুনি? মেয়ে যদি অবলা তাহলে—[ছড়ায় বলে]

শোনো শোনো হাবাকান্ত
শোনাব আজ এক বৃত্তান্ত
দেখনি কি চক্ষু মেলি
শিবের বুকে দাঁড়িয়ে কালী।

পরেশ। থামো থামো বুদ্ধু মেয়ে—

ছেলেরা। বুদ্ধু মেয়ে

পরেশ। শান্ত হবে না সাফাই গেয়ে—

ছেলেরা। সাফাই গেয়ে।

পরেশ। মেয়ে জাতটা বুদ্ধির ঢেঁকি—

ছেলেরা। বুদ্ধির ঢেঁকি।

পরেশ। বোঝেনাক আসল মেকী—

ছেলেরা। আসল মেকী।

পরেশ। তবু আমরা জবাব দেব--

ছেলেরা। জবাব দেব।

পরেশ। সেটা শিব তো নয় গো আস্ত শব।

ছেলেরা। আস্ত শব।

রিন। ঠিক আছে—ঠিক আছে—ওটা না হয় বাদ দিলাম। মেয়ে জাতকে অবলা বলা বের করে দিচ্ছি—[গান গায়]

গান।

বেশ বুঝেছি হবে ওদের
চিড়িয়াখানা যেতে।

মামের চেলার মতন বুদ্ধি
[ভয় কি] দেব মোচার ফলটি খেতে।

[ছেলেরা পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে পরাজিতের মত মাথা নামায়।]

[হাসি হাসে।]

রিন। হাসবে না। কি হলো মহাপুরুষেরা! মাথা নামালে কেন? এখনি হয়েছে কি? শোনো—[আবার গীতাংশ গায়]

গীতাংশ।

মেয়েরা যে হয় প্রকৃতি
[মনটা] ফুলের মত নরম — অতি
আমরা ফুল, তোমরা ফল—
ফুল যদি হায় না ফুটিত
ফলটা ফলতো কোথা হতে?

মৃণাল। পরেশ! অসহ্য লাগছে—

হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পরেশ। শোনো—শোনো—

গীতাংশ।

বলে গেছে এক মনীষী
মেয়েরাই তো হয় মহিষী।

ছেলেরা। হও মহিষী—

পরেশ। মানে—মেয়ে মোষ!

গীতাংশ।

আমাদের হয় ছেলের মাসী
[দাসী] বলি কোন মুখেতে?

[ছেলেরা উল্লাসে নাচে। যে যার হাতে ধরা বস্তুকে বাদ্য
যন্ত্র ভেবে বাজায়।]

রিন। অভদ্র কোথাকার !

পরেশ। দাঁড়াও সখী। আসল কথার জবাব এখনও দিইনি।
শোন—

[পরেশ গীতাংশ গায়]

গীতাংশ।

তোমরা যদি ফুলই হলে
আসল কথা ভুলেই গেলে
[এই] ফলেতে বীজ না থাকিলে
[ওগো ফুলেরা] কি করে ফুটিতে।

চঞ্চল। সাবাস গুরু !

ছেলেরা। চালিয়ে যাও--চালিয়ে যাও।

[রিনটিন গীতাংশ গায়]

গীতাংশ।

তবুও তোমরা মোদের দেখে
চেয়ে থাকো হ্যাংলা চোখে
কালতু বড়াই কর মুখে
[যেন] স্বপ্ন দেখছো রাতে।

নন্দন। গুরু !

কুণাল। জবাব দিতে হবে।

[পরেশ গীতাংশ গায়]

গীতাংশ।

[তোমরা] স্নো পাউডারে মুখটি মেজে
বেড়াও যে সব প্রেত্নী সেজে

[আমরা] ভয়ে কাঁপি চক্ষু বুজে
[বুঝি] ওই এল ঘাড় মটকাতে।

ছেলেরা সকলে দোহার করে : হাতের বস্তুগুলো হাতা খুন্তি দিয়ে বাজায়। মোড়াটা হঠাৎ যেন গুপিযন্ত্র হয়ে যায়। প্রচণ্ড নাচ চলে। মেয়েরা রাগে ফুলতে থাকে। আসে সঞ্জয়।

সঞ্জয় : আরে বাবা! একেবারে তাণ্ডব নৃত্য!

[সকলে গান, বাজনা, নাচ বন্ধ করে।]

পরেশ। খাওয়ার পর কোথায় ডুব মেরেছিলিস সঞ্জয়?

সঞ্জয়। আমি ভাই—পাহাড়ের টিলায় বসে নতুন গল্পের প্লট ভাবছিলাম। তোদের হৈ-হল্লোর কানে যাচ্ছিল অবশ্য—কি ব্যাপার, হাসির মুখটা কান্না কান্না-দেখাচ্ছে—তুমি কি বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নিয়েছিলে হাসি?

হাসি। ঠিক তা নয়। তবে বেলেল্লাপনা আমি পছন্দ করি না।

রিন। কি বললে? বেলেল্লাপনা? আহা রে! তবু যদি কোন সোশ্যাল প্রেষ্টিজ থাকতো।

সঞ্জয়। রিনটিন!

রিন। থামতো ছোটদা। ওর ওই পূজারিনী টাইপের ন্যাকামী আমি কিছুতেই টলারেট করতে পারি না। হুঁ—পছন্দ করি না—লাইফে কি দেখেছ যে পছন্দ করবে—

পরেশ। কি হচ্ছে?

রিন। তোমার ব্যাড লাক পরেশদা। তাই ওই মেয়েটাকে তুমি লাইফের পার্টনার সিলেক্ট করেছ—হোপলেশ— [প্রস্থান।

সঞ্জয়। শোন রিনটিন!—তুমি কিছু মনে করো না হাসি!

পরেশ। তুইও কিছু মনে করিস না ভাই। রিনটিনের হয়ে আমি তোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরেশ। ছিঃ-ছিঃ, একি বলছিস সঞ্জয়—

হাসি। আমরা কিছুই মনে করিনি।

কুণাল। আমি কিছু মনে করেছি—

সকলে। কি?

কুণাল। এবার আমাদের ফেরার সময় হলো।

নন্দন। সত্যি মাইরী। বাস্তব জীবনটাকে ভুলেই গিয়েছিলাম—

সঞ্জয়। কলেজ লাইফ শেষ। আর আমরা একসঙ্গে হৈ-হুল্লোর করতে পারবো না। জীবনের জোয়ারে কে কোথায় ভেসে যাবে—তোরা কে কি করবি ঠিক করেছিস?

পরেশ। আমার তো ছোটখাটো একটা চাকরী আছেই—[এক কোণে সরে] প্রোপাইটর বলেছে—র‍্যাঙ্কটা আর একটু বাড়িয়ে দেবে—

কুণাল। আমি তো ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করেছি। [এক কোণে সরে] মিঃ মিটার কথা দিয়েছেন চাকরীটা ম্যানেজ করে দেবেনই—

নন্দন। আমি কোন রকমে পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করে—একটা ট্যাক্সি কেনার তালে আছি। [কোণে সরে] গাড়ী চালিয়ে বাকী টাকা শোধ করবো। স্বাধীন ব্যবসা তো—দেখা যাক কি হয়—

চঞ্চল। আমি পাড়ার একজনকে ধরেছি। তিনি কথা দিয়েছেন স্কুলে একটা মাষ্টারী দেখে দেবেন। [সরে গিয়ে] অবশ্য প্রাইভেটে অন্য ব্যবস্থা আছে—সে সব কথা তো বলা যায় না।

সঞ্জয়। আমার কথা তো জানিস। আমি লিখেই যাব—রেখা তো নার্সিং ট্রেনিং নিচ্ছে—কিন্তু হাসি—?

কুণাল। বাঃ, এর মধ্যে ভুলে গেলি? হাসি এণ্ড পরেশ জয়েণ্ট কোম্পানী খুলছে না?

সঞ্জয়। ওহো—একদম ভুলে গিয়েছিলাম—যাকগে, তাহলে আমাদের সকলের স্বপ্ন সফল হবার আগে পরেশ এবং হাসির স্বপ্নই সার্থক হোক।

কুণাল। হোক—

নন্দন। সার্থক—

চঞ্চল। স্বপ্ন—

কুণাল। আমরা সাক্ষী—

সঞ্জয়। কেন?

কুণাল। পর পর ছুটো ভোজ—

নন্দন। একটা—

কুণাল। ওদের বিয়ের—

নন্দন। আর একটা?

সঞ্জয়। ওদের ছেলের অন্নপ্রাসনের। [সকলে হৈ-হৈ করে হেসে ওঠে]

হাসি। আহা! খুব তো হাসি হচ্ছে—তোমরা কি সব সন্ন্যাস গ্রহণ করবে?

কুণাল। লেখক জবাব দেবে।

সঞ্জয়। না। সন্ন্যাস গ্রহণ কেউ করবো না। আমার, তোমার, ওদের, আরও অনেকের—ঠিক এমনি করেই হবে—জীবনের সঙ্গে বর্ণ-পরিচয়।   [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চণ্ডিচরনের বাড়ি।

অত্যাধুনিক ধাঁচে শাড়ী ব্লাউজ প'রে লতা আসে। তার বাঁহাতে আয়না। ডানহাতে রং পেনসিল। চোখ আঁকে আর বলে।

লতা। বর্ণে বর্ণে যখন পরিচয় পেলাম—তখন আর করবার কিছু নেই। গোবিন্দ মার্কা লোকটাকে স্বামী বলে পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। না আছে ষ্টাইল—না জানে ভাল করে কথা বলতে। গৌতম যদি বিট্রে না করতো তাহলে—কি হলো ব্যাপটা জানতে ক' বছর সময় লাগে?

কালী আসে। সাদাসিধে পোষাক। হাতে কালো রংয়ের ভ্যানিটী ব্যাগ।

কালী। কোন ব্যাগটা দরকার তাতো বলনি। তাই—

লতা। ভেবে চিন্তে কালো ব্যাগটাই নিয়ে এসেছো? বলি কানেও কি কম শোনো? কম পক্ষে পাঁচবার বলেছি লাল ব্যাগটা আনবে।

কালী। আমি তাহলে শুনতে পাইনি।

লতা। চোখ বুজে থাকো নাকি? দেখনি লাল শাড়ী, লাল ব্লাউজ পরেছি? এর সংগে ম্যাচ করাতে হলে কি রংয়ের ব্যাগ দরকার?

কালী। লাল। ঠিক আছে। আমি লাল ব্যাগটা নিয়ে আসছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

লতা। খুব হয়েছে থামো। ব্যাগটা দাও।

কালী। [ব্যাগ দিয়ে] কখন ফিরবে?

লতা। বলতে পারছি না। আয়নাটা ধর।

কালী। [আয়না নিয়ে] দাদাকে বলেছো?

লতা। না। কাউকে বলা-টলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আঃ, আয়নাটা আমার মুখের সামনে ধর।

কালী। [লতার সামনে আয়না ধরে] হয়েছে?

লতা। নড়াবে না। [মুখে রং লাগায়] লিপষ্টিকটা ফুরিয়ে গেছে। কবে বলেছি একটা কিনে আনতে—

কালী। কাল আনবো—মহাজাতি সদনে যাবে তো?

লতা। আজ্ঞে না।

কালী। তবে?

লতা। রবীন্দ্র সদনে। ওখানেই শো হচ্ছে।

কালী। আমি একদিন দেখবো—

লতা। থামো তো। দেখবে—নাটকের তুমি কি বোঝ? দূর ছাই—খুব হয়েছে আর আয়না লাগবে না—লজ্জাও করে না—যাদের ঘরে একটা ভাল আয়না নেই—তাদের ধিঙ্গি বোন গেছে এক পাল ছোঁড়ার সঙ্গে পিকনিক করতে—

কালী। বা বাবা! হঠাৎ রাগটা হাসির ওপরে পড়লো কেন?

লতা। পড়বে না? তোমাদের সংসারের সব কিছুতেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়—বড় ভাই দাতা কর্ণ—বোনটিতো কুসুমকুমারী, আর নিজে—?

কালী। বল। থামলে কেন?

লতা। শোন কালী! উঃ, নামটা পর্যন্ত মান্ধাতা মার্কা—বিয়ের আগে বলছিলে নামটা বদলে নেবে—তা কি হলো?

কালী। দাদা তো অমত করছে—

লতা। দাদা! দাদা এ বাড়ীর কে শুনি? কথায় কথায় দাদা আর বোনের দোহাই দাও কিসের জন্যে? তোমার আমার পয়সায় সংসার চলে। দাদা টিউশানী করে যা পায় তা তো দান করতেই ফুরিয়ে যায়—

কালী। লতা!

লতা। লতার এক মাসের মাইনের টাকা যদি তোমাদের সংসারে না আসে তাহলে হালে যে পানী পাবে না—দাদাকে বোনকে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিও। হুঁ—দাদা! আদর্শবাদী মহাপুরুষ লোকটা একেবারে পাক্কা—

আগে নকড়ি নস্কর, পিছনে রঘুনাথ আসে।
নকড়ির বগলে ছাতা, হাতে তালি
দেওয়া জুতো। নীলে ভর্তি
কাপড় পরা। বলে।

নকড়ি। ঘুঘু—ঘুঘু—বলি আসছিস তো বাপধন?

রঘু। হ্যাগো খুড়ো। আমি ঠিক আছি—এবার ডাকো।

নকড়ি। ডাকবো?

রঘু। হ্যা

নকড়ি। নম্বরে নম্বরে মিলে গেছে তো?

রঘু। মিলে গেছে।

নকড়ি। এইটাই তো তিন ও মার্কা বাড়ি?

রঘু। তিন ও নয়।

নকড়ি। তবে?

রঘু। তিনশো তেত্রিশ নম্বর বাড়ি। [হাতে কাগজের স্লিপ।]

নকড়ি। ওগুলো তাহলে ও নয়?

রঘু। না ও হলে মাত্রা থাকতো না?

নকড়ি। আজকাল কিসের মাত্রা আছে বাবা ঘুঘু? যাক—তাহলে ডাকি?

লতা। লোকগুলো কারা দেখবে তো?

নকড়ি। বাবা ঘুঘু! কি বলে ডাকবো?

রঘু। নাম ধরে।

নকড়ি। নামটা যে মনে পড়ছে না বাপধন।

রঘু। সে কি!

নকড়ি। দেখি—দেখি—মনে করে দেখি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—শেতলা, গন্ধেশ্বরী, ওলাইচণ্ডী—হয়েছে। মনে পড়েছে—নামটা হচ্ছে চণ্ডী—চণ্ডী মাষ্টার—[কাশি] চণ্ডীবাবু বাড়িতে আছেন? চণ্ডীবাবু? [মুহুর্মুহু ডাকে]

লতা। কি হলো! দেখ লোকটা কে?

কালী। কে? কাকে চান? [এগিয়ে আসে]

নকড়ি। চণ্ডীবাবুকে চাই। চণ্ডীবাবু বাড়িতে আছেন?

রঘু। আস্তে ডাকো।

নকড়ি। [খুব জোরে] আস্তেই তো ডাকছি।

কালী। কি ব্যাপার? চেঁচাচ্ছেন কেন? ও আপনি! আসুন—আসুন ভেতরে আসুন—

নকড়ি। ঘুঘু! আয় বাপধন।

রঘু। চল।

[দুজনে এগিয়ে যায়]

লতা। লোকটা কে বললে না তো?

কালী। দাদা যে গ্রামে মাষ্টারী করতো ওঁর বাড়ি সেই গ্রামে। ভাল চাষী—সচ্ছল অবস্থা—আসুন—বেশ ভাল ছিলেন তো?

নকড়ি। হ্যাঁ ভায়া। মোটামুটি কেটে যাচ্ছে—

কালী। বসুন।

নকড়ি। বসবো বৈকি। [বসে] আঃ, কোমর ভেরিয়ে কলাগাছ হয়ে গেছে—তা বাবা ঘুঘু—

রঘু। আজ্ঞে—

কালী। উনি কে নস্করমশাই?

নকড়ি। আমাদের গাঁয়ের লোক। মানে আমার সম্পর্কে ভাইপো—এখানে চাকরী করে—ভাল ছেলে—তাহলে তুই যা বাপধন—ঠিক সময়ে যেন চলে আসিস।

রঘু। আচ্ছা। তুমি যেন আবার একা একা রাস্তায় বেরিও না। প্রথম কলকাতা এসেছ—

নকড়ি। দুর বোকা কোথাকার। তোর কোন আইডিয়ার নেই। প্রেথম কে বললে—ন'বছর বয়েসে—মানে যখন মাঠে জলখাবার বইতে পেরাকটিস করছি—তখন একবার কলকাতা এসেছিলাম মায়ের মামার সঙ্গে—যা আর নেট করিস না—

রঘু। কাল তাহলে কখন আসবো?

নকড়ি। তোর দেখছি কোন আইডিয়ার নেই—একদম মরলিথরে আসবি।

রঘু। আচ্ছা! তুমি যেন রেডি হয়ে থেকো।

[প্রস্থান।

নকড়ি। ছোঁড়ার কোন আইডিয়ার নেই। রেডি হয়ে থাকবো মানে? রাত্তে আমার ঘুমই হবে না—তা কালীনাথ ভায়া—তোমাদের বাড়ীর দুয়ারে বেলিং কল নেই কেন?

কালী। বেলিং কল?

নকড়ি। সেই যে গো, টিপে ধরলেই ক্রিরি-রি-রিং বেজে ওঠে?

কালী। ও—কলিং বেলের কথা বলছেন—

লতা। কালি!

কালী। কি বলছো? [লতাকে ঘোমটা দিতে ইশারা করে]

লতা। না। ওসব আমার দ্বারা হবে না। ওকে তোমার দাদার ঘরে নিয়ে যাও—

কালী। সেতো যাবই। তার আগে ওঁর—[জলখাবার ও চায়ের ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে]

লতা। তুমি করগে। আমার সময় নেই। [ঘড়ি দেখতে গিয়ে দেখে হাতে ঘড়ি নেই]। একি আমার ঘড়ি! ঘড়িটা ওঘরের টেবিল রেখে এসেছি—ব্যাগটা আনলে আর ঘড়িটা আনতে পারলে না? কি আশ্চর্য্য! সাড়ে ছ'টায় শো—

কালী। আজ শো দেখতে হবে না।

লতা। শোনো কালী! আমি একজনকে কথা দিয়েছি—তুমি কি মনে কর আমার কথার কোন দাম নেই?

কালী। না, তা কেন—তবে—

লতা। থামো! যা বলছি শোন—

কালী। বল।

নকড়ি। ঘড়িটা এনে দাও ভায়া। গুরুজনের কাজে বাধা দিতে নেই। মাসীমার কথা শোন।

কালী। আজ্ঞে ভুল বুঝেছেন। উনি—

নকড়ি। তোমার মাসী নয়?

কালী। না।

নকড়ি। তবে?

কালী। স্ত্রী।

নকড়ি। ধেৎ—ইয়াকি করো না।

কালী। বিশ্বাস করুন—

নকড়ি। আবার ইয়াকি—

কালী। কি মুস্কিল, আমি—

লতা। দয়া করে চুপ কর। ভদ্রলোককে বলে দাও—এটা গ্রামের ধানক্ষেত নয়। কলকাতা সহর। [প্রস্থান।

নকড়ি। সহরের বৌয়েরা ঠিক মাসীর মতন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালী। নক্করমশাই!

নকড়ি। ওই মালক্ষীকে তুমি বিয়ে করেছ? তোমার কোন আইডিয়ার নেই ভায়া।

কালী। না, মানে—

নকড়ি। ওয়াটার ক্লস ব্যাপার। বৌ সোয়ামীর নাম ধরে ডাকে—

কালী। লেখাপড়া জানা মেয়েতো, অফিসে চাকরী করে অনেক টাকা মাইনে পায়—

নকড়ি। যতই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলুক না কেন ভায়া—আসলে আঁতুর ঘরে ওদের যেতেই হবে।

কালী। চুপ করুন।

নকড়ি। তোমার দেখছি কোন আইডিয়ার নেই—আমার ন গাঁয়ে চল—ন গাঁয়ের নকড়ি নস্করের বাড়িতে আট—আটটা বৌ, সত্যি কারও তুমি মুখ দেখতে পাও তাহলে নকড়ি নস্কর তোমার সারভেন হয়ে থাকবে—উঃ চালাকী! লেকাপড়া জানে বলে পুরুষের ওপড়ে উঠবে—কই দেখি ভায়া একটা বিড়ি দাও—

কালী। বিড়ি আমি খাই না।

নকড়ি। সিগারেট খাও? ঠিক আছে তাই দাও। সিগারেট জিনিষটা খারাপ নয়। সেবার দত্তদের মেঝো জামাই একটা সিগারেট দিয়েছিল—আঃ কি বাস—আচ্ছা ভায়া, শুনছি সিগারেট খেলে নাকি ক্যানসেল হয়?

কালী। ক্যানসেল নয় ক্যানসার।

নকড়ি। তা যা হয় হোক, দাও একটা খেয়ে দেখি—

কালী। একটু বসুন। আমি আনিয়ে দিচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যত]

চণ্ডীবাবু আসে। তার অতি সাধারণ পোষাক। চোখে বেশী পাওয়ার চশমা। হাতে একটা বই।

চণ্ডী। দিচ্ছি—দিচ্ছি তো কাল থেকে কচ্ছিস কালী! তাড়াতাড়ি খামটা এনে দে। বিনয় কি ভাববে বল দেখি? আরে নস্কর মশাই যে! কি ভাগ্য আমার—তা কখন এলেন? দেশের খবর সব ভালো তো?

নকড়ি। মোটামুটি ভাল। আপনার ছাত্র—মানে আমার মেঝ ভাইয়ের সেঝ ছেলে এক চান্‌চান্সেই পাস করেছে।

চণ্ডী। করবেই তো। তাকে যে ধরে ধরে বর্ণ-পরিচয় পড়িয়ে-

ছিলাম। এই যেএই দেখুন চিঠি—বিনয় লিখেছে বোম্বে থেকে—বিনয় আমারই ছাত্র। তাকেও শিখিয়েছিলাম বর্ণ-পরিচয়—আজ সে মস্ত বড় অফিসার, অনেক টাকা মাইনে। আচ্ছা বলুন তো নস্কর মশাই—এতবড় একটা অফিসার হয়ে সামান্য একজন মাষ্টারকে মনে রেখেছে—একি যাতা ব্যাপার মনে করছেন?

নকড়ি। সেতো বটেই।

চণ্ডী। সেতো বটেই কি মশাই! শুধু মনে রাখা নয়। আমাকে বিনয় কি রকম শ্রদ্ধা করে দেখুন। [চিঠি পড়ে] "মেরিন ড্রাইভ, বোম্বে"। শ্রীচরণেষু মাষ্টারমশাই!

প্রথমেই আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন। আপনার আশীর্বাদে আমি এখন প্রথম শ্রেণীর অফিসার। কতদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি তবু আজও মনে পড়ে আপনার অমূল্য উপদেশ। আপনি বলেছিলেন বর্ণ-পরিচয়—

কালী। চিঠি পরে পড়বে দাদা!

চণ্ডী। পরে পড়বো মানে? ভাল কাজ কখনও পরে করবো বলে ফেলে রাখতে নেই।

কালী। সাতদিনে সত্তর জন লোককে চিঠিটা শুনিয়েও তোমার আশা মিটছে না?

চণ্ডী। সত্তর জনকে কেন—এ চিঠি সত্তর হাজার মানুষকে শোনানো উচিত—সম্ভব হলে সত্তর লক্ষ লোককে শোনাতো এই চণ্ডী মাষ্টার। চিঠিটা কি সামান্য? আজকালকার যুগে এ চিঠি একটা সম্পদ। সমগ্র ছাত্র সমাজের আজ এই চিঠি শোনা উচিত! আহা! বিনয় একজন আদর্শ ছাত্র।

কালী। নস্করমশাই এখনও কিছু খাননি।

চণ্ডী। কেন! খাননি কেন? বৌমা গেল কোথায়? ছিঃ-ছিঃ—ভদ্রলোক কতক্ষণ এসেছেন—বৌমাকে ডাক—

কালী। সে রবীন্দ্র সদনে—

চণ্ডী। টিকিট পায়নি। কে নাকি খবর দিয়েছে টিকিট নেই—হাউস ফুল—

কালী। সর্বনাশ! নফরমশাই! বসুন। আমি, এখনি আসছি। [স্বগত] লতা রেগে আগুন হয়ে গেছে নিশ্চয়। হাসি মুখপুড়িটা এখনও ফিরলো না—কোনদিকে সামাল দিই—

[প্রস্থান।

চণ্ডী। খামটা আজই নিয়ে আসবি—বিনয়ের চিঠির জবাব দিতে হবে। হাতে একটিও পয়সা নেই—শেষ পাঁচ টাকা পরশু দিন ধর্মদাসকে দিয়ে দিয়েছি—ব্যাটারা অভাবে পড়েছে—যাক সে কথা—বলছিলাম কি—হ্যাঁ হাসি—আমার বোন বিয়ে পাস করেছে—এক চান্সেই—করবে না কেন বলুন? চণ্ডী মাষ্টারের বোন।

নকড়ি। আপনার কোন আইডিয়ার নেই মাষ্টার।

চণ্ডী। আমার আইডিয়া নেই! কেন বলুন তো নকড়িবাবু?

নকড়ি। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল আমি কলকাতা এয়েছি!

চণ্ডী। শেয়ালদা ষ্টেশনে নেমেছেন নিশ্চয়ই?

নকড়ি। হ্যাঁ। নেমেই দেখি ঘুঘু—

চণ্ডী। ঘুঘু!

নকড়ি। রঘু। আমাদের ন গাঁয়ে বাড়ি, সম্পর্কে ভাইপো—গাঁয়ের লোকে ঘুঘু বলে ডাকে—সেই ঘুঘু বাজার করছে—

চণ্ডী। বটে?

নকড়ি। তার সঙ্গে চলে এলাম আপনার বাড়ি।

চণ্ডী। খুব ভাল করেছেন।

নকড়ি। খুব কষ্ট হচ্ছে!

চণ্ডী। কেন—কেন?

নকড়ি। চিকেনে যাব।

চণ্ডী। চিকেনে নয় কিচেনে। খুব খিদে পেয়েছে?

নকড়ি। আপনার কোন আইডিয়ার নেই।

চণ্ডী। সেকি!

নকড়ি। পেয়েছে—তবে খিদে নয়, ইয়ে।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। কি সর্বনাশ! কিচেনে নয় ওই যে বাঁদিকে—হ্যাঁ—ওকে বলে ল্যাট্রিন্—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হাসি ও পরেশ হাসতে হাসতে আসে।

হাসি। }
পরেশ। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হাসি। ছোট্‌দা ভদ্রলোককে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছে।

পরেশ। এই! চুপ। মাষ্টারমশাই!

হাসি। একিরে বাবা! বড়দা এঘরে কেন?

চণ্ডী। তোমরা কখন ফিরলে পরেশ?

পরেশ। আজ্ঞে! এইমাত্র।

চণ্ডী। বেশ ভালভাবেই পিকনিক করতে পেরেছো তো? কোন অসুবিধা হয়নি?

পরেশ। আজ্ঞে না।

চণ্ডী। জায়গাটা কেমন লাগলো?

হাসি। দারুণ। তোমাকে কি বলবো দাদা—ফিরতে একদম ইচ্ছে করছিল না।

চণ্ডী। তাই বুঝি? তাহলে বিয়ের পরে দুজনে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবি।

পরেশ। [লজ্জিত ভাবে] আমি যাই মাষ্টারমশাই! [প্রণাম করে]

চণ্ডী। আরে এতে লজ্জা পাবার কি আছে—একুশ দিন পরেই তো তোমাদের বিয়ে।

হাসি। বুঝলে বড়দা! বলছিলাম কি—মানে—ইয়ে—

চণ্ডী। তুই মুখপুড়িও লজ্জা পেয়েছিস? ঠিক আছে—নকড়ি মজুমদার-মশাই এসেছেন, আমি ওঁর সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি—তোরা—

হাসি। আমরা—

চণ্ডী। দুজনে একা-একা ইয়ে মানে—গল্প-টল্প কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

পরেশ। ছিঃ-ছিঃ, আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

লতা আবার আসে।

লতা। সেকি পরেশবাবু! লজ্জা কিসের? একুশ দিন পরেই তো শুনছি লজ্জায় ফাঁসি হয়ে যাবে।

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। মিঃ প্রজাপতি সেই রকমই রায় দিয়েছেন।

হাসি। পরেশ!

পরেশ। ভাবী শালার গিন্নীর সঙ্গে একটু ইয়াকি করলাম।

লতা। ধন্য হলাম। তা ভাবী গিন্নীর কখানা ছবি তোলা হলো?

পরেশ। একখানাও না।

লতা। বল কি! একটাও না?

পরেশ। অনেক ছবি তুলবো। তবে এখানে নয়। বিয়ের পরে আবার সেই তোপচাঁচী গিয়ে। নমস্কার!

[প্রস্থান।

লতা। নমস্কার—বিয়েটা হবে তো?

হাসি। তার মানে!

লতা। মানে—বিয়ে তোমাকে করবে তো?

হাসি। বৌদি!

লতা। প্রেমকে হাতে রেখে খরচ করেছ, নাকি সবশুদ্ধু উজাড় করে দিয়ে বসে আছো? পুরুষ তোমরার জাত—মধুর লোভেই ওরা ফুলকে ভালবাসে।

হাসি। তুমি কি বলছো?

লতা। না বোঝার মত কচি মেয়ে তুমি নও হাসি। যেমন করেই হোক পরেশকে তোমায় বাঁধতেই হবে—না হলে বে-হিসেবী খরচের ফলে ভোমরা যদি উড়ে যায়—তাহলে একটা কথা মনে রেখো তোমার ছোটদা আর আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে তোমার বিয়ে দিতে পারবো না।

হাসি। এমনি সুনিপুন হিসেব করেই দাদাকে তুমি বেঁধেছে বৌদি। কিন্তু হিসেবে তোমার ভুল হয়ে গেছে—তুমি আর আমি এক নই। পরেশ আমাকে ভালবাসে—আমিও ভালবাসি পরেশকে। তার আমার এই পবিত্র ভালবাসার মধ্যে একবিন্দু স্বার্থের হিসাব নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বসু নিকেতন।

সাহেবী পোষাকে সজ্জিত সুবীর বোস আসে।
মুখে পাইপ। হাতে লাল গোলাপ।

সুবীর। হিসাব নেই বললে তো চলবে না বনোয়ারী সিং! পাই টু পাই হিসাব দিতে হবে। কি হলো শুয়ারের বাচ্চা! এদিকে আয়—আয় বলছি—বল কত টাকা নিয়ে বাজার গিয়েছিলি?

ভীত বনোয়ারী সিং আসে। দু'হাতে দুটি
থলি। তাতে অনেক কিছু আছে।

বনো। পঁচাশ রূপেয়া।

সুবীর। কি কি কিনেছিস বল? আমি আবার শুনতে চাই।

বনো। মছলী, মাংস, ডিম, সব্জী, মসলা, সিগারেট—

সুবীর। দেখি ফর্দটা।

বনো। দেখেন সাব। [ফর্দ দেয়]

সুবীর। [ফর্দ দেখে] উনপঞ্চাশ টাকা অষ্টআশী পয়সার বাজার হয়েছে। বাকী বারো পয়সা কোথায়?

বনো। জী সাব—

সুবীর। হিসাব শেখাচ্ছিস? কোটিপতি সুবীর বোসকে তুই হিসাব শেখাচ্ছিস? ভেবেছিস ওপর তলার মানুষ সুবীর বোস নীচের দিকে তাকাবার সময় পাবে না। ভুল শুয়ারের বাচ্চা, সম্পূর্ণ ভুল। আজকের খনাম ধন্য সুবীর বোস একদিন নীচের তলারই মানুষ ছিল।

বাপকে পাগলা-গারদে দিয়ে এসে খিদের জ্বালায় পৃথিবী অন্ধকার দেখেছিলাম, ছোট ভাই বোনদুটোকে পিছনে রেখে—ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম জীবন সংগ্রামে। অজস্র নীচের মানুষকে পায়ের তলায় পিষে তবে আজ আমি উঠেছি, সে খবর রাখিস?

[সুবীর সহসা বনোয়ারীকে লাথি মারে। বনোয়ারী পড়ে যায়। মাথা কেটে রক্ত ঝরে। কাঁদে।]

আসে মৌসুম মিত্র। তার পরনে সর্বাধুনিক পোষাক।

মৌসুম। হ্যালো মিঃ বাসু!

সুবীর। হ্যালো মৌসুম! কেমন আছ?

মৌসুম। ভাল। খুব ভাল—হাউ ষ্ট্রেঞ্জ? লোকটা কাঁদছে কেন?

সুবীর। আর বলো না ব্রাদার। পা স্লিপ করে পড়ে গেছে—ওঠো—ওঠো—বাবা বনোয়ারীলাল—আরে, মাথা কেটে রক্ত বেরুচ্ছে—কি সর্বনাশ—আবার সেফটিক না হয়ে যায়—রঘু—রঘু—

রঘু আসে।

রঘু। কি হয়েছে সাব?

সুবীর। আরে, বনোয়ারী পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে—ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথাটা ডেটল দিয়ে ধুয়ে দে—

[বনোয়ারীকে তুলতে তুলতে রঘু বলে।]

রঘু। এমন ছটছট করে কাজ করিস না—নে ধর। কতদিন বলেছি—যা করবি মাথা ঠাণ্ডা করে করবি! কি হলো চল—

[বনোয়ারী রঘুকে ধরে ওঠে, তার ঠোঁট কাঁপে]

থলে ছুটো আমি নিচ্ছি—ঠোঁট কাঁপছে কেন? সাবকে কিছু বলবি?

বনো। হ্যাঁ।

সুধীর। বল কি বলবি?

বনো। মোনে পড়িয়ে গেলো সাব।

সুধীর। কি মনে পড়ে গেল?

বনো। গলতী বারো পোয়সার হিসাব।

মৌসুম। তার মানে?

বনো। সাব সমঝেছেন বাবুজী। সাব! বারো পয়সার পানপাত্তি কিনে নিয়েছি—হিসাব পুরা মিলগ্যায়া সাব। নমস্তে!

[রঘুকে ধরে বনোয়ারী চলে যায়।]

সুধীর। বেচারার অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। [জুতোর রক্তের দাগ মুছে] ফল খেতে কিছু টাকা দিয়ে দেব'খন।

মৌসুম। সামান্ত চাকর-বাকরদের ওপর আপনার এত দয়া! বুঝেছি—আপনার মন বড় বলেই আপনি এত বড় হতে পেরেছেন।

সুধীর। এই মলো! অমনি প্রশস্তি শুরু করলে—

মৌসুম। বিশ্বাস করুন! আমার ফাদার কিন্তু ভেরী ষ্ট্রং হার্টের লোক। সেদিন সামান্ত দু'হাজার টাকা কিসে যেন খরচ করেছিলাম বলে ফাদার আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করলো—ড্যাম ননসেন্স—

সুধীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মিঃ মিটার একটু কৃপণ আছেন। যাক বিজনেস কিরকম চলছে বল?

মৌসুম। কিছু জানি না।

সুধীর। কিছু জানো না!

মৌসুম। নো, নেভার। জানতে চাইলেও ফাদার বলেন না। ভাবেন আমি বোধ হয় ফাঁস করে দেব।

সুধীর। তবু জানতে চেষ্টা করবে ব্রাদার। বয়েস হচ্ছে—

মৌসুম। রীন কই—রীন?

সুবীর। সে একটু ব্যস্ত আছে।

মৌসুম। কেন?

সুবীর। ও, আই এ্যাম স্যরি মৌসুম! তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। আজ আমাদের বাবা পাগলা-গারদ থেকে ফিরে আসছেন।

মৌসুম। আপনাদের বাবা!

সুবীর। হ্যাঁ, আমাদের বাবা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃটিশ সরকার তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। তার ফলে তাঁর মাথায় গোলমাল হয়ে যায়। সঞ্জয়, রীন তখন ছোট—আমার এক দূর-সম্পর্কের কাকা তাঁকে লুনেটিক এ্যাসাইলামে ভর্তি করে দেন—সে আজ কতদিন আগের কথা—

মৌসুম। এখন তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসছেন তো?

সুবীর। সিওর। আজই আসবেন। সঞ্জয় আনতে গেছে।

মৌসুম। কি নাম আপনার বাবার?

সুবীর। বিশ্বদেব বসু।—যাক—তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর—আমি রীনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ—একটা কথা—

মৌসুম। বলুন।

সুবীর। তোমাদের নর্থ বেঙ্গল মার্কেটটা কে ড্রিল করছে বলতে পারো? নর্থ বেঙ্গল মার্কেট—ও ইয়েস মনে পড়েছে—মিঃ এ, কে, ব্যানার্জী! এ, কে, ব্যানার্জী।--আই মীন অরুণকুমার ব্যানার্জী! লোকটা এক্সপার্ট। যাক, বল কি পাঠাবো—

মৌসুম। সিম্পল্ ওয়াইন!

সুবীর। থ্যাঙ্ক্যু ভেরী মাচ।

[প্রস্থান।

মৌসুম। রীনটিনের সঙ্গে দেখা হয়নি সাত দিন। হয়তো রাগ করেছে। কিন্তু কি করবো, বোম্বে থেকে যে ফিরতে পারলাম না।

রিনটিন আসে। তার মুখ গম্ভীর। সে বলে।

রিন। কাকে চাই?

মৌসুম। কাকে চাই!

রিন। শুনছেন?

মৌসুম। শুনছেন?

রিন। গেট আউট, আই সে—

মৌসুম। গেট আউট, আই সে—

রিন। অল রাইট! আমিই চলে যাচ্ছি—[প্রস্থানোদ্যতা হয়। মৌসুম হাত ধরে বলে]

মৌসুম। এক্সকিউজ মী ডারলিং! আই এ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি! বিশ্বাস কর, এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আমি বোম্বে গিয়েছিলাম।—তাই সাত দিন তোমার সংগে দেখা করতে পারিনি।

রিন। হাত ছেড়ে কথা বল।

মৌসুম। তাহলে—[বুকে টেনে নেয়] মুখে মুখে কথা বলা যাক।

রিন। ইউ নটি বয়! ছাড়ো—প্লিজ—

মৌসুম। ছাড়বো। তার আগে সাত দিনের পিপাসা মিটিয়ে নিই—

মৌসুম রিনটিনকে চুম্বন করতে যায়, সহসা মদের বোতল হাতে আসে রঘু।

রঘু। চাটনি।

মৌসুম। ননসেন্স!

রিন। ননসেন্স তুমি। তাই চাকরকে দেখে আমাকে ছেড়ে দিলে! ওরা আবার মানুষ নাকি? এই বোতল রাখ।

রঘু। [বোতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে]

রিন। কি হলো শুনতে পাচ্ছিস না?

রঘু। মানুষ হলে শুনতে পেতাম।

মৌসুম। তবে কি তোরা?

রঘু। [বোতল রেখে] দেওয়াল।

[প্রস্থান।

রিন। [বোতল নিয়ে] দেওয়াল—ডার্টি ডগ—[মদ খায়]

মৌসুম। মদ খাচ্ছো! আজ তোমাদের বাবা আসবেন শুনলাম।

রিন। সেই জন্যেই তো মদ খাচ্ছি—তিনি আসবেন শুনে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে—ম্যামী থাকলে আরও আনন্দ হতো—[মদ খায়] এনজয়—আজ শুধু এনজয়—এবার তুমি—

মৌসুম। আমি—

রিন। মদ খাবে। আমি নিজে তোমাকে খাইয়ে দেব। ও স্যরি মাই সুইট ডার্লিং, তোমাকে আর একটা নিউজ দিতে ভুলে গেছি—বড়দার এক বিরাট বড়লোক বন্ধুর বোনের সঙ্গে ছোটদার বিয়ে।

[রিনটিন মৌসুমকে মদ খাইয়ে দেয়।
মৌসুম মুখ মুছে বলে।]

মৌসুম। সত্যি!

রিন। সত্যি মনসুন। মেয়েটা নাকি আমার চেয়েও সেক্সি—বড়দা বলছিল সে রকম মেয়ে নাকি দেখাই যায় না—আচ্ছা মনসুন!—

আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি? মাই মীন, আমার যৌবন কি শেষ হয়ে যাচ্ছে?

মৌসুম। [মদ খায়] কখনও না।

রিন। পুরুষকে পাগল করার মত আমার কি আর সম্পদ নেই?

মৌসুম। শিওর আছে।

রিন। মনসুন! মাই সুইট ডার্লিং [হাত বাড়ায়]

মৌসুম। মাই সুইট রিনটিন—[হাত ধরে]

রিন। এস।

মৌসুম। কোথায়?

রিন। আমার ঘরে।

মৌসুম। কেন?

রিন। তোমাকে দেখাব।

মৌসুম। কি?

রিন। আমার বুকে কত বকুলের সমারোহ।

মৌসুম। রিন!

রিন। আমার মুখে কত মালতীর মধু মেলা।

মৌসুম। ডার্লিং!

রিন। আমার চোখে কত চামেলীর পিপাসা।

দুজনে হাত ধরে প্রস্থানোদ্যত হয়। আসে বিশ্বদেব বসু।
তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে যায়। সঞ্জয় আসে।
শান্ত কণ্ঠে ডাকে।

সঞ্জয়। বাবা!

বিশ্ব। এরা কারা?

সঞ্জয়। [মৌসুমকে দেখিয়ে] ওই ছেলেটি মৌসুম মিত্র। বিখ্যাত বিজনেস ম্যান মিঃ মিত্রের ছেলে। আর এই আমাদের রীনা।

বিশ্ব। আমার মেয়ে !

রিন। আমাকে চিনতে পারলে না ? কতদিন আগে আমি তোমাকে দেখতে পেছিলাম। ভাল আছো তো ড্যাডি—[হাত ধরতে যায়]

বিশ্ব। ড্যাডি নয়। বল বাবা !

রিন। বাবা !

বিশ্ব। হ্যাণ্ডসেক নয়, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।

সুবীর আসে।

সুবীর। পায়ের ধুলোয় অনেক রকম জার্ম থাকে, তাই ও সব পুরনো কুসংস্কার আমরা কাটিয়ে উঠেছি।

বিশ্ব। আমি কিন্তু আমার পুরনো চোখ দিয়ে দেখেই বুঝতে পেরেছি সুবীর।

সুবীর। কি দেখতে পেয়েছেন বলুন।

বিশ্ব। তোমাদের সকলের মনে কিলবিল কর্চ্ছে লোভ, লালসা আর দুর্নীতির জার্ম।

সুবীর। }
সঞ্জয়। } বাবা !

বিশ্ব। তোমরা ভুলে গেছো—এদেশ গান্ধীজীর দেশ; রবি, বঙ্কিম, হাজী মহম্মদ, সুভাষ চন্দ্রের দেশ। দধিচী, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ।

সঞ্জয়। আপনি শান্ত হোন বাবা।

বিশ্ব। তার আগে তোমাদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছি—এটা ইংল্যাণ্ড,

আমেরিকা, চীন বা রাশিয়া নয়। এদেশের মানুষ ত্যাগে, তিতিক্ষায়, জ্ঞানে, গরিমায় পৃথিবীর সব দেশের মানুষের চেয়ে অগ্রণী। এদেশের প্রাণ-চঞ্চল যুবকের দল বিদেশী অপশাসন থেকে জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে হাসতে হাসতে ফাঁসী কাঠে গলা বাড়িয়ে দেয়।

মৌসুম। আই এ্যাম স্যরি! আমার একটা এ্যাপোয়েন্টমেন্ট আছে রিনটিন, আমি গেলাম। বাই—

[প্রস্থান।

বিশ্ব। ব্যবসাদারের ছেলে তোমাদের সঙ্গে মেশে কেন?

সুবীর। আমিও একটা ছোটখাট ব্যবসা করি কিনা, তাই—

বিশ্ব। আচ্ছা সুবীর! এ বাড়ীটা কি ভাড়া?

রিন। ভাড়া বাড়ী হবে কেন? আমাদের নিজেদের বাড়ী।

বিশ্ব। নিজেদের বাড়ী! আমার সেই ভাঙা একতলা বাড়িটা তাহলে কোথায় গেল?

সুবীর। সে বাড়ী ভেঙে দিয়ে এ বাড়ি করেছি।

বিশ্ব। এত টাকা পেলে কোথায়?

সুবীর। সে অনেক কথা, পরে আপনাকে সব বলবো। রীনা বাবাকে ভেতরে নিয়ে যাও।

রিন। এস।

বিশ্ব। না। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।

সুবীর। কি বলছেন আপনি!

বিশ্ব। বিশ্বদেব বসুর মেয়ের পরনে মেমসাহেবের পোষাক! মুখে তার মদের দুর্গন্ধ—কোটিপতি ব্যবসায়ীর ছেলে তার বন্ধু—

সঞ্জয়। শুনুন—

বিশ্ব। আগে বল এদেশের সব মেয়েই কি এই পোষাক পরছে—

আর কি তাহলে দেখা যায় না বঙ্গ রমনীর আলতা-পরা পা! লজ্জা-বগুণ্ঠনের আড়ালে ছলছল করে ওঠে না মমতা মাখানো চোখ?

সুধীর।
সঞ্জয়।   } বাবা!

বিশ্ব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ! তোমার কবিতার এরা কোন দাম দেয়নি। ভারতপথিক মহাত্মা গান্ধী! তোমার ভারতকে এরা ইউরোপ বানিয়েছে। এইসব দুর্নীতি পরায়ণ আত্মসুখ সর্বস্ব বর্বর মানুষগুলোর জন্যেই ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে—চিত্তরঞ্জন বৃটিশের অত্যাচার সহ্য করেছে—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভারত ছাড়ো আন্দোলন করে বেনীয়া ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা স্বাধীনতার সূর্য্য। ছিঃ-ছিঃ!

[প্রস্থান।

রিন। ভদ্রলোক যুগের পরিবর্তন সহ্য করতে পারছেন না।

সঞ্জয়। সংযত হয়ে কথা বলবি রীন।

সুধীর। রীন ঠিক কথাই বলেছে। যুগের অগ্রগতি ওঁকে মেনে নিতেই হবে। যাক সেকথা। তোমার বিয়ের সম্বন্ধের কথাটা শুনেছ?

সঞ্জয়। শুনেছি।

রিন। শুনে তোর খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই না?

সঞ্জয়। না।

সুধীর। না মানে! আমার বন্ধুর একমাত্র বোন। তার ফিগার এ্যাণ্ড—

সঞ্জয়। শোনো দাদা! বিয়ের কথা ভাববার সময় আমার নেই।

সুধীর। হোয়াট!

সঞ্জয়। বিয়ে আমি এখন করবো না।

সুবীর। [ভীষণ রেগে] সাট আপ স্কাউণ্ড্রেল! তুমি কি বলতে চাও আমার বন্ধুর কাছে আমি প্রেষ্টিজ খোয়াব?

বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে নিয়ে কালীনাথকে আসতে দেখে নরম কণ্ঠে সুবীর বলে।

সুবীর আসুন—আসুন—কাকে চাই বলুন?

সঞ্জয়। [দেখে] আরে কালীদা যে কি খবর?

কালী। সোমবারে হাসির বিয়ে, তাই—[কার্ড দিন]

সঞ্জয়। নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন? [কার্ড নিয়ে] বাঃ, ভারী মিষ্টি খবর।

কালী। সবই মিলে যাচ্ছে কিন্তু ভাই। রীনাকে যাবার জন্যে হাসি বার বার বলে দিয়েছে—মিঃ বোস আপনিও যাচ্ছেন—গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো—

সুবীর। যেখানে সেখানে বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার বদভ্যাস আমার নেই। সঞ্জয় তুমি রাত দশটার সময় আমার সংগে একবার দেখা করবে।

[প্রস্থান।

বিন। রাত সাড়ে দশটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবি ছোটদা। দাদার বন্ধুর বোনের একখানা ফাইন ছবি তোকে দেখাব।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। তুমি কিছু মনে করো না কালীদা। ওরা ওই রকম। ওদের সঙ্গে আমার মেলে না।

কালী। তুমি তাহলে নিশ্চয়ই হাসির বিয়েতে যাচ্ছো।

সঞ্জয়। নিশ্চয়ই। পরেশ হাসি দুজনেই আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড। ওদের বিয়েতে নিমন্ত্রণ না করলেও আমি যেতাম।

কালী। আচ্ছা—আমি তাহলে চলি ভাই।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। আসুন। গরীব মানুষকে এরা মানুষ বলে মনে করে না। অর্থের আভিজাত্যে এরা মনে করে পৃথিবীটা ওদেরই। পাগলা-গারদ থেকে বাবা ফিরলেন, তাঁকেও এরা সম্মান দিতে নারাজ। বাবার যদি আবার মাথা খারাপ হয়ে যায়? না-না—এসব আমি কি ভাবছি—[কার্ডটা দেখতে দেখতে] পরেশ আর হাসি—সোমবারে ওদের বিয়ে—পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন। পৃথিবীর সবচেয়ে বোধ হয় পুরনো নিয়ম। একে অপরের হাতে হাত রেখে আত্মসমর্পণ করবে—মেয়েরা উলুধ্বনি করবে—মঙ্গল শঙ্খ বাজবে—চেনা অচেনা মানুষের ভিড়ে বিবাহবাসর মুখর হয়ে উঠবে—

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

চণ্ডীবাবুর বাড়ী।

আনন্দ-মুখর বিবাহ বাসর। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি শোনা যায়। ব্যস্ত নন্দন আসে। তার কোমরে বাঁধা গামছা।

নন্দন। ওরে বাপরে বাপ! শাঁখ আর উলুধ্বনির ঠেলায় কিছু বলাও যায় না—আর কিছু শোনাও যায় না। আরে এই কুণাল! এদিকে একবার শোন। কি? বর অভ্যর্থনার দায়িত্ব তোর? আরে বাবা বর আসতে দেরী আছে—কি হলো কথাটা গ্রাহ্য হলো না?

ব্যস্ত কুণাল আসে। হাতে বালতি।

কুণাল। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন রে? বল কি হয়েছে? আমাদের একদম দাঁড়াবার সময় নেই--

নন্দন। বালতি নিয়ে বরকে অভ্যর্থনা জানাবি বুঝি?

কুণাল। ধ্যেৎ! বামুনঠাকুর বললো শিগগীর এক বালতি জল চাই—না হলে মাছের কালীয়া চাপানো যাবে না। বল কি বলবি?

নন্দন। পেট ফেঁপে ঢোল।

কুণাল। অম্বল হয়েছে?

নন্দন। তোর মাথা।

কুণাল। তবে?

নন্দন। আর বলিস না। তিন ঘণ্টা ধরে ধোঁয়া বন্ধ।

কুণাল। তাই বল। [বালতি নামিয়ে কোঁচর থেকে সিগারেট ও দেশলাই বার করে নিজে মুখে দেয় ও নন্দনকে দিয়ে বলে]

কুণাল। জামা প্যান্ট কোথায় রেখেছিস?

নন্দন। লতাবৌদিকে দিয়েছি। কোথায় রেখেছে ভগবান জানে। আঃ, কলকব্জা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একের পর এক কাজ চেপেই যাচ্ছে—ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে যেই ভাবি ধোঁয়া চালাব অমনি দেখি সি, সি, আর।

কুণাল। সি, সি, আর?

নন্দন। মনটা কোথায় উড়িয়েছ ব্রাদার?

কুণাল। মন শালা ফেরার।

নন্দন। কেন বলতো?

কুণাল। সঞ্জয় একা এসেছে—রিনটিন আসেনি।

নন্দন। যা বাবা! মরেছ তাহলে!

কুণাল। বিশ্বাস কর নন্দন! তোপচাঁচীর সেই পিকনিকের দিন থেকে—

সঞ্জয় আসে। ধোপদুরস্ত পোষাক।

সঞ্জয়। পিকনিকের দিন থেকে কি হলো রে নন্দু?

কুণাল। মন খারাপ।

সঞ্জয়। মন খারাপ!

কুণাল। না মানে, মন ঠিক নয়—

নন্দন। শরীর—

সঞ্জয়। শরীর খারাপ?

কৃণাল। হ্যাঁ, শরীর খারাপ। সেদিন খাওয়াটা বেশী হয়ে গিয়েছিল কিনা—

নন্দন। তা রিনটিনকে সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন সঞ্জু?

সঞ্জয়। তার কথা বাদ দে। বালতিটা এখানে কেন?

কৃণাল। বালতি! এই মরেছে, জল—এক বালতি জল এখুনি পৌঁছে দিতে হবে। যাই—জল নিয়ে যাচ্ছি—

[বালতি নিয়ে প্রস্থান।

নন্দন। ধোঁয়া চালাবি?

সঞ্জয়। চুপ। লতাবৌদি আসছে।

উগ্র সজ্জিতা লতা আসে।

লতা। বাঃ-বাঃ-বাঃ, খুব মজা তো তোমাদের! আমরা সবাই খেটে মরে যাচ্ছি, আর তোমরা বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আরাম খাচ্ছো? ও সঞ্জয়বাবু! তুমি যে দেখছি ধরাচূড়া পরেই আছো। খোল—খোল বলছি—

সঞ্জয়। সেকি!

লতা। সেকি মানে, ইয়ার্কি পেয়েছো? কার্ত্তিক সেজে ভোজ খেয়ে যাবে আর আমরা কাজের ঠ্যালায় নিশ্বেস ফেলার সময় পাবো না। খোল—খোল বলছি। [হাত ধরে টানাটানি করে]

সঞ্জয়। এই মরেছে! খোল বললেই খুলি কি করে?

নন্দন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লতা। কি হলো! কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না?

সঞ্জয়। ছাড়ুন—ছাড়ুন। চলুন যাচ্ছি—কালীদার গামছাটা নিয়ে আসুন।

লতা। সব আনছি, চলতো ?

সঞ্জয়। গিয়ে কি করতে হবে বলুন ?

লতা। আমার সংগে প্রেম করবে।

সঞ্জয়। যাঃ—

লতা। আরে বাবা—তোমাকে পরিবেশন করতে হবে।

সঞ্জয়। পরিবেশন করতে হবে!

চণ্ডীবাবু আসে।

চণ্ডী। হ্যাঁ সঞ্জয়। বরযাত্রী কনেযাত্রী মিলে লোক অনেকগুলো। তাই ঠিক করেছি বিয়ের আগে কিছু লোক খাইয়ে দেব। ভাল হবে না ?

নন্দন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সঞ্জয়। খুব ভাল হবে। কিন্তু মাষ্টারমশাই! বর এখনও এলো না কেন ?

চণ্ডী। পরেশ বর সেজে আসছে—বুঝতেই পারছো—তাছাড়া কতই বা দূর। হ্যাঁ, তোমাকে বিনয়ের চিঠিটা দেখাতে ভুলে গেছি।

সঞ্জয়। আজ্ঞে দেখিয়েছেন।

চণ্ডী। দেখিয়েছি! ও,—তাহলে ব্যাপারটা একবার বোঝ। কি আদর্শবান ছেলে। আমিও তার চিঠির জবাব দিয়েছি—লিখেছি কল্যানীয় বিনয়—

লতা। বিনয়কে চিঠি লিখলেই বিয়েটা হয়ে যাবে তো ?

চণ্ডী। না-না তা কি করে হবে ? সেতো ঠিক কথা। আমার কত কাজ—হ্যাঁ বলছিলাম কি, না তোমাদের নয়—এই—এই সীমা কনে সাজাতে দেরী করিস না। বর এখুনি এসে পড়বে! মাছ, মিষ্টি,

দুই পাশাপাশি রাখবে—একজন পোলাও দেবে—সঙ্গে সঙ্গে একজন লুচি নিয়ে যাবে—ওরে ও রতন! তুই আর কুণাল তৈরী হয়ে থাক। তোরা দুজনেই কনেকে সাত পাক ঘোরাবি। লিখেছি কল্যাণীয় বিনয়—আচ্ছা, অন্য একদিন বলবো।

[প্রস্থান।

লতা। দেখলে তো তোমাদের সি, সি, আরের কাণ্ড? সি, সি, আর হো সি, সি, আরই। কোন ভদ্র প্যাসেঞ্জার যেমন সি, সি, আর-এ চাপে না, তেমন কোন সভ্যলোকের উচিত নয় ওর সঙ্গে মেশা।

নন্দন সঞ্জয়! তুই ভাই পরিবেশনে লেগে যা—আমি দেখি বরের গাড়ী কদ্দুরে আসছে। [প্রস্থান।

লতা। শিষ্যের গুরুনিন্দা সহ্য হলো না।

সঞ্জয়। সহ্য না হওয়াই তো উচিত বৌদি।

লতা। ও বাবা! বোস সাহেব আবার আর এক ডিগ্রি চড়া।

সঞ্জয়। একটা কথা বলবো বৌদি?

লতা। বল।

সঞ্জয়। পূজারিণী ছদ্মবেশে এই দেবমন্দিরে আসা আপনার উচিত হয়নি।

[প্রস্থান।

লতা। শোনো—শোনো সঞ্জয়বাবু! কথাটার জবাব শুনে যাও—

কালী আসে।

কালী। কি ব্যাপার লতা? হাসিকে সাজানো হয়ে গেল—লোকজন খেতে বসছে—আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

লতা। তা কি করবো আমি? ধেই ধেই করে নাচবো?

কালী। আজকের দিনে অন্ততঃ—

লতা। থামো। আর জ্ঞান দিতে হবে না—

কালী। মেয়েরা তোমায় খুঁজছে তাই—

লতা। যাও তো, বকবক করো না—বলগে আর মাথা ধরেছে।

কালী। সত্যি মাথা ধরেছে—কই দেখি!

লতা। থাক। দয়া করে শ্রীহস্ত দিয়ে মেকাপটুকু মুছে দিও না।

কালী। কিছু টাকার দরকার। বিয়ে বোধ হয় সর্ট পড়বে।

লতা। আসল কথা এতক্ষণে বেরুলো—ধন্যি বোনের বিয়ে দেওয়া—এই নাও চাবি—যা খুসি উড়িয়ে দাওগে আমি কিছু বলব না।

[চাবি গোছা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কালী কুড়তে কুড়তে বলে]

কালী। হাসির বিয়ের এই হাসির দিনে তুমি ভুল করেও একবার হাসতে পারলে না লতা?

লতা। কি বললে?

কালী। যা বলেছি তা তুমি শুনতে পেয়েছো।

লতা। কালী!

কালী। শুনেও যখন জিজ্ঞাসা করছো তখন বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, তোমাকে আমি কিছু বলিনি।

[প্রস্থান।

লতা। ফোর্থক্লাস কেরানীর মুখে বড় বড় কথা। বোনের জন্য দরদ একেবারে উথলে উঠলো—

একগোছা পত্র-পত্রিকা নিয়ে নীলেশ আসে।

নীলেশ। এই যে বৌদি! আসলে আপনাকেই এখনও দেওয়া

হয়নি। এই নিন। পড়ে দেখুন। দাদার বিয়েতে তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস। মিঠুও মিষ্টি মিষ্টি করে কিছু ঝেড়েছে। [একটি পত্র-পত্র দিল] আর কে বাকী আছেন? ও আপনি? নিন ধরুন। ও দাদা! আপনিও একখানা নিন। বৌদি! আপনার দাদা এসেছেন।

লতা। দাদা!

নীলেশ। মাসতুতো দাদা। যাচ্ছি-যাচ্ছি—তাড়াতাড়ি করবেন না—দাদার বিয়েতে ভাই-বোনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সকলকে ভাগ করে দেব।

[প্রস্থান।

লতা। দাদা এসেছে! মাসতুতো দাদা! কি ব্যাপার! আবার মার কোন বোনই তো ছিল না। অথচ মাসতুতো দাদা—

স্যুট পরে গৌতম আসে।

গৌতম। আসল নয়, নকল।

লতা। তুমি!

গৌতম। কেন চিনতে পারছো না?

লতা। চিনতে তোমাকে পেরেছি। আর পেরেছি বলেই আশ্চর্য্য হচ্ছি গৌতম। তুমি যে এতবড় লায়ার—এতবড় ধাপ্পাবাজ—

গৌতম। আমার কথা শোনো—

লতা। তোমার সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে।

গৌতম। না। কোন কথাই তুমি শোননি।

লতা। গৌতম!

গৌতম। যা শুনেছ তার সবটুকু ভুল, মিথ্যা। তুমি বিশ্বাস কর, ছ'মাস আমি দিল্লীতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

লতা। সত্যি!

গৌতম। সূর্যের মত সত্যি।

লতা। তাহলে তোমার বোন যে কথাগুলো আমাকে বলেছিল—

গৌতম। মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমাকে বিয়ে করি কণা একেবারে চায়নি। অথচ তোমাকে আমি—

লতা। হারিয়ে ফেলেছ গৌতম।

গৌতম। আবার যদি আমি কুড়িয়ে নিই।

লতা। গৌতম!

গৌতম। তোমার স্বামীকে পেয়ে কি তুমি সুখী হয়েছ লতা? বল--চুপ করে থেকো না—তোমার আমার এতদিনের প্রেম কি সামান্য একটা আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? বল, আমার প্রশ্নের জবাব দাও?

লতা। জবাব পরে দেব গৌতম। এখন শুধু একটা কথা মনে রাখো—কালীকে বিয়ে করেছি সত্যি, কিন্তু তোমাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারিনি—হাসি আসছে—ওমা, কি সুন্দর মানিয়েছে—

কনে সাজে সজ্জিতা হাসি আসে। হাসি লতাকে প্রণাম করে।

এস ভাই। স্বামী সোহাগিনী হও। দেখি ওদিকে আবার কি হচ্ছে —তুমি আমার সঙ্গে এস।

হাসি। উনি কে বৌদি?

লতা। উনি? আমার মাসতুতো দাদা।

[প্রস্থান।

হাসি। নমস্কার।

গৌতম। নমস্কার। আমি দিল্লীতে ছিলাম—কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে এসেছি রিসেণ্টলী—আচ্ছা পরে দেখা হবে, কেমন?

[প্রস্থান।

হাসি। বৌদিকে হঠাৎ খুব খুসি খুসি মনে হল।

পত্রগুচ্ছ হাতে আবার নীলেশ আসে।

নীলেশ। খুসির বাজারে হাসির বেচাকেনা। খুচরো পাইকারী যার যা দরকার হাসি পাবেন। চার আনা কিলো হাসি। হাসি চাই হাসিদি? খুড়ি—বৌদি?—

[একটি পত্র-পত্র সামনে ধরে গান গায়।]

গান।

বৌদি সোনা চাঁদের কোনা
এস মোদের ঘরে]
সতী সাবিত্রীর মত
গৃহে আলো করে।
(তুমি) ধরণীর মত সর্বংসহা
সহন প্রদীপ জেলো।
(যেন) কমলার মত বরাভয় দিয়ে
মোদের বেসোপো ভাল।
প্রার্থনা শুধু হাসির পাত্রে
ভালবাসা দিও ভরে।

হাসি। এই কি হচ্ছে?

[নীলেশ আবার গায়]

গীতাংশ ।

দাদা মোদের ছোট ছেলে
কোন কথাই মানে না ।
(যেন) ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না ।
সারা রাত সে ছটফট করে
আসে না তার ঘুম
তুমি তারে ঘুম পাড়িও মুখে দিয়ে—

হাসি । ছিঃ, কি লজ্জা—

নীলেশ । এখনও আছে—

[নীলেশ আবার গায়]

গীতাংশ ।

একটি মিনতি শুধু করছি পায়ে ধরে
দাদাটিকে তুমি যেন দিও না পর করে ।

নীলেশ । }
হাসি । } হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ঝড়ের বেগে কুণাল আসে ।

কুণাল । হাসি থামাও—গান বন্ধ কর—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে !

হাসি । }
নীলেশ । } কি হয়েছে ?

কুণাল । পরেশের গাড়ী এক্সিডেন্ট করেছে—

হাসি । আঃ [ভেঙে পড়ে]

নীলেশ । কুণালদা !

কুণাল। পরেশের পায়ে দারুণ চোট লেগেছে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে মিঠু আর পবিত্র—জানিনা শেষ পর্যন্ত কি দুর্ঘটনা ঘটবে—

নীলেশ। ভগবান! এ তুমি কি করলে। কুণালদা! আমি দাদার কাছে চললাম। [দ্রুত প্রস্থান।

হাসি। কি সংবাদ তুমি নিয়ে এলে কুণাল!

কুণাল। হাসি! এই দারুণ দুঃসংবাদ বয়ে আনার জন্যে আমি দুঃখিত।

দ্রুত নন্দন আর সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। ভেঙে পড়লে চলবে না কুণাল! যেমন করেই হোক পরেশকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

নন্দন। সেতো হবেই। কিন্তু হাসি—?

সঞ্জয়। হাসি!

কুণাল। হাসির বিয়ের কি হবে?

সঞ্জয়। ওঃ, তাহলে উপায়?

চণ্ডীবাবু আসে।

চণ্ডী। কোন উপায় নেই সঞ্জয়। আজকের রাত্রে একটি মাত্র লগ্ন। সে লগ্ন পেরিয়ে যেতে বেশী দেরী নেই—

নন্দন। লগ্ন পেরিয়ে যাবে!

কালীনাথ আসে।

কালী। হ্যাঁ, পুরোহিতমশাই বললেন—একঘণ্টার মধ্যে বিয়ে না হলে হাসি লগ্নভ্রষ্টা হবে।

চণ্ডী। না। ওকথা আমি ভাবতেও পারি না। লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না। আমার একমাত্র বোন হাসির সারা জীবন বিয়ে হবে না—লোকে দেখলে ওকে ঘৃণা করবে—প্রতিবেশীরা আঙুল বাড়িয়ে বলবে ওই সেই অলক্ষুণে লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে—না-না—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না—কিছুতেই না। [কান্না]

হাসি। কেঁদো না দাদা। আমার জন্তে কেঁদে তোমরা অমূল্য সময় নষ্ট করো না—আমাকে লোকে ঘৃণা করে করুক—সারা জীবন আমার বিয়ে না হয় না হোক—তবু তো প্রাণে আমি বেঁচে থাকবো।

সকলে। হাসি!

হাসি। হাসি মেয়ে। লগ্নভ্রষ্টা হয়ে কোন এক হাসি নামের মেয়ের যদি কাঁদতে কাঁদতে সারা জীবন কাটে, সমাজের তাতে কিছুই যাবে আসবে না। কিন্তু পরেশ—?

সকলে। পরেশ!

হাসি। পরেশ পুরুষ। তার সংসারে সেই একমাত্র অভিভাবক। আরও দুটি কচি মনের সার্থকতার স্বপ্ন তারই হাতের মুঠোয়। পরেশ না বাঁচলে তারা বাঁচবে না। পরেশকে সুস্থ করে না তুললে দুটো ফুল অকালে ঝরে যাবে।

সকলে। হাসি!

হাসি। একটা হাসি কাঁদে কাঁদুক। তোমরা তিনটে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পরেশকে বাঁচিয়ে তোল।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। মৃণাল—সঞ্জয়—নন্দন কি হবে—আমি তো ঠিক করতে পারছি না।

কুণাল। পরেশের জীবন হানির কোন আশঙ্কা নেই মাষ্টারমশাই। তার একটা পা হয়তো—কিন্তু হাসির সম্পর্কে কি ভাবছেন?

চণ্ডী। কি ভাবছি—কিছুই বুঝতে পারছি না।

সঞ্জয়। কালীদা! তুমিও কি বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

কালী। কি করবো বল?

চণ্ডী। কিছুই করার নেই সঞ্জয়। কোথায় পাবো সে ছেলে যে এত বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে?

কালী। তোমরা কি কেউ পারো না হাসিকে বিয়ে করে সর্বনাশা সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে?

[তিনজন বিচ্ছিন্ন ভাবে সরে দাঁড়ায়]

চণ্ডী। তোমরা তার সহপাঠি। সে তোমাদের সহপাঠিনী। জীবনের অনেকগুলো দিন একসঙ্গে তোমাদের কেটেছে। যার ছোট্ট একটা ডাকে আজ তোমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। যে হাসি তার জীবনের সব চেয়ে সুখের মুহূর্তটুকু তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে—সেই হাসির দুঃখের ভাগ কেউ তোমরা নিতে পারো না? তোমাদের মধ্যে কেউ কি পারো না—তাকে জীবন-সঙ্গিনী করে এই চরম লজ্জায়—নিদারুণ দুঃখের দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করতে?

কালী। নন্দন—

নন্দন। কুণাল—

কুণাল। সঞ্জয়—

সঞ্জয়। এ্যাঁ! হ্যাঁ—সত্যি দুঃখের কথা—তোরা ভেবে দেখ, মানে—

নন্দন। তোকেই বিয়ে করতে হবে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। সে কি! না—মানে—কথাটা শোন—

কুণাল। কোন কথা শুনতে চাই না সঞ্জু। আমাদের মধ্যে তুই হাসির উপযুক্ত। ঘরে তোর অভাব নেই—চাকরীর জন্ম হন্তে হয়ে ঘুরতে হবে না।

নন্দন। মাষ্টারমশাই! আপনি যান। বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

চণ্ডী। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। ওরে ও কালী! মেয়েগুলোকে শাঁখ বাজাতে বল—উলুধ্বনি করতে বল—ওরে হাসি—কাঁদিস না বোন! শ্রীকৃষ্ণ যেমন বস্ত্র নিয়ে দ্রৌপদীকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সঞ্জয়ও তেমনি তোকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে আসছে তোর বর সেজে। [প্রস্থান।

সঞ্জয়। মাষ্টারমশাই শুনুন—ব্যাপারটা—

নন্দন। বাজে বকবি না সঞ্জু!

কুণাল। আয় চলে আয় বলছি—[দুজনে হাত ধরে টানে]

সঞ্জয়। জোর করে বর সাজিয়ে দিবি?

নন্দন। }
কুণাল। } দিওয়।

সঞ্জয়। না।

নন্দন। }
কুণাল। } মা মানে!

সঞ্জয়। হাত ছাড়। আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। বল তোরা আর কি চাস?

নন্দন। হাসি আসুক আমরা এই চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কুণাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালী। ওই দেখ সবাই হাসছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[সকলের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বসু নিকেতন।

হাসিতে হাসিতে বনোয়ারী ও রঘুনাথ আসে।

বনো। }
রঘু। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বনো। বহোৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়। হামরা ইত্‌না উমোর হোতা হ্যায়—লেকিন নোস্কুরবাবুকা মাফিক আদমী কভি নাহি দেখ্যা হ্যায়।

নকড়ি নস্কর আসে। তার পরনে চিলে প্যান্ট, হাত পর্যন্ত বুশ সার্ট।

নকড়ি। আবার হায়—হায়—করতা হায়?

বনো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। খুড়ো!

নকড়ি। বল বাপধন।

রঘু। এ ক'দিন ছিলে কোথায়?

নকড়ি। তোর কোন আইডিয়ার নেই ঘুঘু।

রঘু। আঃ—

নকড়ি। রঘু। তুইতো জানিস কলকাতায় আমার থাকবার জায়গার কোন অভাব নেই। চণ্ডী মাষ্টারের বাড়ি থেকে টেরামে চড়ে চলে গেলাম ভাল হউচি। আচ্ছা বাপধন—ওখানে কি খুব ভাল হয়?

বনো। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ক্যা বোলতা হ্যায় বাবুজী?

নকড়ি। বোলতা! এখানে বোলতা কোথায় হ্যায়?

রঘু। বোলতা মানে বোলতা নয়।

নকড়ি। তবে কি ভীমরুল?

রঘু। না, না আরে তা নয়। ক্যা বোলতা মানে--কী বলছো?

বনো। জী হ্যাঁ। ওই বাত্ হ্যায়।

নকড়ি। কখনও নেহি হ্যায়। আমার চৌদ্দ পুরুষের কারো বাত ছিল না হ্যায়।

রঘু। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আরে, বাত্ মানে কথা।

নকড়ি। হ্যাঁ, আসল কথা—আচ্ছা বাপধন! ওরা কি সহোদর ভাই?

রঘু। কারা?

নকড়ি। ওই এ্যাণ্ডো কোং আর এ্যাণ্ডো বেরাদার্স?

রঘু। তার মানে?

নকড়ি। তোর কোন আইডিয়ার নেই। এতদিন কলকাতায় থেকে কি দেখেছিস তাহলে? দেখিস নেই, কলকাতায় সব দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—এ্যাণ্ডো কোং—আর এ্যাণ্ডো বেরাদার্স? ওরা কি জাত বাপধন?

রঘু। পরে বলছি। কলকাতায় আর কি দেখেছো বল?

নকড়ি। পাহাড়।

বনো। }
রঘু। } পাহাড়!

নকড়ি। হ্যাঁ জঞ্জালের পাহাড়। আর গরু।

বনো।
রঘু। } গরু!

নকড়ি। গরু মানে, গরুর মতন গরু। রাস্তায় ফুটপাতে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে—মানুষের চেয়ে বোধহয় ওদের সংখ্যাই বেশী। হ্যাঁ, আর একটা কথা—

রঘু। বল।

নকড়ি। এখানে বাগে বাগে কোথায় বিবাদ হয়েছিল?

রঘু। কেন?

নকড়ি। কেন কি? তোর কোন আইডিয়ার নেই। দেখতে পাস না ছোট ছোট বাসগুলোর গায়ে লেখা আছে বি-বা-দি বাগ?

বনো।
রঘু। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নকড়ি। হাসচো কেন বাপধনেরা! সকাল বেলায় হাসি ভাল নয়। শোন রঘু।

রঘু। আবার!

নকড়ি। রঘু। ও রঘু।

রঘু। বল।

নকড়ি। কাল বাড়ি চলে যাচ্ছি। শীগগির আবার আসবো। এবার আর একা আসছি না। তোর খুড়িকে সঙ্গে নিয়ে আসবো।

বনো। ঠিক হ্যায়।

নকড়ি। কেন ঠিক হবে না হ্যায়? কলকাতায় চিড়িয়াখানা আছে হ্যায়—মনুমেণ্ট আছে হ্যায়, গড়ের মাঠ আছে হ্যায়, বালীগঞ্জের লেক আছে হ্যায়—আর সব জায়গাতে দেখি জোড়ায় জোড়ায় বসে

প্রেম করছে হ্যায়। আমিই শুধু একলা ছিলাম হ্যায়—তাই ভাবছি এবার আমরা জোড়ায় আসবো হ্যায়।

শ্লথ বেশবাস, নেশায় বিভোর রিনটিন আসে।

রিন। তুম কৌন হ্যায়?

রঘু। এই রে!

বনো। মেমসাব বাবুজী। সেলাম দিজিয়ে।

নকড়ি। [ভয় পেয়ে] ঘুঘু—

রঘু! সাহেবের বোন।

নকড়ি। মেয়ে মানুষ?

রঘু। দেখতে পাচ্ছো না?

নকড়ি। দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না। মেয়ে মানুষের যা লক্ষণ তার তো কিছুই দেখছি না।

বনো। সেলাম দিজিয়ে।

নকড়ি। কেন সেলাম দেগা দিজিয়ে? আমি কি মুসলমান দিজিয়ে। দস্তুর মত আমি হিন্দু দিজিয়ে—আমি নমস্কার করবো দিজিয়ে। নমস্কার—

রিন। তোমার নাম কি?

নকড়ি। শ্রীযুক্ত বাবু নকড়ি নস্কর। সাকিম ন গাঁ—পোষ্টাপিস দশঘড়া—

রঘু! আমার খুড়ো। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে।

রিন। তা ওই রকম জামা প্যাণ্ট পরেছে কেন?

নকড়ি। আপনার কোন আইডিয়ার নেই!

রিন। হোয়াট!

রঘু। মানে, কি।

নকড়ি। ঠিকই বলছি মেমসাহেব। কলকাতার যা রাস্তার অবস্থা তাতে—

রঘু। এবার তো খুড়িকে নিয়ে আসছো?

নকড়ি। নিশ্চয়। আবার একা আসি। তোর খুড়ির জন্তে এক গজ বেলাউজের ছিট কাপড় নিয়ে যাব। দু'খানা বেলাউজ তো চাই।

রঘু। একগজ কাপড়ে দু'খানা ব্লাউজ?

নকড়ি। তোর কোন আইডিয়ার নেই।

রিন। রাইট ইউ আর।

নকড়ি। কেন বলবো না আর? লজ্জা কিসের আর, যার জন্তে বেলাউজ পরা তাই যখন দেখতে পাওয়া যায় আর—তখন বেশী কথা আর কি বলবো আর। [প্রস্থান।

রিন। [হাত তালি দিয়ে] হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাউ ফাইন—এই তোরা হাসছিস না তো? আমি হাসছি আর তোরা হাসছিস না, এ কি রকম সভ্যতা?

রঘু। আজ্ঞে, মনে মনে হাসছি।

রিন। মন তোদের আছে? এই বনোয়ারী মন আছে?

বনো। জরুর আছে মেমসাব। লেকিন—

রিন। বল, থামলি কেন?

রঘু। দেরী হয়ে যাচ্ছে মেমসাব। ছোটসাব বিয়ে বাড়ি থেকে এখনও ফেরেন নি বড়সাব রেগে আছেন—

রিন। ছোটদা এখনও ফেরেনি! কোন মেয়ের সঙ্গে জমে গেছে নাকি! আচ্ছা রঘু!

রঘু। আজ্ঞে!

রিন। তোরা তো গরীব তাই না?

রঘু। আজ্ঞে হাঁ।

বনো। হামরা তো বহুত গরীব আছে মেমসাব।

রিন। কেন গরীব আছ কেন উল্লুকের দল? বড়লোক হতে পারো না?

বনো। }
রঘু। } মেমসাহেব!

রিন। আচ্ছা, গরীব মানুষেরা খুব সুখে আছে তাই না? তারা ছলনা জানে না—অভিনয় জানে না—মানুষকে কত সহজে ভাল-বাসতে পারে—

রঘু। আজ্ঞে তা পারে।

রিন। সাট্ আপ রাস্কেল! [সহসা রঘুর গালে চড় মারে] পারে বললেই পারে? একটু আস্কারা দিয়েছি অমনি মাথায় উঠতে চায়।

বনো। হাপনার বহুৎ নেশা হোয়ে গেছে মেমসাব – হাপনি ঘরমে চলিয়ে যান—

রিন। ঘরে গেলে নেশা কমে না বনোয়ারী। আরও বেড়ে যায়। দেশী-বিদেশী কত দামী দামী মদের বোতল ঘরে জমা হয়ে আছে—তারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বহু মূল্য প্রসাধন সামগ্রী, উলঙ্গ যত নারী-পুরুষের ছবি আমার আসল মনটাকে পাথর করে দেয়।

রঘু। মেমসাব!

রিন। তুই মনে কিছু করিস না রঘু—তোরা বিশ্বাস কর আমি সাধারণ মানুষ হতে চাই কিন্তু দাদা আমাকে বলে—

সুবীর আসে।

সুবীর। মৌসুম তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে রিন।

রিন। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। আমিও তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

[প্রস্থান।

সুবীর। বনোয়ারী!

বনো। সাব্!

সুবীর। ছোটাসাব্ ফিরেছে?

বনো। নেহি সাব্।

সুবীর। যা, ড্রিঙ্কস্ নিয়ে আয়।

বনো। আচ্ছা সাব্।

[প্রস্থান

সুবীর। বাবাকে খাবার দেওয়া হয়েছে রঘু?

রঘু। আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু—

সুবীর। কিন্তু কি?

রঘু। তিনি বিশেষ কিছু খাননি।

সুবীর। কেন?

রঘু। আজ্ঞে!

সুবীর। সাট আপ ইডিয়েট। কেবল আজ্ঞে—আর আজ্ঞে—যা জেনে আয় কেন তিনি খাচ্ছেন না।

রঘু। আমি জানি সাব্।

সুবীর। কি জানিস?

রঘু। কেন তিনি খাচ্ছেন না।

সুবীর। কেন ?

রঘু। তিনি বলছেন এসব সাহেবী খাবার আমি খাব না।

সুবীর। তবে কি খাবেন ভদ্রলোক ?

রঘু। আগে যা খেতেন।

সুবীর। [চিৎকার করে] না। তা তাকে খেতে দেওয়া হবে না। আমি প্রসিদ্ধ সুবীর বোস। আই হ্যাব সোস্যাল অনার অলসো— বস্তিবাসী ছোটলোকগুলোর মত যা-তা খাওয়া চলবে না।

গৌতম আসে।

গৌতম। আসতে পারি স্যার ?

সুবীর। নিশ্চয়। আসুন—বসুন—

গৌতম। বসবো না স্যর। বাইরে পাড়ার ছেলেরা অপেক্ষা করছে—

সুবীর। সে কি! বাইরে অপেক্ষা করছেন কেন! ভেতরে আসতে বলুন। আমার কি সৌভাগ্য যে আপনারা আমার বাড়ীতে এসেছেন—

গৌতম। ওকথা বলবেন না স্যর। আপনি সহৃদয় আদর্শ নাগরিক—ওদের হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু সাহায্যের আশায়।

সুবীর। চাঁদা ?

গৌতম। না স্যর। শুধু চাঁদা নয়—চাঁদা তো দেবেনই— আপনার মত চাঁদা এ পাড়ার কোন ভদ্রলোক দেন না—আপনাকে— মানে—

সুবীর। বলুন। লজ্জা সঙ্কোচ করবেন না—আপনাদের জন্যে

আমি কি করতে পারি বলুন। রঘু! যাও—সঞ্জয় এখনও ফিরলো না কেন দেখ।

রঘু। কর্তাবাবু বলছিলেন—

সুধীর। আঃ, ডোণ্ট ডিসটার্ব রঘু! যাও—[রঘুর প্রস্থান।] বলুন ভাই! কি বলছিলেন?

গৌতম। আমরা পাড়ার ছেলেরা ঠিক করেছি—বর্তমান সমাজের জঘন্য পণ-প্রথার বিরুদ্ধে পণ-প্রথা নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠা করবো।

সুধীর। সাধু—সাধু—শুনে ভীষণ খুশী হলাম। সত্যিই তো জঘন্য বর্বর পণ-প্রথা আমাদের দেশের বুকে আজও জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। অবিলম্বে এর উচ্ছেদ প্রয়োজন। আপনারা যে দেশের কল্যাণে ব্রতী হয়ে এগিয়ে এসেছেন—তার জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—

গৌতম। শুধু ধন্যবাদ জানালে হবে না স্যর—আপনাকে তার সভাপতি হতে হবে।

সুধীর। না-না—সেকি কথা বলছেন ভাই! আমি সামান্য লোক—আমার মত লোকের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব—

গৌতম। নিতেই হবে স্যর। আমরা জানি আপনি পল্লী-মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী, দারিদ্র-ত্রাণ কমিটির ক্যাশিয়ার—তাই আমাদের ইচ্ছা—পণ-প্রথা নিবারণী সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুণ—

সুধীর। কি মুস্কিল—আমার কথা শুনুন—

গৌতম। কোন কথা শুনবো না স্যর। আজই আমাদের সমিতির উদ্বোধনী সভা ওই সভায় আপনাকে ভাষণ দিতে হবে।

সুধীর। কিছুতেই যখন ছাড়বেন না, তখন—

মদের বোতল নিয়ে বনোয়ারী আসে।

বনো। সাব!

সুধীর। আরে এতক্ষণে এলে? বন্ধু কখন চলে গেছে। এই এক বিপদ—জানেন—আমি নিজে কখনও এসব টাচ্ করিনি—অথচ বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে মাঝে মাঝে ঝামেলা পোয়াতে হয়। ঠিক আছে ওখানে রেখে যা—ফেরবার সময় দেখা করে যাবে বলেছে—তখন তার গাড়িতে তুলে দেব—যত সব বিশ্রী ব্যাপার। আমি কখনও এসব পছন্দ করি না।

[বনোয়ারী বোতল রেখে চলে যায়।

গৌতম। ভাষণটা স্যর লিখে এনেছি—আপনি চোখ বুলিয়ে রাখুন। ঠিক সময়ে আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

সুধীর। গাড়ি পাঠাতে হবে না।

গৌতম। তবে?

সুধীর। আমার নিজের গাড়িতেই যাব।

গৌতম। স্যার!

সুধীর। তোমাদের কাজ মানেই তো আমাদের কাজ—আই মীন সমাজের কাজ—সমাজের জন্যে যদি কিছু করতে পারি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবো।

গৌতম। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যর। আপনাকে পেয়ে আমরা ধন্য। নমস্কার স্যর।

[প্রস্থান।

সুধীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—গত রাত্রে মিঃ মিটারের বিশ্বস্ত কর্মচারী মিঃ এ, কে, ব্যানার্জী মার্ডার—আজ সন্ধ্যার আগে আমি পণ-প্রথা

নিবারণী সমিতির সভাপতি—এক সঙ্গে ছুটো তীর নিক্ষেপ—অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার শেষ কেন্দ্র-বিন্দু ছুটোই আজ সুধীর বোসের দখলে।

চুপি চুপি রিনটিন আসে। পিছনে মৌসুম।

সুধীর। কে? ও তোমরা! বুঝলে মৌসুম! আজ আমাকে সভাপতি হতে হবে: পণ-প্রথা নিবারণী সমিতির সভাপতি। ভাষণটা কেমন হয়েছে শোন—[ভাষণ পাঠ করে] "মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী! পণ-প্রথা নিবারণী সমিতির সভ্যবৃন্দ আমাকে সভাপতির সম্মান দিয়ে ধন্ত করেছেন। তাই আমার বক্তব্য, কাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঘন্ত বর্বর পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করে যাব।"

বর-কনের সাজে সজ্জিত সঞ্জয় ও হাসি আসে।

সুধীর। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্তে—হাসিকে আমি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি।

সুধীর। অথচ দুদিন আগে তুমি আমাকে বলেছ তোমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

সঞ্জয়। তুমি বিশ্বাস কর। বন্ধুরা জোর করে—

সুধীর। তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে! অল রাইট্, যৌতুক এবং উপহারের জিনিষগুলো কি বন্ধুরা ভাগ করে নিয়েছে? এবং পণের টাকা—

মৌসুম। সে কি। আপনি যে পণপ্রথা নিবারণী সমিতির সভাপতি?

সুবীর। সভায় ভাষণ দেব। কিন্তু ভাষণ দেওয়া আর তা পালন করা নিশ্চয়ই এক কথা নয়?

সঞ্জয়। দাদা!

সুবীর। চুপ কর। বল সঞ্জয়! তোমার স্ত্রীর অভিভাবক কত টাকা দিয়েছে?

হাসি। আমার দাদারা কিছুই দিতে পারেন নি।

রিন। নাই বা কিছু দিতে পারলো হাসি। আমরা হাসি মুখে তোমাকে বরণ করে নেব।

সুবীর। অসম্ভব!

রিন। }
সঞ্জয়। } দাদা!

সুবীর। পণের টাকা এবং যৌতুক সামগ্রী এখানে না পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমার বিয়ে মেনে নিতে রাজী নই সঞ্জয়।

সঞ্জয়। পণের টাকা বা যৌতুক সামগ্রী ওদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

সুবীর। তাহলে আমার পক্ষেও তোমার স্ত্রীকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

মৌসুম। উনি কি দোষ করলেন সুবীরদা? দেখ রিন—মনে হচ্ছে লক্ষ্মীর প্রতিমা—

রীন। একজ্যাক্টলী! এস বৌদি আমরা ভেতরে যাই—

সুবীর। রিন! তোমার লজ্জা করা উচিত একটা পথের মেয়েকে বৌদি বলে ঘরে নিয়ে যেতে।

সঞ্জয়। হাসি পথের মেয়ে নয় দাদা।

সুবীর। চুপ কর। [উচ্চ কণ্ঠে]

সঞ্জয়। কেন চুপ করবো? আমি কি মানুষ নই মনে করেছ? আমার কি ব্যক্তিসত্ত্বা বলতে কিছুই নেই? নিদারুণ একটা দুর্ঘটনা যখন সমগ্র পরিবারটাকে দুর্ভাবনায় ভাবিয়ে তুলেছিল—ফুলের মত সুন্দর একটা মেয়ের জীবনের স্বপ্ন যখন ভেঙে যেতে বসেছিল, তখন তাকে বিয়ে করে আমি নিশ্চয়ই কোন অন্যায় কাজ করিনি।

সুধীর। অন্যায় করেছ তাতো আমি একবারও বলিনি সঞ্জয়। কিরে রীন বলেছি? তবে তোমরা ভেবে দেখ—তোমাদের একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। আর সে প্রতিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা করতে আমি জীবনভর সংগ্রাম করেছি। বাবা পাগলা-গারদে চলে যাওয়ার পর তোমাদের দুটি ভাই-বোনকে মানুষ করতে আমি কত দিন উপোস করেছি—[কান্না] আজ আমাকে অপমান করে তোমরা তার দাম শোধ করছো—

রীন। সত্যিই তুই ভুল করেছিস ছোটদা—

মৌসুম।
সঞ্জয়। } রীন।

বিশ্বদেব আসে।

বিশ্ব। ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন কাঁদছে—তখন নন্দকুমারের ফাঁসি হবেই।

সুধীর। বাবা!

বিশ্ব। কিন্তু না। স্যার ইলাইজা ইম্পেকে আমি বিচারের প্রহসন করতে দেব না—প্রচণ্ড একটা সত্যকে আমি বে-কসুর খালাস করবোই।

সঞ্জয়। বাবা!

[উভয়ে প্রণাম করে]

বিশ্ব। আশীর্বাদ কচ্ছি—তোমরা সুখে থাকো। যাও ভেতরে যাও—

সুধীর। ভুল কর্চ্ছেন বাবা। ভেবে দেখুন আমি ঠিক কথাই বলছি—

বিশ্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ, জাফর আলী খাঁ। তুমি কোরান-শরীফ মাথায় নিয়ে সিরাজের সামনে শপথ করেছিলে—তোমাকে আবার বিশ্বাস করি?

রীন। বাবার কি আবার মাথা খারাপ হয়ে গেল?

বিশ্ব শেষ হয়নি—ভারতের সমাজ থেকে শোসনের এখনও শেষ হয়নি। বৃটিশ গেছে, কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এদেশীয় একদল ধূর্ত ব্যবসায়ী। তারা জোঁকের মত শোষন করছে মানবতার উজ্জ্বল রক্ত।

সুধীর। বাজে কথা বলবেন না।

বিশ্ব। সাট আপ চোরাকারবারী শয়তান। তোমরা খাদ্যে ভ্যাজাল মেসাচ্ছ—ওষুধ জাল করছো—নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অগ্নি মূল্য করে মানুষের সুখ-শান্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো—

সুধীর। বাবার আবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিশ্ব। বাজপাখী! বাজপাখীর মত চোখের দৃষ্টি—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে লেফটেনান্ট ওয়াট্‌সন—সিরাজ যে ভুল করেছিল, আমি সে ভুল করবো না—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তুমি যাদের জন্য লড়াই করে গেলে, একবার এসে দেখে যাও তারা সব ইংরেজ সেজে বসে আছে—ইংরেজকে আমি তাড়াব। নেতাজী সুভাষ— মণিপুরে আমরা ছাউনি ফেলেছি—শত্রুর প্রেন চক্কর দিচ্ছে—আমরা এগিয়ে চলেছি—ওইতো দুশমনের দল—প্রিন্স কম্যাণ্ড—আমরা এগিয়ে

যাই—[কাল্পনিক রাইফেল দুহাতে ধরে যেন ফায়ার করে] বুম—বুম—বুম—বুম—

[প্রস্থান।

সুবীর। সঞ্জয়! আমার কথায় রাগ করো না ভাই। সত্যিই আমি ভুল করেছিলাম। রিন বৌমাকে নিয়ে ভেতরে এস।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। দাদার এই সহজ কথার অনেক শক্ত মানে।

রীন। তা বলে ওই মেয়েটাকে তোর বিয়ে করা উচিত হয়নি।

সঞ্জয়। রীন!

হাসি। তুমি কারও কথায় রাগ করো না। দোষ ওদের নয়। দোষ আমার ভাগ্যের।

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। হাসি আমার নাম হলে কি হবে—বিধাতা বোধ হয় কাঁদতেই আমাকে পাঠিয়েছেন।

সঞ্জয়। তোমার ভুল অংক আমি সংশোধন করে দেব হাসি। চল। ভেতরের ঘরে মার ছবি আছে। মাকে আমরা প্রণাম করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

মৌসুম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রিন। কি হলো হাসছো কেন মনসুন?

মৌসুম। জানি না।

রিন। তার মানে?

মৌসুম। আমার মনে হচ্ছে আমি মরে গেছি।

রিন। মদ খাবে?

মৌসুম। মদে আর নেশা হয় না রীন।

রিন। কেন?

মৌসুম। সেদিন যখন দেখলাম বাবা তিন জন কর্মচারীকে খুন করে—

রিন। চুপ। চুপ কর মনসুন। আমার দাদাও কাল রাত্রে একজনকে—

মৌসুম। রীন! আমরা বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই। তুমিও না—আমিও না। [পকেট থেকে ক্যাপসুল বের করে খায়]

রিন। কি খাচ্ছো?

মৌসুম। ক্যাপসুল।

রিন। কিসের?

মৌসুম। সমাজ থেকে, এই বর্বর সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার মেডিশিন।

রিন। আমিও খাব মনসুন।

মৌসুম। খাও। [ক্যাপসুল দেয়]

রিন। [খেয়ে] এ কোথায় পাওয়া যায়?

মৌসুম। চল বলছি। [কোকেনের এম্‌পুল্‌ বের করে]

রিন। ওকি?

মৌসুম। কোকেন!

রিন। আমি নেব। তোমার চেয়ে বেশী কোকেন আমার রক্তে মিশিয়ে দিতে হবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না মনসুন—আমাকে পৃথিবীর সব ভাল ভুলে যেতে হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

মৌসুম। ভাল চিন্তা, শুভ কামনা—এখনও আমাকে কাঁদিয়ে

ফেলে : তোমার মত আমিও মায়া, মোহ, মমতার গলা টিপে খুন করতে চাই। তুমি—আমি—আমাদের মত প্রাচুর্য্যের অন্ধকারে বাস করছে যারা তারা সকলেই অন্যায়ের সঙ্গে সহবাস করছে—মিথ্যে আমাদের মাথার বালিশ—সত্য সরে গেছে জীবনের পৃষ্ঠা থেকে—আমরা সাঁতার কেটে মরছি একটা অনিশ্চয়তার মহা সমুদ্রে।

[প্রস্থান]

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পরেশের বাড়ি।

চিন্তাক্লিষ্ট মিঠু আসে। হাতে র‍্যাশান ব্যাগ।
ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে।

মিঠু। মহাসমুদ্রেরও শেষ আছে—কিন্তু আমাদের দুঃখের শেষ নেই। অথচ কত সুখের স্বপ্ন ছিল তিন ভাই-বোনের মনে। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল—ছোট্‌দা—এই ছোট্‌দা! কখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না? কি করছিস ঘরে বসে?

নীলেশ আসে। হাতে একটি চিঠি।

নীলেশ। চিঠি পড়েছিলাম।
মিঠু। কার চিঠি?
নীলেশ। হাসিদির।

মিঠু। হাসিদির চিঠি।

নীলেশ। তোপচাঁচী থেকে পিকনিক করে ফিরে দাদাকে লিখেছিল।

মিঠু। কোথায় পেলে চিঠিটা ?

নীলেশ। দাদার বালিশের নীচে ছিল কত স্বপ্ন নিয়ে এ বাড়িতে আসতে চেয়েছিল পড়ে দেখ। [চিঠি দেয়]

মিঠু। কি হবে আর এ চিঠি পড়ে। [মিঠু চিঠি পড়ে]

. সুপ্রিয় পরেশ !

তোপচাঁচী থেকে ফিরে বৌদির কথায় নিশ্চয় তুমি রাগ করেছ ! তাই কয়েক দিন হলো এখানে তুমি আসছো না নাকি ওখানে ছবি তুলতে দিইনি বলে অভিমান হয়েছে ? কি মশাই ! কোনটা ঠিক ? যদি ছবির ঘটনাটা ঠিক হয় তাহলে বলি শোনো— অভিমান করো না লক্ষ্মীটি, কয়েক দিন পরেই তো হাসি তোমাদের সংসারে হাসির মেলা বসাতে যাচ্ছে—তখন যত খুশি ছবি তুলে নিও—এই ! একটা কথা, আমাদের বিয়ের ছবি আমাদের শোবার ঘরে থাকবে কিন্তু—লজ্জা করছে তবুও বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—তুমি আমার ভালবাসা নিও

ইতি—

তোমার হাসি।

[নীলেশ গান গায়]

গান।

গানের নৌকা নোঙর করেছে
বেদনার খেয়াঘাটে।
তাই তো আমার দুঃখের পসরা
নামানো হলো না হাটে।

জানি না কেন যে দখিনা বাতাস
হঠাৎ হলো গো ঝড়,
পাগলের মত ভেঙ্গে দিয়ে গেল
হায় রে সুখের ঘর
নিঠুরা নিয়তি স্বপ্ন বীণার
তার দিয়ে গেল কেটে।

মিঠু। [চোখ মুছে] র‍্যাশনটা নিয়ে আয় ছোটদা।

নীলেশ। পারবো না।

মিঠু। পারবি না মানে? আজ তোকে কলেজ যেতে হবে খেয়াল আছে?

নীলেশ। কি নিয়ে যাব কলেজ? তিন মাসের মাইনে বাকী।

মিঠু। মাইনের টাকা নিয়ে যাবি।

নীলেশ। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোর শেষ সোনাটুকু শেষ করে দিয়ে র‍্যাশন আনতে আমি পারবো না।

মিঠু। তুই চাকরী করে এর দ্বিগুণ সোনার গয়না আমায় কিনে দিবি ছোটদা।

নীলেশ। আমি কি ছেলেমানুষ মিঠু?

মিঠু। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ ছোটদা। ছোট্ট একবিন্দু আশাকে বুকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখা যে মেয়েদের স্বভাব। তাছাড়া, একপেট খিদে নিয়ে দাদা যখন সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ছোটবোন হয়ে তার সামনে আমি কি খাবার এগিয়ে দেব বল?

নীলেশ। ঠিক আছে। দে তাহলে—[হাত বাড়িয়ে দেয়]

[মিঠু দুল দুটো নীলেশের হাতে দেয়। এগিয়ে দেয় র‍্যাশন ব্যাগ। উভয়ের চোখে জল]

মিঠু। দেরী করিস না যেন।

নীলেশ। নিচে নামতে দেরী হয় কখনোও!

[দ্রুত প্রস্থান।

মিঠু। দাদা শুনলে দুঃখ পাবে। কিন্তু আমার দুঃখ কি করে বোঝাব। কার কাছে হাত না পেতেছি—প্রতিবেশীরা দেখলে দূরে সরে যায়। এমনি করে হয়তো সবাই একদিন দূরে চলে যাবে। নইলে যে একদিন না এসে থাকতে পারতো না—সেই নন্দনদাও আর—

নন্দন আসে।

নন্দন। উঁকি মারে না।

মিঠু। তুমি!

নন্দন। বিশ্বাস কর মিঠু, বেকার হয়ে আর বসে থাকতে পারছি না। যদি কোন ব্যবস্থা হয় এই ভেবে দুর্গাপুরে গিয়ে—

মিঠু। আমি কি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছি?

নন্দন। চোখে কিন্তু অভিমানের ছায়া।

মিঠু। তবু ভাল যে বুঝতে পেরেছো।

নন্দন। বুঝতে আমি সবই পারি মিঠু।

মিঠু। ভালবাসার লুকোচুরি যখন ধরা পড়ে যায় তখন আসে বিয়ের পালা কিন্তু বেকার তুমি—বাড়ীতে অক্ষম মা, বাবা—একমাত্র দাদার রোজগারের ওপর সংসারের ভরসা—তাই আমাকে দেখে তোমার ভয় লাগছে—

নন্দন। না—মানে—

মিঠু। মিথ্যে কথা বলো না নন্দনদা—স্বপ্ন এখন বাস্তব হয়ে দেখা

দিয়েছে। তাই বীভৎস বাস্তবকে দেখে মনে মনে তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ—

নন্দন। কিন্তু—

মিঠু। এর মধ্যে কিন্তু কি আছে নন্দনদা! ভাল বেসেছিলে ঠিকই —তার জন্যে আমি তো তোমার কাছে কোন মূল্য চাইনি। দাদার বন্ধু তুমি—যেমন আসতে তেমনি আসবে। আমার ভালবাসাও তাই বলে ম্লান হবে না—

নন্দন। তুমি আমাকে অপমান করতে চাও!

মিঠু। অপমানের কি হলো?

নন্দন। যথেষ্ট হলো মিঠু। তুমি আমাকে ভীরু-কাপুরুষ মনে করেছ। কিন্তু আমি ভীরুও নই আর কাপুরুষও নই—

মিঠু। নন্দনদা!

নন্দন। তুমি মনে মনে করেছ আমি তোমাকে ঠকাবো? তোমার ভালবাসা নিয়ে খেলা করবো বলেই তোমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করেছি—

মিঠু। কথা শোনো—

নন্দন। আমার কথা তুমি শোনো মিঠু। আমি তোমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করিনি। জীবনে আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ঠকাইনি।

মিঠু। শোনো—দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

নন্দন। সে নিশ্চয়ই কুণালের কাছে গেছে—আমি সেইখানেই তার সঙ্গে দেখা করবো।

মিঠু। তুমি কি আমার কথায় রাগ করেছ?

নন্দন। না।

মিঠু। নন্দনদা!

নন্দন। আমি প্রমাণ করবো আমি মিথ্যাবাদী নই—আমি যেমন করে হোক যে কোন চাকরী জোগাড় করে তোমাকে বিয়ে করে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

মিঠু। শোনো—শোনা নন্দনদা! আমি কি ওকে ভুল বুঝেছিলাম? না-না, ভুল বুঝবো কেন? আমি ওকে ইচ্ছে করে অপমান করেছি; না করলে ও আমাকে দুর্বল করে দেবে—দাদার এই অবস্থায় আমি দুর্বল হলে কে ধরবে সংসারের হাল—

নীলেশ আসে। শূন্য র‍্যাশন ব্যাগ। বলে।

নীলেশ। ভাগ্য যাদের ভেঙে গেছে—হাল ধরেও তাদের রক্ষা করা যাবে না।

মিঠু। ছোটদা!

নীলেশ। কানের দুল দুটো বিক্রি করে সত্তর টাকা পেয়েছি, কিন্তু র‍্যাশন আনতে পারিনি!

মিঠু। তার মানে?

নীলেশ। র‍্যাশানের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে

মিঠু। তাহলে উপায়?

নীলেশ। চালটা অন্ততঃ কালোবাজারে কিনতে হবে। এই নে, ষাট টাকা রাখ। দশ টাকা নিয়ে আমি বাজারে যাচ্ছি।

গৌতম আসে।

গৌতম। দাঁড়ান নীলেশবাবু! আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নীলেশ। বলুন।

গৌতম। আপনার দাদার নাম তো পরেশবাবু?

নীলেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৌতম। আপনারা দু'মাস বাড়ী ভাড়া দেননি।

মিঠু। দিইনি মানে দিতে পারিনি। কিন্তু আপনি—

গৌতম। আমি মিঃ বোসের নূতন ম্যানেজার। আমার নাম গৌতম সেন। বিশ্বাস না করেন, এই দেখুন আমার পরিচয় পত্র—
[পকেটে হাত দিয়ে পরিচয় পত্র বার করতে যায়]

মিঠু। থাক। পরিচয় পত্র দেখে কাজ নেই—আপনি মিঃ বোসকে বলবেন আরও দিনকতক পরে না হলে বাড়ী ভাড়া আমরা দিতে পারছি না।

[গৌতম মিঠুর দিকে চেয়ে থাকে]

নীলেশ। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

গৌতম। বুঝিয়ে বললেও তিনি বুঝবেন না।

মিঠু। কিন্তু আমাদের পক্ষে যে এখন দেওয়া সম্ভব নয় গৌতম-বাবু।

গৌতম। কেন সম্ভব নয়? আপনাদের সংসার তো চলছে? ওইতো আপনাদের দুজনেরই হাতে টাকা রয়েছে—দিয়ে দিন ঝামেলা মিটে যাক।

মিঠু। আপনি বুঝছেন না—আমরা—

গৌতম। বাজে কথা বলবেন না বুঝলেন? কি করেন আপনি?
[নীলেশকে]

নীলেশ। পড়া-শুনা করি।

গৌতম। বাদ দিন। কাজে লেগে যান। বলুন কাজ করবেন?

এই নিন কার্ডটা রাখুন। [কার্ড দিল] প্রয়োজন বোধ করলে দেখা করবেন। বাড়ীভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই লেখাপড়া করছে—[প্রস্থানোদ্যত হয়ে ফিরে] বলুন কবে আসবো ?

মিঠু। এক মাস পরে আসবেন।

গৌতম। তার মানে!

মিঠু। দু'মাসের বাড়ীভাড়া নিয়ে যান। ছোটদা! টাকাগুলো দিয়ে দেতো। [নীলেশকে টাকা দেয়। নীলেশ গৌতমকে টাকা দেয়]

গৌতম। কিছু মনে করবেন না—মানে—আমি বলছিলাম—

মিঠু। নমস্কার।

গৌতম। নমস্কার।

[বিরক্ত হয়ে প্রস্থান।

নীলেশ। টাকাগুলো দিয়ে দিলি ? কিন্তু—

মিঠু। বেশ করেছি—আমার যা খুশী আমি তাই করেছি—তোদের ওই কিন্তুর বোঝা আমি আর বইতে পারছি না—

নীলেশ। মিঠু!

[নীলেশ বোনের দিকে একবার চায় এবং গৌতমের দেওয়া কার্ডের দিকে একবার চায়। তারপর চলে যায়।]

মিঠু। ছোটদা—ছোটদা শোন! [কান্না] ছোটদাকে আমি কি বললাম! রাগের মাথায় ও যদি কিছু করে বসে! কিন্তু আমিই বা কি করবো ? অপমান যে আমি সইতে পারি না। [তখনও কাঁদে]

গৌতম আসে।

গৌতম। শুনছেন!

মিঠু। আপনি।

গৌতম। ফিরে এলাম।

মিঠু। কেন ?

গৌতম। নীলেশবাবুর মুখে শুনলাম সব ঘটনা—তাই—

মিঠু। তাই কি ?

গৌতম। টাকাগুলো ফেরৎ দিতে এলাম। [চেয়ে থাকে]

মিঠু। দরকার হবে না...

গৌতম। মানে আমি—

মিঠু। যেতে পারেন।

গৌতম। রাগ করছেন! আমি কিন্তু বাবুকে আমার পকেট থেকে টাকা দিয়ে দেব।

মিঠু। গৌতমবাবু!

গৌতম। তুমি বুঝে দেখ মিঠু—

মিঠু। সাট আপ। যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে—যান বলছি—

গৌতম। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভাল অফারটা ভালভাবে বুঝে দেখলে না। আচ্ছা চলি।

[প্রস্থান।

মিঠু। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অসংখ্য অজগর। ওদের সবার চোখে লালসার দৃষ্টি—তিনমাসে কত যে প্রেম-পত্র এসেছে—সব চিঠিতেই কামনার গন্ধ মাখা—এ সংসারকে বাঁচাতে হলে সত্যিই কি আমাকে—না-না আমি ভাবতে পাচ্ছি না। কি দুর্ভাগ্য! এতগুলো এপ্লিকেশন করলাম চাকরীর জন্যে, একটা ইণ্টারভ্যু পর্যন্ত এলো না—

পরেশ আসে। দু'বগলে ক্রাচ, হাতে মিঠুর ইণ্টারভ্যুর লেটার

পরেশ। এসেছে।

মিঠু। দাদা!

পরেশ। বসু এণ্ড কোম্পানীতে এপ্লিকেশন করেছিলি?

মিঠু। হ্যাঁ। খবরের কাগজে ওরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

পরেশ। কই, আমাকে তো বলিস নি?

মিঠু। তুমি তখন হাসপাতালে ছিলে।

পরেশ। রেডিও বিক্রি করে সংসার চালিয়েছিস এখবর দিতে পেরেছিলি হাসপাতালে গিয়ে—আর চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছিস এ খবরটা দেওয়া হয়নি কেন?

মিঠু। ইচ্ছা করে দিইনি।

পরেশ। তিনমাসের মধ্যেই তোমাদের ইচ্ছের পাখা গজিয়ে গেল? আমি যে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবো তোমরা বোধ হয় তা ভাবতে পারনি।

মিঠু। দাদা!

পরেশ। এই নাও তোমার ইণ্টারভ্যু লেটার। [ছুঁড়ে দেয়। মিঠু কুড়োয়] ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিবি।

মিঠু। না।

পরেশ। না মানে?

মিঠু। ইণ্টারভ্যু আমি দেব।

পরেশ। মিঠু!

মিঠু। সুযোগ এলে চাকরী নেব।

পরেশ। না।

মিঠু। না মানে?

পরেশ। ইণ্টারভ্যু দেবে না।

মিঠু। দাদা!

পরেশ। চাকরী নেবে না।

মিঠু। কি বলছো তুমি?

পরেশ। ঠিকই বলছি। আমাদের বংশের কোন মেয়ে কখনও চাকরী করেনি।

মিঠু। আমাদের বংশের কোন ছেলে সারাদিন উপোষ করেনি।

পরেশ। তবু আমি তোকে চাকরী করতে দেব না মিঠু।

মিঠু। চাকরী আমি করবই।

পরেশ। সাট আপ। [সহসা মিঠুর গালে চড় মারে, কিন্তু নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে যায়]

মিঠু। দাদা! [কেঁদে ওঠে]

পরেশ। মিঠু! তুই আমাকে ক্ষমা কর মিঠু!

মিঠু। [তুলতে তুলতে] ছিঃ দাদা! ও কথা বলো না।

পরেশ। তবে কি বলবো?

মিঠু। তোমার নিজের কথা ভেবে—ছোড়দার লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে—তুমি শুধু তোমার অভাগিনী বোনকে চাকরী করবার অনুমতি দাও।

[প্রস্থান।

পরেশ। বেশ। তাই দিলাম। [কান্না] বাবা! মা! তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমাদের অমান্য করতে চাইনি। কিন্তু এছাড়া আজ আর আমার কোন উপায় নেই। কাঁদতে আমি চাইনি

তাই হাসি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। ওটা কি? চিঠি! কার চিঠি? [পতিত চিঠি কুড়িয়ে] হাসির সেই চিঠি—[চিঠি পড়ে] অভিমান করোনা লক্ষ্মীটি! কয়েকদিন পরেই হাসি তোমাদের সংসারে হাসির মেলা বসাতে যাচ্ছে—তখন যত খুশী ছবি তুলে নিও। এই! একটা কথা, আমাদের বিয়ের ছবিটা কিন্তু আমাদের শোবার ঘরে থাকবে কিন্তু —লজ্জা করছে—তবু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি—তোমারই হাসি।

[চিঠিখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ফেলে দিয়ে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

চণ্ডীবাবুর বাড়ী।

ভারাক্রান্ত মন হাসি আসে। তার হাতে পরেশের চিঠি। হাসি পড়ে।

হাসি। সুচরিতাষু হাসি!

তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবগত হলাম। তুমি কিন্তু বুঝতে ভুল করেছ লক্ষ্মীটি! আমি রাগ বা অভিমান কিছুই করিনি; তোমাদের বাড়ী যাইনি অন্য কারণে। কারণটা অবশ্য বিয়ের পরে বলব। মানে ফুলসজ্জার রাতে। আর ছবি তোলার কথা লিখেছ—কি বোকা মেয়ে তুমি! তোমার ছবি আমার মনের ক্যামেরায় অনেক আগে তুলে রেখেছি। এই! শোন—আমাদের বিয়ের ছবি নিশ্চয়ই শোবার ঘরে

থাকবে—লজ্জা করছে নাকি ? ভয় নেই, সে ঘরে আর আর কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি। ভালবাসা নিও— ইতি—

তোমার পরেশ

[চিঠিখানা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছিঁড়ে ফেলে দেয়]

হাসি। কবেকার চিঠি তার ঠিক নেই—এখনও যেন—

চিঠি হাতে চণ্ডীবাবু আসে।

চণ্ডী। লেখাগুলো এখনও যেন মুক্তোর মত ঝলমল করছে।

হাসি। কার লেখা দাদা ?

চণ্ডী। বিনয়ের। বিনয়ের আবার কার—পাশের বাড়ীতে বর্ধমান থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন—তাকে শুনিয়ে এলাম। টুকরোগুলো পড়ে রয়েছে কিসের ?

হাসি। পরেশের চিঠি। অনেক আগেকার—

চণ্ডী। ওই ছেঁড়া চিঠিটার মত তোর জীবনলীলার [illegible] ছিঁড়ে গেছে হাসি !

হাসি। পণের টাকা আর কিছু সোনা যদি দিতে পারো তাহলে ছেঁড়া তারে ওরা গিঁট বেঁধে নেবে।

চণ্ডী। সবই তো শুনেছি হাসি। কালীকে কথাটা বলেছিস ?

হাসি। ছোড়দা এখনও অফিস থেকে ফেরেনি।

চণ্ডী। ওই আসছে—

কালীনাথ আসে।

কালী। কখন এলি হাসি ?

হাসি। এক ঘণ্টা আগে।

কালী। তারপর? ভাল ছিলিস তো?

চণ্ডী। খুব ভাল ছিল।

কালী। তার মানে? সুধীরবাবু এখনও তোকে নিয়ে জ্বালাতন করছে? ভদ্রলোককে এত করে বুঝিয়ে বলে এলাম, তবু—

হাসি। সেই উঠতে-বসতে এক কথা। পণের-টাকা চাই—মডার্ন ষ্টাইল শিখতে হবে। ওদের সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে মদ খেয়ে হৈ-হল্লোর করতে হবে।

কালী। পণের টাকা কিছু কিছু করে শোধ দিয়ে দেব বলেছি তো!

চণ্ডী। কিছু কিছু করে নয়, একবারে দিতে হবে। আর—

হাসি। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে একরাশ পুরুষের সঙ্গে বেহেল্লাপনা কি করে আমি করবো? আমার মা—ঠাকুরমা মালাজপ না করে জল খেতেন না। বাবা বলতেন লজ্জাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ—মা মারা যাবার সময় দেখেছি সিঁথিতে তার জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর—আলতা-পরা দুটি পায়ে স্বর্গীয় পবিত্রতা—তার মেয়ে হয়ে আমি কি করে মদ খাব? সিঁথিতে সিঁদুর দেখলে ভাসুর হাসে—তোমরা বলে দাও এয়োতীর এই পবিত্র সিঁদুর কি ক'রে আমি মুছবো?

চণ্ডী। এসব কি বলছিস হাসি?

হাসি। বলার আরো অনেক আছে দাদা। কিন্তু বোন হয়ে সে কথা আমি তোমাদের বলতে পারবো না।

কালী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

চণ্ডী। সঞ্জয় তার দাদাকে কিছু বলে না?

হাসি। কত বলেছে—কত ঝগড়া করেছে—কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

চণ্ডী। এক কাজ করি কালী।

কালী। কি ?

চণ্ডী। কাল আমি সুধীরবাবুর কাছে যাই। তার হাতে-পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলি।

কালী। কোন লাভ হবে না দাদা। ভদ্রলোক নিজের বাবাকেই শ্রদ্ধা করে না, ত তুমি—কিন্তু করাই বা যায় কি ? এক কাজ করলে হয়। লতার তো বেশ কিছু গয়না আছে—ওকে বলে যদি সেগুলো দিয়েও কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়—

চণ্ডী। কথাটা আমিও ভেবেছিলাম কালী। কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি। বৌমাকে বুঝিয়ে বল। দেখ যদি রাজী হয়।

অফিস ফেরৎ লতা আসে।

লতা। থামুন। লজ্জা করলো না আপনার কথাটা বলতে ?

হাসি। বৌদি !

লতা। কি ব্যাপার হাসি ? বড়লোক শ্বশুরকে ছেড়ে এখানে কি রকম ?

হাসি। তোমাদের দেখতে এলাম।

লতা। এই তো বসে গেলে—এরই মধ্যে আবার মন কেঁদে উঠলো ? ধন্যি তোমার মন ভাই—কই আমার তো অত সহজে বাপের বাড়ীর জন্যে মন কাঁদে না। কালী ! দু'ভাইয়ে কিসের যুক্তি করছিলে ? গয়নাগুলো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে মনে করেছ ?

কালী। একেবারে নয়। কিছু দিন পরে—

লতা। ফেরৎ দিয়ে দেবে কেমন ? তুমি কি আমাকে কচি খুকি পেয়েছো ? আর তুমিই বা কেমন মেয়ে বৌদির গয়নাগুলো নিজে

পরতে চাও? শোনো হাসি! কথাগুলো মন দিয়ে শোন—আমার এক কুচি সোনা আমি কাউকে দেব না। ঘন ঘন বাপের বাড়ী আসা ছেড়ে দাও। বুঝতেই তো পাচ্ছো—সংসারের অবস্থা—স্বামী স্ত্রীতে চাকরী করি বলেই কোন রকমে দু'বেলা শাক ভাত জোটে।

হাসি। আমি এখনি চলে যাচ্ছি বৌদি।

চণ্ডী। কেন চলে যাবি হাসি? কার কথায় তুই এখনি চলে যাবি?

লতা। শুনেছো তোমার দাদার কথাগুলো?

কালী। দাদা ঠিক কথাই বলেছে।

লতা। সেতো বলবেই। দাদা যে তোমার বড় মাইনার চাকুরে।

চণ্ডী। বৌমা!

লতা। বৌমা কি মিথ্যে কথা বলেছে?

চণ্ডী। মিথ্যে কথা বলবে কেন বৌমা? তুমি শিক্ষিতা—কলকাতা শহরের মেয়ে, মিথ্যে বলার অভ্যাস তোমাদের নেই। তবে কথা কি জানো—

লতা। থাক, আর কথা জেনে কাজ নেই—আপনি বাঁচলে বাপের নাম—আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়—একমাত্র মামাতুতো দাদা—সে এলে আপনাদের চোখ টাটায়—কেন তাকে দেখতে পারেন না কৈফিয়ৎ দিন!

কালী। লতা! আমি কি মরে গেছি?

লতা। মরতে আর দেরী নেই তোমার। সোহাগের বোন যে হারে বাপের বাড়ী আসছে—তাতে তুমি তো মরবেই, আমাকেও বিষ খেয়ে মরতে হবে।

হাসি। না বৌদি না। মরতে তোমাদের কাউকে হবে না। বিষ খাবারও প্রয়োজন নেই। আর আমি তোমাদের বাড়ী আসবো না।

চণ্ডী। } হাসি!
কালী। }

হাসি। হাসির জন্যে তোমরা কেউ ভেবো না দাদা! হাসি হাসবার ভাগ্য করে জন্মায় নি। [দুই দাদাকে প্রণাম করে]

কালী। কাঁদিস না হাসি।

চণ্ডী। আমি শীগগির একদিন যাব।

হাসি। কোথায় যাবে দাদা? যেখানে গরীব মানুষেরা কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য—মদ—মেয়েমানুষ যাদের দিন-রাত্রের সাথী—সেখানে তোমার মত মানুষের না যাওয়াই ভাল। বৌদি! চললাম –

লতা। একটু চা খেয়ে যাবে না?

হাসি। না বৌদি। তোমাদের অনেক কষ্টের পয়সায় কেনা চাটুকু খেয়ে—তোমাদের অভাবের মাত্রা আর বাড়িয়ে দেব না।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। কাঁদতে কাঁদতে গেল মেয়েটা। দাঁড়া হাসি! যাবার আগে তোর মুখখানা আর একবার দেখি।

[প্রস্থান।

লতা। আহা রে! সোহাগের বোনের জন্যে প্রাণ একেবারে আনচান করে উঠলো—আমার গয়নাগুলো দেবার বুদ্ধি তুমিই বোধ হয় দিয়েছিলে?

কালী। হ্যাঁ। কিন্তু—

লতা। থাক আর কিন্তু শুনতে চাই না। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কত আর

শেখাবো তোমাকে ! কতদিন তোমাকে বলেছি—বিয়ের আগে অনেক পয়সা নষ্ট করেছ দাদা আর বোনের পিছনে—তখন কেউ কিছু বলার লোক ছিল না। এখন আমি এসেছি—কিছুদিন পরে ছেলে-পুলে আসবে—আর কি টাকা পয়সা অপচয় করা সাজে! কথাগুলো ভাল লাগছে ?

কালী। লাগছে।

লতা। আরও অনেক কথা আছে পরে বলবো। চা খাবে চল—হ্যাঁ আর একটা কথা—তোমার দাদাকে একটু শাসন করে দিও। তুমি কিছু না বললে আমার কথা গ্রাহ্য করবে কেন।

কালী। তা ঠিক।

লতা। টাকা পয়সা আর দিও না। কথায় কথায় দাদা দাদা করে গলে যেও না। বুঝতে পেরেছ ?

কালী। পেরেছি।

লতা। লক্ষ্মীটি ! একটু বস। আমি চা করে নিয়ে এখুনি আসছি— [প্রস্থান।

কালী। মানুষের মনে যে এত ছলনা থাকে—লতাকে দেখার আগে আমি জানতাম না।

চণ্ডীবা আসে।

চণ্ডী। আরে জানলে কি আর ওখানে বিয়ে দিতাম ? লগ্নভ্রষ্টা হয়ে বিয়ে না হতো সেও এর চেয়ে ভাল ছিল।

কালী। তোমার বৌমার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দাদা। আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

চণ্ডী। আরে কি সব পাগলের মত বকছিস। আমি তো তোকে কোলে-পিঠে করে—

কালী। দাদা!

চণ্ডী। যাক সে সব কথা। আমি একদিন হাসির শ্বশুর বাড়ী যাব বুঝলি। বিশ্বদেববাবুর শুনছি আবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—ইয়ে হয়েছে, গোটা কয়েক টাকা দে দেখি। পরেশকে দিয়ে আসি। নীলেশের মুখে যা শুনলাম, গোটা পনের টাকা হলেই হবে—

[লতাকে আসতে দেখে]

কালী। টাকা নেই।

চণ্ডী। তার মানে!

কালী। একটা টাকাও হবে না।

চণ্ডী। সেকি রে, আজ না তুই মাইনে পেয়েছিস?

কালী। পেয়েছি তো কি হয়েছে—এমনি করে দান করার ক্ষমতা আমার নেই!

চণ্ডী। তুই কি বলছিস কালী!

কালী। ঠিক বলছি। এতদিন বলতে পারিনি বলে—যা নয় তুমি তাই শুরু করেছ।

চণ্ডী। এখনি যে বললি--

লতা আসে। হাতে চায়ের কাপ।

কালী। থামো। যা বলছি শোন। পয়সা আমাদের সন্তানয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা উপায় করতে হয়, বুঝলে!

চণ্ডী। অনেক দেরীতে বুঝলাম কালী।

লতা। চা।

কালী। রাখো।

লতা। তোমার পরটাতে কি ঘি মাখিয়ে দেব?

কালী। তাই দিও। তেলের পরটা রোজ রোজ ভাল লাগে না। শোনো দাদা! রোজগার যা করো খরচ কর তার দশগুণ—এবার থেকে দান বল, নিজের খরচ বল, যাই করবে নিজের পয়সা দিয়েই করবে।

চণ্ডী। চেষ্টা করবো।

লতা। মাছ ভাজা খাবে, না ঝোল করবো?

কালী। তোমার যা খুসী।

লতা। তাহলে ঝোলই করবো।

[প্রস্থান।

কালী। খবর্দ্দার তুমি আমার কাছে একটা পয়সা চাইবে না। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার বৌমার মুখের উপর কথা বলবে না—তুমি কি মনে কর ওর অপমান আমি সহ্য করবো?

চণ্ডী। কালী! তুই কি আজ—

কালী। কুড়ি টাকা দিচ্ছি—নিয়ে গিয়ে পরেশকে দাওগে। কাল টাকা ভাঙ্গিয়ে আরও কিছু দেব। [কুড়ি টাকা দাদার পকেটে দেয়]

চণ্ডী। আমি ভেবেছিলাম তুই পাগল হয়ে গেছিস। কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম তোকে আমি নিজে বসে বসে শিখিয়েছি।

কালী। কি?

চণ্ডী। বর্ণ পরিচয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

কালী। কিন্তু এমনি করে কতদিন চলবে?

লতা আসে।

লতা। বেশ করেছ অপমান করেছ। চালাকি—হাসিটাকেও বেশী আস্কারা দিও না। ও মেয়েও সাংঘাতিক।

কালী। সেকি আমি বুঝি না?

লতা। এতদিন বুঝি না বোঝার ভান করে ছিলে?

কালী। তবে কি?

লতা। সত্যি! বলনা লক্ষ্মীটি! সত্যি করে বলছো?

কালী। সত্যি বলছি। দেখলে না দাদাকে টাকা তো দিলামই না, উপরন্তু কেমন যাচ্ছেতাই অপমান করলাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

লতা। যাক বাবা, স্বামী মনের মত না হোক তার টাকাগুলো মনের মত করে জমিয়ে ফেলি—[ঘড়ি দেখে] কি ব্যাপার! গৌতম এখনও এলো না কেন?

গৌতম আসে।

গৌতম। আর বলো না লতা। সাহেব কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

লতা। সত্যি। তোমার ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে।

গৌতম। তোমার ভাগ্যেই তো আমার ভাগ্য লতা। চল—দেরী হয়ে যাচ্ছে—

কালী আসে।

কালী। তোমরা কি এখন কোথাও বেরুবে লতা?

গৌতম। হ্যাঁ জামাইবাবু। আমার এক বোনের দারুণ অসুখ। তাই—

লতা। ভাবছি গৌতমদার সঙ্গে গিয়ে একবার দেখে আসি। কি করবো যাব ?

গৌতম। আরে চল্‌না লতু। গাড়ি করে যাবি—গাড়ি করে ফিরবি—চার ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবি তো—

কালী। এস তাহলে।

লতা। তুমি কিছু বলছিলে ?

কালী। ফিরে এস, পরে বলব।

[প্রস্থান।

গৌতম। চল্। দেরী করিস না। এই—শো আরম্ভ হয়ে যাবে, চল্। কি, অভিনয় ঠিক হচ্ছে তো ? [হাত ধরতে যায়]

লতা। এই এখানে হাত ধরছো কেন ? সেখানে—

গৌতম। এখানে কি ?

লতা। মাসতুতো দাদা।

গৌতম। আর সেখানে ?

লতা। প্রিয়তম।

গৌতম। বিউটিফুল !

[উভয়ের প্রস্থান।

———

অষ্টম দৃশ্য।

অফিস-সংলগ্ন বাগান।

হিপির পোষাক পরা রিন ও মৌসুম আসে। রিনের হাতে গাঁজার কলকে। সে গাঁজা টানে, ধোঁয়া ছাড়ে। পিছন থেকে মৌসুম বলে।

মৌসুম। বিউটিফুল—বিউটিফুল রিন। সুন্দরভাবে তুমি গাঁজা টানতে শিখেছ। সবই প্রভুর দয়া—প্রভুর দয়ায় মানুষ কিনা করতে পারে। কই,—আমাকে একবার দাও।

রিন। [গাঁজার কলকে দিয়ে] সত্যি মনসুন, এত সহজ পথ থাকতে আমরা অন্ধকার গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছিলাম—হে প্রভু! তুমি দয়া কর। [রিন গাইতে গাইতে নাচতে থাকে]

গান।

প্রভু কর দয়া—
সবি তব মায়া—
দেহ পদ ছায়া—
জয় রঘুপতি রাম।

মৌসুম। [গাঁজা টেনে ধোঁয়া ছেড়ে নাচতে নাচতে গায়]

গান।

জয় রঘুপতি রাম।
প্রভু কর দয়া
সবি তব মায়া
দেহ পদ ছায়া
জয় রঘুপতি রাম।

রিন ও মৌসুম গাইতে গাইতে নাচে। নেশায় প্রায় বেহুঁশ অবস্থা। আসে সুবীর ও মিঠু।

সুবীর। বাঃ-বাঃ অপূর্ব! জীবনের শ্রেষ্ঠ পথই তোমরা বেছে নিয়েছ

মৌসুম। তোমাদের দেখে বড় লোভ লাগছে ওই পথে যেতে। কিন্তু কোন উপায় নেই—মায়া-মুগ্ধ হয়ে শুধু অসার পথেই ছুটেই মরছি। আহা! তোমরা কত সুখী—

রিন। মেয়েটি কে দাদা?

সুবীর। কোন মেয়েটি! ওঃ উনি? উনি মিস মিঠু। চাকরীর এপ্লিকেশন করেছিলেন—আমরা ইন্টারভ্যু কল করেছিলাম—কিছু মনে করবেন না মিস মিত্র। এদের দেখে, ধর্মের গান শুনে সব কিছু আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

মৌসুম। ইন্টারভ্যু নেওয়া হয়ে গেছে?

সুবীর। কমপ্লিট হয়নি। অন্যান্য সমস্ত প্রশ্নের অদ্ভুত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন, শুধু সাধারণ জ্ঞান—আই মীন জেনারেল নলেজটা একটু দেখার ইচ্ছা—মিস মিঠু!

মিঠু। বলুন স্যর?

সুবীর। আর মাত্র একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো। আশা করি আপনি উত্তর দেবেন।

মিঠু। চেষ্টা করবো স্যর।

সুবীর। লোড শেডিং-এর জন্যে অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা বাগানে এসেছি। রিন! তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

রিন। না দাদা।

মৌসুম। একটুও না।

সুবীর। অল রাইট! আচ্ছা মিস মিঠু!

মিঠু। স্যর।

সুবীর। বাগানে ফুলগাছগুলোতে অসংখ্য ফুল ফুটেছে—

মৌসুম। ফুল ফুটেছে।

রিন। অসংখ্য।

সুবীর। কি সুন্দর লাগছে দেখতে।

মৌসুম। লাগছে দেখতে।

রিন। সুন্দর।

মৌসুম। যেমন—

রিন। আপনাকে লাগছে।

মৌসুম। ঠিক ফুলের মত।

রিন। আই মীন সবুজ পাড়ে—মানে সবুজ পাতার মাঝখানে সন্ত ফোটা রজনীগন্ধা।

সুবীর। বলুন মিস মিত্র! ওই ফুল কখন সুন্দর হয়ে ওঠে? আই মীন কখন—

মৌসুম। কখন—

সুবীর। সত্যি সুন্দর হয়ে ওঠে?

[মিঠু কিছুক্ষণ ভাবে।]

মৌসুম। প্রশ্নটা খুব শক্ত।

রিন। উত্তর দেওয়া আরও শক্ত।

মিঠু। বলবো স্যর?

সুবীর। নিওর।

মিঠু। যখন ভ্রমর এসে মধু পান করে।

মৌসুম।
　　　　　} হাউ ফানি ! [উভয়ে উভয়ের হ্যাণ্ডসেক করে।]
রিন।

সুবীর। সন্দেহাতীত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন মিস মিঠু। আমার প্রশ্ন শেষ। পরীক্ষায় আপনি উত্তীর্ণ। আপনি কাল থেকে জয়েন করবেন। বাই দি বাই—অফিস থেকে এপোয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে যাবেন।

মিঠু। অশেষ ধন্যবাদ স্যার।

[প্রস্থান।

সুবীর। কাজের চাপ ভীষণ বেড়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে পি, এ, রাখতে হলো। তিরিশ জন মেয়ের মধ্যে মিস মিঠুকেই কাজের মেয়ে ভেবে সিলেক্ট করলাম। কাকে চাই—

এলো-মেলো চুল, ময়লা প্যাণ্ট সার্ট পরে কুণাল আসে।

কুণাল। সঞ্জয়কে।

রিন। আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

কুণাল। আমি সঞ্জয়ের বন্ধু।

মৌসুম। সঞ্জয় এখানে নেই।

কুণাল। আচ্ছা স্যার, আপনি তো সঞ্জয়ের দাদা ?

সুবীর। ইয়েস।

কুণাল। আমি স্যার আপনার কাছে এসেছিলাম।

সুবীর। কেন ?

কুণাল। আপনি আমাকে বাঁচান স্যার।

মৌসুম। কি হয়েছে আপনার ?

রিন। নিশ্চয়ই কোন অন্যায় কাজ করেছেন কুণালদা !

কুণাল। চিনতে পেরেছো তাহলে ? আমি কিন্তু—

সুধীর। যা বলতে এসেছেন তাই বলুন ভাই!

কুণাল। আমাকে একটা চাকরী দিন স্যার।

মৌসুম।
সুধীর।
রিন
} চাকরী!

কুণাল। যে কোন চাকরী। শুনেছি আপনি হৃদয়বান, অনেক বেকারকে চাকরী দিয়েছেন—দয়া করে আমাকে একটা কাজ দিন—এত করে আপনাকে বলতাম না, কিন্তু বিশ্বাস করুন কোন উপায় নেই—আমার বাবা-মা কাল থেকে উপোষ করে আছেন।

সুধীর। সত্যি দুঃখের কথা—আচ্ছা আপনি রাত্রি আটটার সময় আমার ম্যানেজার গৌতমবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার নামটা বলে যান—

কুণাল। আমার নাম কুণাল মুখার্জি। সঞ্জয়ের সঙ্গেই বি, এ, পাস করেছি—দয়া করে স্যার মনে রাখবেন। যে কোন একটা কাজ আমাকে দিতেই হবে—তাতে কুলীগিরি, মুটেগিরি—এমন কি—

সুধীর। ঠিক আছে ভাই। তুমি যাও। সঞ্জয়ের বন্ধু—তাই তুমি বললাম। কিছু মনে করলে না তো ?

কুণাল। কি যে বলেন স্যার—তুমি কেন, তুই বললে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। গেলাম স্যার! আমি কিন্তু আবার আসছি।

সুধীর। আজ রাত আটটায়।

কুণাল। নমস্কার স্যার।

[প্রস্থান।

মৌসুম। ওকে চাকরী দেবেন?

সুবীর। দেব। তবে আমি কি আর দেব, দেবেন ঈশ্বর। আহা! হাজার হাজার হীরের টুকরো ছেলে সব বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওদের দেখলেও মায়া লাগে—ওদের দুঃখের কথা শুনলেও চোখে জল আসে। [কৃত্রিম কান্না, রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। জোড়হাত করে বলে] হে প্রভু ওদের দয়া কর—

[রীন ও মৌসুম গায়]

গান।

প্রভু কর দয়া
সবই তব মায়া
দেহ পদ ছায়া
জয় রঘুপতি রাম॥

দু'জনে গাইতে গাইতে নাচতে থাকে। সুবীর চোখ বুজে হাত তালি দেয়। আসে হাসি। পরনে লাল পাড় গরদের শাড়ি। হাতে স্নানজলের তাম্র পাত্র।

হাসি। ঠাকুরঝি!

হাসি।
মৌসুম। } কে!

সুবীর। উনি নারায়ণের স্নানজল এনেছেন—তোমরা গ্রহণ কর।

[রিন ও মৌসুম গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এসে হাত পাতে। হাসি উভয়ের হাতে স্নানজল দেয়। রিন ও মৌসুম গাইতে গাইতে প্রস্থান করে।]

হাসি। আপনি স্নানজল নিন।

সুবীর। [বিকট চিৎকার করে] না।

হাসি। ঠাকুরের স্নানজল—আপনি—

সুবীর। মানি না। ঠাকুর-ফাকুর আমি মানি না।

হাসি। আমি—

সুবীর। ঠাকুরের স্নানজল খাইয়ে আমাকে ভোলাতে এসেছ! মিস্টার—সুবীর বোস এত সহজে ভোলে না। সেন্টিমেন্ট বলে আমার কিছু নেই। তোমার এবং তোমার স্বামীর মনে রাখা উচিত কোন বিশেষ কারণ না ঘটলে সুবীর বোস তার লক্ষ্যস্থান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় না। [হাসি প্রস্থানোদ্যতা হলে]

সুবীর। শোনো!

হাসি। বলুন।

সুবীর। তোমার ধাপ্পাবাজ ছোট্‌দা যে বলে গেল পণের টাকা এবং যৌতুক সামগ্রী শীগগির পৌছে দেবে, কি হলো? কি, উত্তর দিচ্ছ না কেন? সেদিন যে ভাইয়েদের কাছে গেলে, কি বললো তারা? চুপ করে থাকলে চলবে না। বল কি বলেছে রাস্কেল দুটো?

বাম হাতে খাতা ও ডান হাতে পেন নিয়ে সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। দাদা! কথাটা উইথড্র করে নাও।

সুবীর। হোয়াট্!

সঞ্জয়। কোন ভদ্রলোকের সম্মান হনন করার অধিকার তোমার নেই।

সুবীর। কারা ভদ্রলোক? তোমার সম্বন্ধিরা?

সঞ্জয়। তার মানে!

সুবীর। লজ্জা করছে না মানে জিজ্ঞাসা করতে? রূপসী বোনকে শুধু হাতে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে—এ তাদের কোন্ দেশী ভদ্রতা?

সঞ্জয়। ভদ্রভাবে কথা বলবে দাদা।

সুবীর। ভুলে যাচ্ছি, ভদ্রভাবে কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি, বুঝলে? তোমার স্ত্রী আমার সংসারে এসে যে অপমান করেছে তাতে ভদ্র-ভাবে কথা বলার ধৈর্য্য আমার থাকছে না।

সঞ্জয়। তোমার ব্যবহারও আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে—

সুবীর। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। তোমার অনেক অপমান আমি সহ্য করেছি—আমার স্ত্রীকে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করেছ—কেন? কি ভেবেছ তুমি?

সুবীর। নাটকের সংলাপ বলছো মনে হচ্ছে?

সঞ্জয়। না। নাটকের সংলাপ নয়। এ আমার জীবনের প্রশ্ন। এ আমার ভদ্রতার অধিকার। হাসি গরীবের মেয়ে—আমি রাজী না হলে কখনই ও আমার স্ত্রী হতে পারতো না। দোষ যদি হয়ে থাকে আমার হয়েছে, অন্যায় যদি করে থাকি আমি করেছি। অপমান করতে হলে তুমি আমাকে করবে, হাসিকে নয়। ওকে অপমান করার কোন অধিকার তোমার নেই।

সুবীর। সাট আপ!

সঞ্জয়। দাদা!

হাসি। চুপ কর। উনি হাজার অপমান করলেও আমার মান যাবে না।

সঞ্জয়। যাবে না!

হাসি। না।

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। মানুষ তো কাঁদতে কাঁদতেও হাসে।

সঞ্জয়। তার মানে!

হাসি। যে যত অপমানই করুক, শুধু তোমার সম্মান আমার সব অপমান ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দেবে।

[প্রস্থান।

সুবীর। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! ভেতরে ভেতরে তাহলে অনেক দূর এগিয়ে গেছো!

অর্ধোন্মাদ বিশ্বদেব আসে।

বিশ্ব। এগিয়ে গেছে—শত্রু সৈন্য পিছু হঠছে—ওদের বিষাক্ত বোমা মাটিতে পড়বার আগেই কামান দিয়ে আমরা উড়িয়ে দেব। কমাণ্ডার প্রিন্স কমাণ্ড—বুম-বুম-বুম-বুম—

[কাল্পনিক রাইফেল চালায়]

সঞ্জয়। বাবা!

বিশ্ব। কে! ও সঞ্জয়! আমি এখানে কেন? সামনে দাঁড়িয়ে ওটা কে?

সুবীর। আমি সুবীর। শুনলাম আবার আপনার শরীর খারাপ হয়েছে। ভাল করে খাচ্ছেন না—রাত্রে ঘুমোচ্ছেন না—আমার এমন দুর্ভাগ্য যে এত চেষ্টা করেও আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পারলাম না!

বিশ্ব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সুবীর। বাবা!

বিশ্ব। দুর্য্যোধন! দুর্য্যোধন মায়া কান্না কাঁদছে, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুবীর। চুপ করুন!

সঞ্জয়। কেন চুপ করবেন? তোমার এই দ্বৈত চরিত্রাভিনয়, সমাজের কোন মানুষ টের না পেলেও আমরা টের পেয়ে গেছি।

সুবীর। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। তোমাকে চিনতে আমাদের একটুও বাকী নেই!

সুবীর। কতটুকু চেনো?

বিশ্ব। সবটুকু! মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব চেনা হয়ে গেছে।

সুবীর। আপনি এখান থেকে যান।

বিশ্ব। কেন? তোমার ভয়ে? কতটুকু ক্ষমতা তোমার রাক্ষস রাবণ?

সুবীর। গেট আউট—গেট আউট, আই সে ইউ গেট আউট!

সঞ্জয়। সাবধান দাদা! বাবাকে অসম্মান করলে আমি তোমার মান রাখতে পারবো না।

সুবীর। হোয়াট্! তুই আমাকে অপমান করবি? তাহলে শোন ইডিয়েট! এ বাড়ী—এই বিশাল বিষয় সম্পত্তি সব আমার। এর ওপর তোর এককণা অধিকার নেই। তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি।

সঞ্জয়। দাদা!

সুবীর। এ্যাণ্ড উইথ ইয়োর ওয়াইফ—স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

বিশ্ব। নো। নেভার। এ বাড়ী থেকে ওরা যাবে না।

সুবীর। হ্যাঁ যেতে হবে। কারণ ঘুটে কুড়নী মেয়েকে বিয়ে করে আমার এ্যারিষ্টক্র্যাসী নষ্ট করে দিয়েছে। যাদের সংগে মিলের

মিশে আমি আজ প্রতিষ্ঠিত, ওর স্ত্রীকে দেখে তারা মুখ টিপে হাসে। আমাদের সমাজে ঘোমটা চলে না—কোন মেয়ে পায়ে আলতা পরে না—কপালে সিঁথিতে একরাশ সিঁদুর দিয়ে দেবী সেজে বেরোয় না। যদি আমার কথামত ওর স্ত্রীকে আমাদের সমাজের মহিলা করে গড়ে তুলতে পারে—তাহলেই এ বাড়ীতে থাকবে, না হলে উইদীন এ উইক ইউ উইল হাব্ টু বী আউট ফ্রম মাই ম্যানসন।

বিশ্ব। আলউদ্দিন খিলজীর খোয়াব তামাম দুনিয়ার সে বাদশা হবে—নেপোলিয়ানের স্বপ্ন সমগ্র পৃথিবীর মাথায় থাকবে তার পা—আর মেসার্স সুধীর বন্ধুদের ইচ্ছা ভারতবর্ষের সমস্ত টাকা নিজেদের পকেটে পুরবেন—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সুধীর। খবর্দার বৃদ্ধ!

সঞ্জয়। তুমি ভুল করছো দাদা!

সুধীর। করলে ইচ্ছা করেই ভুল করছি।

সঞ্জয়। না। তুমি ভুল করেই ভুল করছো।

সুধীর। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। জয়ের পথে চলতে গিয়ে পরাজয়ের ভূত দেখছো।

সুধীর। কাব্য!

সঞ্জয়। সত্য কি মিথ্যা! আজ সারারাত আমি ভাববো।

[প্রস্থান।

সুধীর। পরোপকার—হাঃ-হাঃ-হাঃ! মনুষ্যত্ব—হাঃ-হাঃ-হাঃ! যার নিজের পায়ের তলায় মাটি নেই তার মুখে বড় বড় কথা।

বিশ্ব। ছোট্ট একটা কথার জবাব দেবে জাফর আলী খাঁ?

সুধীর। না। কোন কথার আমি জবাব দেব না।

বিশ্ব। জবাব তোমাকে দিতে হবে। জবাব দিতে হবে কিসের

বিজনেস করে এত টাকা তুমি সঞ্চয় করেছ। জবাব দিতে হবে কেন তুমি সম্পদ কর ফাঁকি দিয়ে দেশের সর্বনাশ করছো।

সুবীর। রঘু—বনোয়ারী—

বিশ্ব। কালোবাজারী করে—অতি মুনাফার রথ চালিয়ে দেশের অসংখ্য মানুষের মুখে তুলে দিচ্ছো মুঠো মুঠো বিষ—তোমাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব দেশদ্রোহী!

সুবীর। সাট আপ!

রঘু ও বনোয়ারী আসে।

সুবীর। এই ওল্ড হ্যাগার্ডটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পুরানো বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আয়।

বিশ্ব। না। আমি যাব না।

সুবীর। যাবে—যাবে বিশ্বদেব বসু। তুমি অতীত—তুমি বিগত দিনের জলন্ত প্রতিশ্রুতি! তোমাকে বর্ত্তমানে বাইরে রাখা চলবে না।, যা—নিয়ে যা—

রঘু ও বনোয়ারী বিশ্বদেবের দুহাত ধরে টানে।

বিশ্ব। ছাড়—ছেড়ে দে—

সুবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—যাও—যাও—বিশ্বদেব।

বিশ্ব। না আমি বিশ্বদেব নই—আমি বসুদেব। তুমি কংস বসুদেবকে অন্ধ কারাগারে বন্দী করে রাখছো--কিন্তু বেশীদিন তুমি বন্দী করে রাখতে পারবে না—ওই দেখ আকাশ মেঘাছন্ন—আঁধারের বুক চিরে ঘনঘন দেখা যাচ্ছে অশনি সংকেত—তোমারই লৌহ কারার অন্তরালে—তোমাদের মত দেশদ্রোহী কালোবাজারীদের লোভের লৌহ পিঞ্জরে মানব জননীর গর্ভ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে—আকাশ থেকে নক্ষত্র

খসে পড়লো—বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল—চারিদিকে বেজে উঠলো মঙ্গল শঙ্খ—মানব জননী প্রসব করেছে বংস হন্তারক কৃষ্ণ—ওই আসছে কৃষ্ণ, লাখো লাখো মানুষের মুক্তি দিতে ছুটে আসছে কোটি কোটি কৃষ্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[রঘু ও বনোয়ারী টানতে টানতে নিয়ে যায়।

সুধীর। [ঘড়ি দেখে] মিস ডোরাকে আসতে বলেছি—এতক্ষণ নিশ্চয় এসে গেছে—আমি নারী মঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা করতে চাই। নারীর মঙ্গল চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম আসে না।

[প্রস্থান।

———

নবম দৃশ্য।

পার্ক।

আনাজ ভর্ত্তি থলি হাতে নিয়ে কালী আসে।

কালী। আসে না, ঘুম আসে না হাসির কথা চিন্তা করে। মেয়েটা কত স্বপ্নই না দেখেছিল—এক মুহূর্ত্ত যে না হেসে থাকতে পারতো না—সেই হাসির চোখে আজ জল ছাড়া কিছু নেই। আশ্চর্য্য! দাদা, আমি, হাসি ন্যায় সত্য আর ভদ্রতাকে আঁকড়ে থেকে সারাজীবনে কি পেলাম?

দামী সুদৃশ্য ছাতা মাথায়, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ লতা আসে।

লতা। আমড়া পেয়েছো আমড়া?

কালী। পেয়েছি।

লতা। কাল রবিবার চাট্‌নী করে দেব। বড়ঠাকুর তো চাট্‌নী খুব ভাল বাসেন।

কালী। ছাতাটা কিনলে?

লতা। হ্যাঁ। কি সুন্দর ছাতা, তাই না?

কালী। দাদার জন্যে একটা কিনতে হবে।

লতা। কিনতে হবে তো আগে বলনি কেন? ছিঃ-ছিঃ, তোমার কি আক্কেল বলতো? তিনি জলে রোদ্দুরে কষ্ট পাচ্ছেন—আর আমি কিনা—তোমার যে কবে বুদ্ধি হবে! আহা! মানুষটাকে দেখলে মায়া হয়।

কালী। লতা! তুমি সত্যি বলছো?

লতা। তার মানে, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না? কি করে করবে? আমি যে পরের মেয়ে—আমি সব সময় তোমাকে ছলনা করি—মিথ্যা কথা বলি। এই যে নতুন ডিজাইনের হারটা কিনবো ঠিক করেছি ওটাও মিথ্যে—এই নাও তোমার টাকা তুমি ফেরৎ নাও—

কালী। লতা!

[লতা বুক থেকে মানি ব্যাগ বার করে অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে।]

লতা। হার চাই না—শাড়ী চাই না—কিছু চাই না—কিছু না।

কালী। তুমি আমাকে ক্ষমা কর লতা! বিশ্বাস কর এতদিন আমি তোমাকে সত্যিই ভুল বুঝেছিলাম—

লতা। খুব হয়েছে, থামো তো। ভুল আমি করিনি? ভুল মানুষ মাত্রেই করে।

কালী। তাহলে বল হার তুমি কিনবে?

লতা। আজই কিনবো। দু'শো চল্লিশ টাকা কম আছে—

কালী। কম হচ্ছে!

লতা। তা হোক ম্যানেজ করে নেব। এই পাড়াতেই আমার এক বান্ধবীর বাড়ী। তার কাছে টাকাটা ধার নেব।

কালী। ওই টাকাটা কিন্তু আমি সামনের মাসের মাইনে পেলেই শোধ করে দেব।

লতা। বড়ঠাকুরের ছাতাটা কিন্তু আজই কিনবো—

কালী। আমিও সামনের মাসে তোমাকে একটা ভাল শাড়ী কিনে দেব।

[প্রস্থান।

লতা। শুধু শাড়ী আর গয়নাতেই আমি সন্তুষ্ট নয় কালীবাবু, আরও চাই—বাড়ী—গাড়ী—

গৌতম আসে।

গৌতম। আর বলো না লতু! গাড়ী নিয়ে আজকাল না বেরো-নোই ভাল। রাস্তায় যা জ্যাম—কি ভাবছো?

লতা। তুমি আর এক মিনিট আগে এলে কালীর কাছে ধরা পড়ে যেতাম। বাবা! হাজার তাপ্পি দিয়ে তবে তাড়িয়েছি—

গৌতম। তোমাকে আজ কি সুন্দর লাগছে!

লতা। আর তোমাকে?

গৌতম। লতু!

লতা। চোখে যে তোমার কি যাদু আছে!

গৌতম। কিন্তু এমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন চলবে?

লতা। বারে! প্রেমতো চুরি করেই মজা।

গৌতম। তবু দিনগুলো তো ফুরিয়ে যাচ্ছে?

লতা। দিন ফুরলে কি-হবে, আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না?

নকড়ি নস্কর আসে।

নকড়ি। ঘুঘু—ঘুঘু—শীগগীর আয় বাপধন! ফুরিয়ে গেলো।

রঘু আসে।

রঘু। কি ফুরিয়ে গেলো খুড়ো?

নকড়ি। সিনেমা।

রঘু। সিনেমা!

নকড়ি। তোর কোনও আইডিয়ার নেই। কথা বাড়াস কেন?

রঘু। কি হলো?

নকড়ি। আবার ডিসকাপ করে?

রঘু। ডিসকাপ নয়, ডিসটার্ব—

নকড়ি। চুপ। ওই দেখ—

[লতা-গৌতম কথা বলছিল। তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায়।]

রঘু। ধ্যেৎ! ও সিনেমা নয়।

নকড়ি। তাহলে থ্যাটার?

রঘু। না।

নকড়ি। তবে কি করছে ওরা?

রঘু। লাভ।

নকড়ি। লোকসান নয়?

রঘু। দূর! 'লাভ' মানে ভালবাসা।

নকড়ি। মানে পেরেম? মিনি পেরেম—অঃ, আমি ভাবলাম সিনেমা!

লতা। সিনেমা থেকে কোথায় যাবো বলো তো?

গৌতম। গংগার ঘাটে। সুন্দর হাওয়া—

লতা। না।

গৌতম। তবে?

লতা। সেই জুয়েলারী দোকানে। তোমার কিছু মনে থাকে না—

গৌতম। শুরি! মনে পড়েছে—[মানিব্যাগ খুলে টাকা দেয়]

লতা। মাসে মাসে টাকাটা তোমার শোধ করে দেবো।

গৌতম। শোধ করে দেবে?

লতা। বারে! এতগুলো টাকা—

গৌতম। ভালবাসার কাছে টাকা তুচ্ছ জিনিস লতু। আমি তোমাকে ভালবাসি। তাই হারটা তোমাকে আমি উপহার দেবো।

লতা। কাল রাত্রে কি দেখেছি জানো?

গৌতন। কি?

লতা। তুমি আমাকে জড়িয়ে আদর করে—

[গৌতম লতাকে কাছে টানে। লতা এলিয়ে পড়ে।]

নকড়ি। ঘুঘু! টিকিট কেটে নিয়ে আয়। শেষ পর্যন্ত দেখবো!

গৌতম। কে আপনি?

নকড়ি। আমি ন,গাঁয়ের নকড়ি নস্কর। কথা বলবেন না।

গৌতম। কেন?

নকড়ি! আমার ভাব কেটে যাচ্ছে।

গৌতম। গলা থেকে মুণ্ডুটি কেটে ডাষ্টবিনে ফেলে দেব।

নকড়ি। যা—ইয়ার্কি করে না!

গৌতম। ইয়ার্কি করছি? দেবো জানোয়ারকে এক—

[ঘুষি মারতে যায়। লতা বাধা দেয়।]

লতা। কি কর্চ্ছো? দোকান বন্ধ হয়ে যাবে যে!

গৌতম। চল। রাস্কেল কোথাকার!

[প্রস্থান।

নকড়ি। অঃ—

লতা। অঃ মানে?

নকড়ি। ও তো তোমার মামাতো দাদা।

লতা। মামাতো নয়, মাসতুতো।

[প্রস্থান।

নকড়ি। মাসতুতো নয়—'কিস'তুতো।

রঘু। খুড়ো!

নকড়ি। তাড়াতাড়ি চল্। থিয়েটার এষ্টার্ট হয়ে গেলে দেখতেই পাবো না।

রঘু। কি?

নকড়ি। কালীনেত্য।

রঘু। কালীনেত্য মানে?

নকড়ি। ল্যাংটা মেয়ের নাচ। যাকে বলে বাকারী ড্যান্সো।

রঘু। বাকারী ড্যান্স নয়।

নকড়ি। কাবারী ড্যান্সো?

রঘু। ক্যাবারে।

নকড়ি। অঃ! তা' বাপধন! কলকাতায় ভালো ভালো

থ্যাটারে ওই নাচ হয়। শুনছি—নাটক যা হয় হোক গে'—ওতেই হাউসফুল।

উদ্‌ভ্রান্ত নন্দন আসে।

নন্দন। ফুলের মত জীবনটা—স্বপ্নে ভরা দিনগুলো, আজ আর খুঁজে পাওনা যায় না। জীবনের যে বর্ণের সঙ্গে কোনও পরিচয় ছিল না, আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে—

নকড়ি। টিকিট পাবো না। তাড়াতাড়ি আয় বাপধন।

[প্রস্থান।

রঘু। টিকিট না পাই ব্ল্যাকে কিনবো। [প্রস্থান।

নন্দন। কিন্তু তার যে অনেক দাম। মনুষ্যত্ব খোয়াতে হবে। সততার গলাটিপে মারতে হবে। জীবনের প্রতিজ্ঞাকে ডাষ্টবিনের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে—না—না, তা আমি পারবো না। কিছুতেই না। কিন্তু মিঠুকে যে আমার চাই। তাকে যে আমি ভালবাসি। তাকে বিয়ে করে আমি প্রেমের মূল্য দেব। কিন্তু চাকরী না পেলে কিসের ভরসায় বিয়ে করবো? অথচ মিঠুকে বিয়ে না করলে সে আমাকে কাপুরুষ মনে করবে—মিথ্যাবাদী ভাববে—কিন্তু চাকরী কোথায়? সামান্য একটা চাকরের চাকরি—মিঃ মিত্রের কাছে হবে—কিন্তু বিনিময়ে তাকে জোগাড় করে দিতে হবে সুন্দরী মেয়ে।

সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। নন্দন!

নন্দন। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। কি করবি?

নন্দন। কি করবো বল!

সঞ্জয়। আত্মসমর্পন।

নন্দন। আত্মসমর্পন!

পরেশ আসে ক্র্যাচে ভর করে। মুখভর্তি তার দাড়ি।

পরেশ। আত্মবিসর্জ্জন!

সঞ্জয়। পরেশ! আমাকে তুই ক্ষমা কর।

পরেশ। অপরাধ?

সঞ্জয়। তোর হাসি আমি কেড়ে নিয়েছি।

পরেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সঞ্জয়। পরেশ!

পরেশ। তাই বুঝি তোর মুখে হাসি নেই? তাই বুঝি ভুলেও একদিন আমাকে দেখতে যাসনি?

সঞ্জয়। কোন মুখে যাব?

পরেশ। কেন, হাসি মুখে! হাসিকে সঙ্গে নিয়ে, হাসতে হাসতে! ভীরু কাপুরুষ—এই বুঝি আমাদের বন্ধুত্ব? হাসিকে তুই কেড়ে নিয়েছিস, না লজ্জা অপমান থেকে বাঁচিয়েছিস ননসেন্স?

সঞ্জয়। তুই বিশ্বাস কর পরেশ—

পরেশ। অবিশ্বাস কি কেউ আমরা কাউকে করেছি? অন্ততঃ তুই, আমি, নন্দন—

কুণাল আসে। পরনে কাচা।

কুণাল। কুণাল—

নন্দন। }
পরেশ। } কুণাল!
সঞ্জয়। }

কুণাল। কুণালকে তোরা বিশ্বাসের সীমানা থেকে বাদ দিয়ে ধর।

নন্দন।
পরেশ। } তোর—
সঞ্জয়।

কুণাল। মা মারা গেছে।

[সকলে মাথা নত করে।]

কুণাল। উপোষ করে—আমার কথা ভেবে—কাঁদতে কাঁদতে মা মারা গেল। আমার বিশ্বাসের মন্দির অবিশ্বাসের ভূমিকম্পে ভেঙে খান খান হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো—আমি পরাজিত।

পরেশ। না।

সঞ্জয়। পরেশ!

পরেশ। অবিশ্বাসের ভূতে তোকেও তাড়া করেছে সঞ্জু? তুই না বলেছিলি আমি সাহিত্যিক হবো?

সঞ্জয়। অস্বাস্থ্যকর সমাজ ব্যবস্থা আমার স্বপ্ন মুছে দিয়েছে।

নন্দন। আমিও তো কত স্বপ্ন দেখেছিলাম!

কুণাল। আমি দেখিনি স্বপ্ন?

সঞ্জয়। দেখেছিলাম। আমি আমরা সবাই স্বপ্ন দেখেছিলাম—

পরেশ। এবং এখনও স্বপ্ন দেখবো।

নন্দন।
সঞ্জয় } পরেশ!
কুণাল।

পরেশ। তোরা কাছে আয়। এখনও আমরা পাশাপাশি বসে নতুন স্বপ্ন দেখে যাব। অবিশ্বাসকে হটিয়ে দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করবো।

চারজন বসে। আসে চণ্ডীবাবু।

চণ্ডী। এরা দেশের জাগ্রত যৌবন। পথে, ঘাটে, গ্রামে, গঞ্জে, মহানগরীর বুকে বসে, দাঁড়িয়ে একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে; কিন্তু লোভী সমাজ, স্বার্থপর সমাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ এদের বিশ্বাসের বুকে প্রচণ্ড লাথি মারে।

সঞ্জয়। না। আমি আর আদর্শ আঁকড়ে ধরে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চাই না। তোদের সঙ্গে আমার অনেক পার্থক্য—আমি দাদার কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবনকে চুটিয়ে ভোগ করবো—

পরেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সঞ্জয়। উপেক্ষা করছিস পরেশ? কেন? তোর হাসিকে কেড়ে নিয়েছি বলে? বেশ করেছি। তোর পাশে হাসিকে মানাতো?

পরেশ। সঞ্জয়—

নন্দন। কিন্তু মিঠুকে আমার পাশে নিশ্চয়ই মানাবে। তাছাড়া তাকে আমি ভালবাসি—।

পরেশ। নন্দন!

নন্দন। তুই শালা ইচ্ছে করে মিঠুকে চাকরী করতে পাঠিয়েছিস। নিজের পা গেছে তাই বোনটার পা দুটোকে পাঁকে ডোবাতে চাস।

পরেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কুণাল। অথচ আজও আমাকে বিশ্বাসের গ্যাস দিচ্ছে—!

পরেশ। কুণাল!

কুণাল। তোর মত শয়তানকে—যাকগে—আমি নিজের পথ বেছে নেবই।

পরেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

চণ্ডী। আত্মসুখের প্রচণ্ড তাড়নায় শেষ পর্যন্ত এরা দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের শিকার হয়ে পড়ে। লোভ, লালসা, কামনা ওদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরেশ একা বসে থাকে,—সঞ্জয়, কুণাল' নন্দনেরা আজ পরেশদের কাছ থেকে অনেক দূরে। একের সঙ্গে আর একজনের প্রচণ্ড দূরত্ব। পরেশ ভাবে—

পরেশ। সঞ্জয়, নন্দন, কুণাল—সৃষ্টি করবে আরও অনেক সঞ্জয়, অজস্র নন্দন, অসংখ্য কুণাল—দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ ওদের লুফে নেবে। ওদের শক্তি বৃদ্ধি হবে—কালোবাজারী চোরাকারবারীদের হাতে আরও মজবুত হয়ে উঠবে—ওরা মানুষকে ঠকাবে—সরকারকে প্রবঞ্চনা করবে।

চণ্ডী। বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় মিথ্যে হয়ে যাবে। রামমোহন, ভকৎ সিং, মাতঙ্গিনী হাজরা গল্পে পরিণত হবে—অনেক মানুষ অনেক বার চরিত্র হারাবে। পরেশের—পরেশদের চোখে তাই ভয়—নিরাশার সুর। তবু সে শেষবারের মত চিৎকার করে বলে তোরা কি ভুলে গেলি জীবন-বোধের বেদমন্ত্র সেই বর্ণ-পরিচয়?

[প্রস্থান।

পরেশ। তোরা কি ভুলে গেলি জীবন-বোধের বেদমন্ত্র সেই বর্ণ-পরিচয়?

[সঞ্জয়, নন্দন, কুণাল উঠে চিৎকার করে বলে]

সকলে। হ্যাঁ।

পরেশ। তোরা কি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললি?

সঞ্জয়।
নন্দন।
কুণাল। } নিশ্চয়ই।

পরেশ। তোরা সত্যি খারাপ হয়ে যাবি?

সঞ্জয়। ভাল থেকে দেখলাম ভাল হলো না।

নন্দন। কিছু ভাল, কিছু মন্দ হয়েও ভাল হলো না।

কুণাল। এবার সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে দেখব—

সঞ্জয়। ভাল—

নন্দন। হয়—

কুণাল। কি না।

গীতকণ্ঠে নীলেশ আসে।

গীত।

সত্যের আকাশ থেকে
একটি একটি করে
তারাগুলো ঝরে পড়ে
গহন গভীর কোন অন্ধকারে।
একাকী সূর্য্য আজ কাঁদে তাই—
বিশ্বাস তবে কি গো বেঁচে নাই?

সকলে। থামো।

নীলেশ গায়।

মুমূর্ষু সান্ত্বনা
ভুলেও তো জানতো না—
কাহাকে যেতে হবে শবাধারে।

পরেশ। নীলেশ!

নীলেশ। তাড়াতাড়ি এস দাদা। বৃদ্ধ সত্য বিশ্বাস মারা গেছে।

[প্রস্থান।

পরেশ। সমাজের বিসূচিকা রোগ হয়েছে—ন্যায়, নিষ্ঠা, সুনীতি কারও আর রাত পোয়াবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

নন্দন। আমি সর্বোচ্চ মূল্যের বিনিময়ে মিঃ মিত্রের ফার্মে চাকরীটা নিলাম।

[প্রস্থান।

কুণাল। আমি হাত, পা, চোখ, কান, এমনকি মাথা পর্যন্ত বিক্রি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলাম।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। হাত তোমার কর্মশক্তি, বিক্রি হবে। পা তোমার চলশক্তি, বিক্রি হবে। বিক্রি হবে কান, কারণ কান মানুষের শ্রবণ শক্তি—মাথার খদ্দেরের অভাব নেই—কেননা ব্রেনের মার্কেট ভালই—সবই বিক্রি হবে। বিক্রি হবে না শুধু হৃদয়। হৃদয় কেনার খদ্দের নেই। দুর্নীতির বড়-বাজারে ওজন যন্ত্রের পাষাণ ভারতেই হৃদয়টুকু শেষ হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

বসুর বাগান।

সাধারণ পোষাক পরে মিঠু আসে। হাতে
ভ্যানিটি ব্যাগ।

মিঠু। হৃদয় শেষ হয়ে যায়—হৃদয়হীনদের সংগে লড়াই করতে করতে। কাজের আর শেষ নেই। কাজটা কি সাহেবের সংগে গল্প করা। কেন যে এতটাকা মাইনে দিয়ে আমাকে পি, এ, রেখেছেন বুঝতেই পারি না।—লজ্জায় মাইনের টাকাগুলো গুনে নিতে পারিনি—দেখি তা ঠিক আছে কিনা। [ব্যাগ থেকে টাকা বার করে গুনতে গিয়ে দেখে চিঠি] একি! চিঠি মনে হচ্ছে—[চিঠি খুলে পড়ে] সুচরিতাসু! তোমাকে একটা কথা বলবো বলবো করে একমাসের মধ্যে বলতে পারিনি, কারণ তুমি যদি ভুল ভেবে বস। তাই আজ চিঠিতে জানাচ্ছি আমার হৃদয়ের কথা। তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছি—অর্থাৎ ভালবেসেছি—অন্যায় করেছি কি? কাল অফিসে এসে জানিয়ো। ইতি—

মৌসুম আসে।

মৌসুম। সুবীর বসু।

মিঠু। না। কারও নাম দেওয়া নেই—

মৌসুম। তবু বুঝে নিতে হবে।

মিঠু। মৌসুমবাবু!

মৌসুম। ভদ্রলোককে আপনি চেনেন না।

মিঠু। যেদিন চিনবো সেদিন চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

মৌসুম। আমার সংগে যাবেন।

মিঠু। কোথায়?

মৌসুম। আমাদের অফিসে।

মিঠু। কেন?

মৌসুম। চাকরী করবেন।

মিঠু। মিঃ মিত্র!

মৌসুম। আমাদের বিরাট বিজনেস। সুবীর বোস তো চুনোপুঁটি। ইচ্ছা করলে আমি আপনার ডবল মাইনে করে দিতে পারি।

মিঠু। ইচ্ছা করবেন কেন?

মৌসুম। আপনাকে—মানে তোমাকে আমি ভালবাসি মিঠু।

রিনটিন এসে কিছু কথা শোনে।

রিন। মনসুন!

মৌসুম। কে? ও রিন! তোমার কথাই বলছিলাম। বলছিলাম রিনকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

রিন। সে কথা নতুন করে বলার কি আছে? প্রভুর ইচ্ছায় তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে না পেলে বাঁচবো না—সেতো সবাই জানে।

মৌসুম। সবই প্রভুর ইচ্ছা—

মিঠু। আপনারা সংসার করবেন তো—

মৌসুম। নিশ্চয়ই। বিশাল পৃথিবী আমাদের সংসার—

রিন। পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী আমাদের ছেলেমেয়ে—দাদা আসছে—

সুবীর আসে।

সুবীর। আসতাম না। মিঠুর সংগে একটা জরুরী কথা আছে তাই—বলতে এলাম।

রিন। ঠিক আছে। তোমরা কথা বল—

মৌসুম। আমরা চললাম। এস রিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুবীর। টাকার সংগে একটা চিঠি পাওনি?

মিঠু। পেয়েছি।

সুবীর। কার লেখা মনে হলো?

মিঠু। যিনি লিখেছেন।

সুবীর। লেখাটাকি তার অন্যায় হয়েছে?

মিঠু। অন্যায় হবে কেন? তার হাত, তিনি যা খুশী তাই লিখতে পারেন।

সুবীর। চিঠির জবাবটাও কি তার খুশী মত হবে?

মিঠু। না।

সুবীর। মিঠু!

মিঠু। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন স্যার। আমি গরীবের ঘরের মেয়ে। জীবনকে আমি নিজের হাতে গড়েছি—তাই ভালবাসা আর প্রেম যাই বলুন, তাকে আমি জীবন থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি না।

সুবীর। তোমাদের সংসারের অভাব যদি আমি মিটিয়ে দিই?

মিঠু। তাতে কি স্বভাব পালটানো যাবে?

সুবীর। তার মানে?

মিঠু। অভাব আমার যে স্বভাব তৈরী করে দিয়েছে, শত সাচ্ছল্যেও তা আমি বদলাতে পারবো না।

সুবীর। জীবনে তুমি সুখ চাও না?

মিঠু। দুঃখ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় আমি সেই সুখের স্বপ্ন দেখি।

সুবীর। তোমার কি হৃদয় নেই?

মিঠু। বাঁধা আছে।

সুবীর। কোথায়?

মিঠু। সে এক হৃদয়ের কারবারী। সে—

সুবীর। মিঃ মিত্রের গ্রুপে কাজ করে। তার নাম নন্দন।

মিঠু। স্যর! আপনি—

সুবীর। সব খবর রাখি মিস মিঠু। ওয়াগন ব্রেক করে সে এখন মিঃ মিত্রের প্রথম শ্রেণীর কাজের লোক হয়েছে।

মিঠু। কি বলছেন আপনি!

সুবীর। অনেক চিন্তা করেই চিঠিটা তোমাকে লিখেছিলাম মিঠু। ভেবেছিলাম তুমি স্বাগত জানিয়ে মিষ্টি জবাব দেবে।

মিঠু। জবাব চান স্যর?

সুবীর। সিওর। মিষ্টি জবাব—সুইট এ্যানসার—

মিঠু। চিঠিটা ধরুন। [চিঠিখানা ফিরে দেয়]

সুবীর। [চিঠি নিয়ে] কিন্তু চিঠির জবাব? আই মীন, চিঠির জবাবে তুমি—

মিঠু। চিঠিটাই ফেরৎ দিলাম।

সুবীর। কনগ্রাচুলেশন মিস মিঠু। তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঠু। স্যর!

সুবীর। আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম—সত্যিই তুমি মিষ্টি না তিতো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বোধাবাঈয়ের রোলটা ভাল করে দেখে নিও মিঠু। আমাদের থিয়েটারের দিন এগিয়ে আসছে। মুখস্ত করো যেন!

মিঠু। করবো স্যর।

সুবীর। কি জানো? আজকাল ভাল আই মীন, চরিত্রবতী মেয়ে পাওয়াই যায় না। তাই দৃঢ় চরিত্রের ছেলেমেয়েদের আমি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করি। বাই দা বাই একটা কথা—আগামী মাস থেকে তোমার বেতন আরও একশো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

মিঠু। আপনার অশেষ দয়া।

[নমস্কার করে প্রস্থান।

সুবীর। দয়া! হাঃ-হাঃ-হাঃ, সুবীর বোস জীবনে কখনও কাউকে দয়া করেনি। দয়া, মায়া' প্রেম প্রীতি দুপায়ে মাড়িয়ে আমি ছুটে চলেছি আমার লক্ষ্যস্থানের দিকে। টাকা চাই—অনেক, অজস্র—অফুরন্ত টাকা। তাই যাকে তুমি দয়া বলে গেলে মিঠু—সেটা দয়া নয়, জাল—মকড়সার জাল—আমার বিষাক্ত লালা দিয়ে বোনা মাকড়সার জাল দিয়ে আমি মিঃ মিত্র, মিঃ তরফদার, মিঃ আগর-ওয়ালাকে পাকে পাকে জড়াতে চাই। মিঃ মিত্রের একমাত্র ছেলে মৌসুম আমার বোনের প্রেমে পাগল। তোমাকে—মিস মিঠু তোমাকে মাত্র এক রাত্রি আমার কাছে রেখে—আগরওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দেব।—তার আগে তোমার দাতার সেই নন্দনকে আমার চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গৌতম আসে।

গৌতম। স্যর!

সুবীর। কে? ও গৌতম! বল কি খবর?

গৌতম। ওরা এসেছে স্যর।

সুবীর। যে কাজ ওরা কচ্ছে—আমিই যে তার কর্তা জানতে পারেনি তো?

গৌতম। না স্যর। নীলেশ খুব ভালভাবে কাজ করছে।

সুবীর। জানি। মিস মিঠু নীলেশের বোন।

গৌতম। জানি স্যর। তবে একটা কাজ করতেই হবে।

সুবীর। কি?

গৌতম। নন্দনকে সরাতেই হবে।

সুবীর। কুণাল তার বন্ধু। বাইট্রিকস্ কুণালকে দিয়েই নন্দনকে অপারেশন কর। মিঃ মিত্র আমার মার্কেট দখল করেছে নন্দনকে দিয়ে—নন্দনকে ফেলতে হবেই। আসুন ভাই! বলুন কাকে খুঁজছেন?

কুণাল ও নীলেশ আসে।

কুণাল। গৌতমবাবুকে।

নীলেশ। আমরা—

গৌতম। আমার বন্ধু স্যর।

সুবীর। তাহলে তো আমারও বন্ধু। বসুন—বসুন—বলুন কি খাবেন?

কুণাল। আজ নয় স্যর। অন্য একদিন খাওয়া যাবে'খন।

নীলেশ। আজ আমাদের একটা কাজ আছে স্যর।

সুবীর। কাজ করুন ভাই! মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে যান। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—কর্ম্মযজ্ঞে জীবনকে আহুতী দাও। আমিও বলি কর্ম না করলে ধর্মজ্ঞান আসে না। কর্মই মানব জীবনের ধর্ম—

কুণাল।
নীলেশ। } স্যর!

সুবীর। কর্মপথে যে বাধার চেষ্টা করবে—সে যত বড় বন্ধুই হোক তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে—চাণক্য বলেছেন—আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী বর্য্যয়েৎ"।

কুণাল। [চিৎকার করে] মার্ডার—

সুবীর। তার মানে!

কুণাল। খুন করবো।

সুবীর। কাকে ভাই? কেন ভাই?

কুণাল। যে আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছে—শালা একদিন আমার বন্ধু ছিল। কিছু মনে করবেন না স্যর! আপনার সামনে একটা অশ্লীল কথা বলে ফেললাম—আপনি জ্ঞানী, গুণী—

নীলেশ। মহাপুরুষ—

কুণাল।
নীলেশ। } ব্যক্তি। নমস্কার!

[উভয়ের প্রস্থান।

সুবীর। আজকের কেস কত টাকার?

গৌতম। প্রায় আশী হাজার।

সুবীর। কেস সাকসেসফুল হলে দুজনকে দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।

গৌতম। পল্লী মঙ্গল সমিতি, আর নারী কল্যাণ সমিতির টাকা-

গুলো কিন্তু আমরা ফিপটি ভাগ করে নেব স্যর। অপকোর্স—যে মেয়েটি আজ নতুন এসেছে নারী কল্যাণ সমিতিতে, তার কল্যাণের ব্যবস্থা আপনিই করবেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

সুধীর। নোখ—ওরা আমার পায়ের আঙুলের নোখ। একটু বেড়ে গিয়েছে। নোখ বেড়ে গেলে কি করতে হয়? [নোখ কাটার মুদ্রা দেখায়] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নেশায় বিভোর সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। হাসি বন্ধ কর—হাসি থামাও—হাসবার কোন দরকার নেই—হাসি কাঁদছে।

সুধীর। কেন?

সঞ্জয়। তার দেহ থেকে শাড়ী খুলে নিয়ে এ যুগের লেটেষ্ট ডিজাইনের পোষাক পরিয়ে দিয়েছি।

সুধীর। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তার কি দরকার ছিল ভাই?

সঞ্জয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—দরকার আছে বৈকি দাদা! সকাল থেকে অন্ততঃ দশবার বলেছ আজ সন্ধ্যায় মিঃ মালহোত্রের বাড়ীতে পার্টি আছে। ভদ্রলোক আবার মেয়েদের শাড়ী পরা সহ্য করতে পারেন না।

সুধীর। আজ মদ একটু বেশী খেয়েছ মনে হচ্ছে?

সঞ্জয়। কোথায় বেশী খেয়েছি? মাত্র এক বোতল—

সুধীর। এক বোতল!

সঞ্জও। বাঃ, এক বোতল না খেলে এক লাফে নামবো কি করে? মিঃ মালহোত্রার বাড়ীতে পার্টি—আমি মিঃ সুধীর বসুর ভাই—

আমার সংগে যাবে সর্বাধুনিক বিলাতী পোষাক পরে একেবারে দেশী ওয়াইফ—

সুবীর। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। ওয়েট—একটু ওয়েট দাদা। উইদীন এ মিনিট দেখবে কাঁদতে কাঁদতে হাসি আসছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিশ্বাস কর—দেখতে এত নাইস লাগছে না—যৌবন যেন একেবারে ওভার ফ্লো করছে—মাইরী দাদা, ওয়াইফটা শালা ওয়াইনের চেয়েও বেশী নেশা লাগিয়ে দিয়েছে।

সুবীর। নেশা তোর বেশী হয়ে গেছে ভাই।

সঞ্জয়। তাহলে এক কাজ কর দাদা! হাসিকে তুমিই সংগে করে পার্টিতে নিয়ে যাও।

সুবীর। যাঃ—

সঞ্জয়। হ্যাঁ আমি ঘুমুতে যাই—তুমি ভাদ্রবধূকে নিয়ে রাত জেগে এস। স্যরি—ভাদ্রবধূ আর ভাদ্রবধূ নেই মাইরী, একেবারে কাঞ্চন—আই মীন বসন্তঃবধূ হয়ে গেছে—

সুবীর। [মৃদু হেসে] এই ধরণের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। বৌটাকে যা গান শিখিয়েছি না—তার সঙ্গে নাচ—সত্যি মাইরী, জীবনের প্রথম দিকটা ভুল হয়ে গেছে—আদর্শ নিংড়ে এক ফোঁটা রস পাইনি। শালা সি, সি, আর—মানে চণ্ডীচরণ রায়—বর্ণ-পরিচয়ের কথা বলে বলে ব্রেনটা মার্ডার করে দিয়েছিল—ননসেন্স—ধাপ্পাবাজ—বিনে পয়সায় বোন পার করে—মুখে বড় বড় বাত? তুমি দেখে নিও দাদা, কান ধরে পণের টাকা আদায় করবো। একি—

শুয়ারের বাচ্চা দাদাটা কোন ফাঁকে কেটে পড়েছে! এই রঘু! মাল নিয়ে আয়।

অত্যাধুনিক পোষাক পরে হাসি আসে।
তার সীমন্তে এখনও সিঁদুর।

হাসি! না। আর তোমাকে মদ খেতে দেব না।

সঞ্জয়। তাহলে তুমি মদের বোতল হয়ে যাও—আমি তোমাকে শূন্য করে দিই।

হাসি। শূন্য হতে কি আমি বাকী আছি?

সঞ্জয়। অনেক—অনেক বাকী। এখনও তোমার চোখে লজ্জা রয়েছে।

হাসি। বুকে ভয় রয়েছে।

সঞ্জয়। ইয়েস।

হাসি। পরনে পোষাক রয়েছে।

সঞ্জ। একজ্যাক্টলী।

হাসি। কিন্তু কত নিচে নামাবে আমায়? বর্ণ-পরিচয় যার জপমালা, সেই চণ্ডী মাষ্টারের বোন আমি, আমাকে তোমরা আর কোথায় নিয়ে যাবে?

সঞ্জয়। এখনও আমায় নাম ধরে ডাকতে ভুলে যাও।

হাসি। সঞ্জয়!

সঞ্জয়। এখনও নাচতে নাচতে তোমার তাল কেটে যায়।

হাসি। পরাজয়।

সঞ্জয়। এখনও গান গাইতে গাইতে তোমার চোখে জল জমে যায়।

হাসি। অপচয়।

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। তোমাদের ফ্যাসানের মার্কেটে আমার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রুচির যে এমন অপচয় হবে আমি তা বুঝতে পারিনি সঞ্জয়। একবিন্দু বুঝতে পারিনি। [প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে]

সঞ্জয়। কথায় কথায় তুমি এমন কাঁদ কেন বলতো?

হাসি। কাঁদবো না।

সঞ্জয়। না।

রঘু আসে মদের বোতল নিয়ে।

রঘু। ছোট্‌সাব!

সঞ্জয়। এসেছিস? দে। [বোতল নিয়ে] যা—তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যা—

রঘু। একটা কথা বলবো ছোট সাব?

সঞ্জয়। জ্ঞানের কথা বলবি তো? জ্ঞান দিবি তো? সাবাই আজ সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছে—তুইও দে—কি, মদ খাব না?

রঘু। খান।

সঞ্জয়। রঘু!

রঘু। এমন খাওয়া খান যেন আর খেতে না হয়।

[চোখ মুছে প্রস্থান।

সঞ্জয়। এরা বোকা। তাই কথায় কথায় জ্ঞান দেওয়া প্রাকটিস করেনি। [বোতল খোলে]

হাসি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর মদ খেয়ো না।

সঞ্জয়। আমি খাব না।

হাসি। তবে ?

সঞ্জয়। তোমাকে খাওয়াব।

[সহসা ধরে মদ খাইয়ে দেয়। নিজে খায়।
হাসি মুখ বিকৃত করে হাসে]

হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ— হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সঞ্জয়। [কাঁদে] তোমাকে আমি মদ খাওয়ালাম!

হাসি। তাতে কি হয়েছে—মদই তো ? মন্দ কি ? বেশ তো খেতে। [বোতল নিজেই মুখে ধরে মদ খায়] মধুর স্বাদ—ছায়া-ছায়া চোখে পৃথিবীটাকে কেমন মায়া-মায়া মনে হচ্ছে—

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। হাসি মরে গেছে গো মশাই—হাসি ইজ ডেড—আই এ্যাম ডেড। মৃত দেহ—মরা—মরার তো কোন লজ্জা থাকে না— আমারও নেই। যে গানটা গাইতে গাইতে আমার লজ্জা করতো সেই গানটা গাইতে আর লজ্জা করবে না।

সঞ্জয়। না। তোমাকে সে গান গাইতে হবে না।

হাসি। বারে! একবার টেষ্ট করে না নিলে—পার্টিতে গিয়ে গাইবো কি করে ?

সঞ্জয়। না গাইবে না।

হাসি। শুধু গাইবো না—নাচবো—

সঞ্জয়। নাচতে হবে না।

হাসি। [সহসা অপূর্ব ছন্দে গায় এবং নাচে]

গান।

হ-বে—

আরও—আরও একটু

কাছাকাছি আসতে হবে—
অত দূরে দূরে থেকে হবে না—
ওঃ মাই এ্যাডাম—আই এ্যাম ইয়োর ইভ্—
নিশিদ্ধ ফল কি খাবে? তবে—

সঞ্জয়। হাসি!

[হাসি আরও মাতাল হয়ে যায়। হিক্কা ওঠে। নাচে গায়]

গীতাংশ।

এখানে আ-কার ও-কার নেই
এ-কার ই-কার নেই—হসন্ত্—
এখানে গ্রম গ্রম নেই
বর্ষা বর্ষা নেই—শুধু বসন্ত
ফুলষ্টপে নয়—সেমী-কোলনে নয়
হাইফেনে যদি দাঁড়াবে। তবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

সঞ্জয়। ষ্টপ—ইউ ষ্টপ হাসি। তোমার নাচগান বন্ধ কর।

হাসি। কেন?

সঞ্জয়। সামনের ওই আয়নায় নিজেকে একবার দেখ।

[আয়নায় নিজেকে দেখে।]

হাসি। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ সঞ্জয়।

সঞ্জয়। কি দেখছো?

হাসি। ভুল।

সঞ্জয়। মানে?

হাসি। সিঁথির সিঁদুর এখনো মোছা হয় নি।

সঞ্জয়। হোয়াট্!

হাসি। কপালে সিঁদুরের টিপ এখনো জলজল করছে।

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। হাতে এখনও শাঁখা—নোয়া—

সঞ্জয়। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

হাসি। খুলে দাও নোয়া—ভেঙে দাও শাঁখা—কপালের টিপ সিঁথির সিঁদুর তুমি মুছে দাও মাই ডারলিং!

সঞ্জয়। তোমাকে আমি খুন করবো হাসি।

হাসির গলা টিপতে এগিয়ে যায়। আসে সুবীর

সুবীর। ছিঃ-ছিঃ' স্ত্রীর গায়ে হাত দেবে, আই মীন তাকে অপমান করবে কেন ভাই?

হাসি। বলুন তো সুবীরবাবু! আমাদের সোসাইটিতে ওই রকম পুরুষের কোন দাম আছে?

সুবীর। নিশ্চয়ই নেই। যেমন দাম নেই শাড়ী, শাঁখা সিঁদুরের। আমাদের সোসাইটির লোকেরা মনে করে ওগুলো অনলি বর্দারেশন, আই মীন নোংরামী ছাড়া আর কিছু নয়।

সঞ্জয়। অলরাইট! আমি ওই অনলি বদারেশন, আই মীন নোংরামীর চিহ্নগুলো ভেঙে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। [সহসা হাসির হাতের শাখা ভাঙে। লোহা খোলে। মদ দিয়ে হাসির সিঁথির সিঁদুর ও কপালের টিপ মুছে দেয়। হাসি হাসে।]

হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিশ্বদেব আসে।

বিশ্ব। কংস মরে দুর্য্যোধন হয়ে জন্মেছে—দুর্য্যোধনের ভাই দুঃশাসন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছে—এবার অস্ত্র উন্মোচন কর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!

সুবীর। সাট আপ্! [প্রস্থানোদ্যত]

বিশ্ব। পালাচ্ছে—শয়তান দুঃশাসন জানোয়ার কিংসফোর্ড হয়ে—কালোবাজারীর ট্রেনে চেপে পালাচ্ছে—ক্ষুদিরাম! তুমি ছুটে এস—

সুবীর। ষ্টপ—ষ্টপ।

বিশ্ব। মহাত্মা গান্ধী! বৃটিশ সরকারকে তুমি বলেছিলে কুইট ইণ্ডিয়া'—আজ তোমায় দেশের চোরাকারবারীদের কুইট ওয়াক্তকে বলবে?

সুবীর। কারও বলবার সাধ্য নেই।

বিশ্ব। আছে।

সুবীর। কার?

বিশ্ব। আমার।

সুবীর। তাহলে তুমিও মরবে।

বিশ্ব। আমি ভীষ্ম—আমার প্রতিজ্ঞায় মৃত্যু নেই।

সুবীর। আমার ইচ্ছায় তোমার মৃত্যু।

সহসা বিশ্বদেবকে চাবুক মারে। ছুটে আসে রিন ও মৌসুম। রিনের পরনে হাসির শাড়ী।

রিন। দাদা—দাদা—

মৌসুম। মিঃ বোস!

[তখনও সুবীর বিশ্বদেবকে চাবুক মারে।]

হাসি। একটা কথা বলবো সুবীরবাবু! ওই বাবা—আমাদের সোসাইটিতে মানায় না। বাবাটাকে চেঞ্জ করে দিন।

[প্রস্থান।

রিন। বৌদি!

সঞ্জয়। শাস্ত্রী পড়ে তুই আর কথা বলিস না রিনটিন। হাসির একটা জোগান প্রেষ্টিজ আছে।

[প্রস্থান।

রিন। বাবা!

বিশ্ব। চুপ। বাবা বলিস না। শুনতে পেলে পৃথিবীর সব বাবাগুলো লজ্জা পাবে।

সুবীর। রঘু—বনোয়ারী—

বিশ্ব। না। তোমার লোলজাররা আর আমাকে ধরতে পারবে না। আমি এক ছুটে পালিয়ে যাবো ২৩ বছর পিছনে—সেখানে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের ডেকে ডেকে বলবো—তোমাদের এখন জন্মানো ভুল হয়ে গেছে—২৩ বছর পরে তোমাদের আবার জন্মাতে হবে। স্থায়ের পতাকা হাতে নিয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলতে হবে—অন্যায় তুমি পৃথিবী ছাড়ো, শোষন তুমি পৃথিবী ছাড়ো—দুর্নীতি তুমি পৃথিবী ছাড়।

[প্রস্থান।

সুবীর। বনোয়ার সিং—

বনোয়ারী আসে।

বনো। সেলাম সাব!

সুবীর। বুঢ্ঢা পাগলটাকে ধরে নিয়ে আয়।

বনো। পারবে না সাব।

সুবীর। হোয়াট্!

বনো। ও কাম কোরলে হামার বহুৎ পাপ হোবে।

সুবীর। তোর চাকরী থাকবে না।

বনো। সে তো হামি ঠি চায় সাব।

সুধীর।	বনোয়ারী!
রিন।	
মৌসুম।	

বনো নোকরী হামি কোরবে না হুজুর। আজই আমি দেশ চলে যাবে।

সুধীর। যাবার আগে দেখা করে যাবি, সার্চ্চ করবো।

বনো। দেখা আর হবে না সাব। সারচ-উচর যা কোরবার এখনি কোরিয়ে লিন। এই লিন হাপনার পোয়সায় কেনা গামছা—এই লিন তকমা—আউর এই লিন হামার পায়ের জুতা। [জুতো খুলে দিয়ে] সেলাম হুজুর—

[প্রস্থান।

সুধীর। যাই। আমার আবার পার্টিতে যাবার টাইম হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

মৌসুন। চল। আমরাও যাই।

রিন। কোথায়?

মৌসুম। আমাদের পার্টিতে।

রিন। না।

মৌসুম। স্ট্রেঞ্জ! যাবে বলে শাড়ী পড়লে!

রিন। শাড়ী পরেই তো আমি নারী হয়ে গেলাম।

মৌসুম। রিনটিন!

রিন। রিনটিন নয়। আজ থেকে রীনা।

মৌসুম। তোমার হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ?

রিন। তোমার মিঠুকে প্রেম নিবেদন করা, দাদার বাবাকে চাবুক মারা, বনোয়ারীর চাকরী ছেড়ে চলে যাওয়া আমাকে বদলে দিয়েছে মৌসুম।

মৌসুম। তার মানে তুমি—

রিন। অনেক নরক পেরিয়ে যে স্বর্গের সন্ধান আমি পেয়েছি, সেই পিতা—স্বর্গের মন্দির ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

[প্রস্থান।

মৌসুম। আরে যাও—যাও। তোমার মত কত মেয়ে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। তুমি কি মনে করেছিলে আমি সত্যি-কারের হিপি? সত্যিই তোমাকে ভালবাসি? নেভার—সব মিথ্যে। সত্যি শুধু হিপির অভিনয় করে, তোমার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলে সুবীর বোসের বিজনেসের গোপন পথগুলো চুপি চুপি জেনে নেওয়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

———

একাদশ দৃশ্য।

চণ্ডীবাবুর বাড়ী।

গৌতম আসে।

গৌতম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—চুপি চুপি জেনে নিতে চেষ্টা করলে কি হবে চণ্ডীবাবু—আমার নাম গৌতম সেন! লতা মোটেই বুঝতে পারেনি—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি বাড়ীতে কে একজন এলো—

লতা আসে।

লতা। সত্যি গৌতম। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে এই সময়ে বুড়ো বাড়ী ফিরবে।

গৌতম। যাক, এখন কি করছে?

লতা। কিছু করছে না।

গৌতম। তার মানে!

লতা। বাড়ী থেকে চলে গেছে।

গৌতম। যাক বাবা, বাঁচা গেল।

লতা। এ বাড়ীতে থেকে বাঁচা যাবে না গৌতম। বিশ্বাস কর, প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে—গোবিন্দ মার্কা স্বামী—গোপাল মার্কা ভাসুর—হাসিটা বিদেয় হয়ে গেছে তবু কিছুটা রক্ষে—

গৌতম। হাসি কিন্তু বদলে গেছে লতা। সেই হাসি আর নেই। ওয়েটার্ন ড্রেসে তাকে যা মানায়।

লতা। আমাকে বুঝি মানায় না? এই গৌতম—আমাদের

ম্যারেজ রেজিষ্ট্রেশনের পর আমি কিন্তু শাড়ী পরবো না বলে দিচ্ছি।

গৌতম। পরতে দিলে তো পরবে।

লতা। সত্যি।

গৌতম। সত্যি—সত্যি—সত্যি--

[সহসা লতা গৌতমকে জড়িয়ে ধরে আদুরে কণ্ঠে বলে।]

লতা। বলনা গো! কবে আমাদের রেজিষ্টেশন হবে? কবে আমি কালীর বিরুদ্ধে ডিভোর্স স্যুট করবো?

সহসা আসে চণ্ডীবাবু।

চণ্ডী। বৌমা!

[লতা হঠাৎ প্রচণ্ড ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে।]

লতা। না-না-না, এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না দাদা! সেদিন দেখে এলাম হাসতে হাসতে ক্ষমা চা করে নিয়ে এল—আজ দুদিন যেতে না যেতে সে সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেল—[কান্না]

গৌতম। [মাথায় পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে] কাঁদিস না বোন। কেঁদে কি হবে বল? কাঁদলে কি সে আর ফিরে আসবে? চুপ কর। চোখের জল মোছ।

লতা। আমি যে কিছুতেই ক্ষমাকে ভুলতে পারছি না দাদা। [কান্না]

গৌতম। ভুলতে কি আমিও পারছি পাগলী। [কান্না]

চণ্ডী। কি হয়েছে গৌতম?

গৌতম। আমার ছোট বোন বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে।

লতা। আহা! সেই টানা টানা চোখ—মেঘের মত চুল—তার সেই পাগল করা দিদি ডাক যে এখনো আমি—

চণ্ডী। চুপ কর বৌমা। মনকে সান্ত্বনা দাও—কিন্তু গৌতম!

গৌতম। বলুন।

চণ্ডী। একটু আগে দেখলাম তোমরা হাসছিলে—

গৌতম। আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিকই দেখেছেন—প্রথমে ভেবেছিলাম খবরটা লতুকে দেব না। তাই—

চণ্ডী। কিন্তু বৌমা যে একদিন কথায় কথায় বলেছিলো—তোমার নিজের কোন বোন নেই বলেই নাকি—

গৌতম। লতাকে দেখতে বার বার এখানে আসি। সীমা—

লতা। সীমা নয় ক্ষমা। [চুপি চুপি বলে]

গৌতম। ইয়ে মানে ক্ষমা—ক্ষমা আমার নিজের বোন হতে যাবে কেন? পিসতুতো বোন।

লতা। বোনের মত বোন! সেবার ভাইফোঁটার সময় তোমাকে দামী স্যুট দিয়েছিল মনে আছে? হতভাগী মেয়ে সেদিনও বললো "দিদি তোর জন্যে যে আমার কি মন কেমন করে।"

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

গৌতম। মেয়েটা শুনে থেকে কেঁদে সারা হয়ে গেল। শোন লতা, অমন করে কাঁদলে তোর শরীরও যে অসুস্থ হয়ে পড়বে। চলি রায়মশাই! [কান্না] লতাকে সান্ত্বনা দিই গিয়ে।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। বোনের শোকে যে ভাই এমন ভাবে কাঁদে, একটু আগে সে হাসছিল কি করে? তাছাড়া ভাই বলছে মৃত বোনের নাম সীমা, আর বোন বলছে ক্ষমা। ব্যাপারটা কি? ভাই হয়ে বোনকে

ওই ভাবে জড়িয়ে ধরা—না-না, আমি বেশ ভাল বুঝছি না--কালী আসুক, তাকে আমি সব বলব। বলবো চোখে কম দেখলেও আমি স্পষ্ট দেখেছি—সন্দেহ আমার আগেই হয়েছিল। কিছুদিন আগে দেখলাম—

দাড়ি গোঁফে মুখ ভরা পরেশ ক্রাচে ভর দিয়ে আসে।

পরেশ। কোথায় দেখলেন মাষ্টার মশাই! কখন দেখলেন?

চণ্ডী। পরেশ!

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন দিন হলো সে বাড়ী ফেরেনি। আমি জ্বরে পড়েছিলাম, মিঠুর অফিস—তাই তার কোন সন্ধানই নিতে পারিনি। আজ আর থাকতে পারলাম না মাষ্টারমশাই—ভাবলাম আপনার কাছে তো মাঝে মাঝে আসে—আপনি হয়তো সন্ধান দিতে পারেন।

চণ্ডী। কার কথা বলছো পরেশ?

পরেশ। আজ্ঞে নীলেশ।

চণ্ডী। নীলেশ!

পরেশ। তাকে কোথায় দেখেছেন বলুন তো? একা ছিল, না সংগে আরও ছেলে ছিল? বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি ছেলেটা যেন বদলে গেছে। সময়ে বাড়ী আসে না, সময়ে খায় না—বেশ-ভূষাও কেমন যেন—জানেন মাষ্টারমশাই! গান ছাড়া যে থাকতো না—সেই নীলেশ গানের নামে জ্বলে ওঠে।

চণ্ডী। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। যাচ্ছেতাই অপমান করলে যে কথা বলতো না, সেই নীলেশ যেন কেমন হয়ে গেছে—মিষ্টি করে কথা বললেও

তেরীয়া মেজাজে জবাব দেয়। কি যে হলো কিছু বুঝতে পারছি না—যাক সে কথা—কবে তাকে কোথায় দেখেছেন মাষ্টারমশাই ?

চণ্ডী। নীলেশকে তো আমি অনেকদিন দেখিনি পরেশ।

পরেশ। দেখেননি ?

চণ্ডী। না।

পরেশ। আপনাদের বাড়ীতেও আসেনি ?

চণ্ডী। বৌমা বলতে পারেন। বৌমার অবশ্য মনটা আজ ভাল নেই।

পরেশ। কেন ?

চণ্ডী। তার এক বোন মারা গেছে। সেই শুনে কাঁদছে।

পরেশ। কোথায় কাঁদছে ! গৌতমবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে আর হাসছে।

চণ্ডী। হাসছে ! কালী আসুক তাকে আমি বলবো—

পরেশ। বলবেন তিন দিন নীলেশ বাড়ী ফেরেনি। যদি কোন সন্ধান পায়—তাহলে তাকে যেন বাড়ী যেতে বলে। [পরেশ প্রচণ্ড কাশতে থাকে, রুমাল চাপা দেয় মুখে। রুমালে রক্ত লাগে]

চণ্ডী। পরেশ !

পরেশ। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে মাষ্টারমশাই ! আমার যক্ষা হয়েছে।

চণ্ডী। ভগবান ! এ তুমি কি করলে দয়াময় ?

পরেশ। দয়াময় ভগবান ভালই করেছেন মাষ্টারমশাই। বেঁচে থেকে, এই পঙ্গু জীবন কতদিন বয়ে বেড়াবো, তাই দয়াময় ভগবান দয়া করে মৃত্যুর ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চণ্ডী। না-না—এ আমি ভাবতে পারছি না পরেশ।

পরেশ। ভাবতে না পারা অনেক ঘটনাই তো ঘটে মাষ্টার-মশাই।

চণ্ডী। আমার সেরা ছাত্র তোমরা দুজন। বিনয় আর তুমি। বিনয় আর চিঠি দেয় না। ভুলে গেছে—একমাত্র ভরসা ছিল তোমার ওপর। সেই তুমিও—তাহলে কি বর্ণ-পরিচয়ের সব বর্ণই মিথ্যে?

পরেশ। না মাষ্টার মশাই। বর্ণ-পরিচয়ের সব বর্ণই সত্যি। মিথ্যে আমরা। না হলে কোথায় গেল নন্দন, কুণাল, সঞ্জয়ের মত ছেলেরা। নীলেশ—যে নীলেশ দাদা বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতো সেই নীলেশ আজ অকারণে বলে—

নীলেশ আসে। পরনে দামী স্যুট। হাতে ব্যাগ।

নীলেশ। এই যে এখানে গুরুকে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে—আর আমি শালা—বাড়ী গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। জ্ঞান দেওয়া হয়েছে?

চণ্ডী। নীলেশ!

নীলেশ। বলুন।

চণ্ডী। তুমি তিন দিন কোথায় ছিলে বাবা!

নীলেশ। যমের বাড়ীতে। কি রে! এখানে নীক করা হয়েছে বুঝি?

পরেশ। তুই কি মদ খেয়েছিস?

নীলেশ। কোন শালা বলে আমি মদ খেয়েছি? মাইরী আর কি—ভং দেবার আর জায়গা পাসনি! চল বাড়ী চল। কথা আছে? অনেক কথা।

পরেশ। একটা কথাও তোর সঙ্গে আমি বলতে চাই না।

নীলেশ। দাদা!

পরেশ। [উত্তেজিত হয়ে] না। আমি তোর দাদা নয়। কেউ নয়। তুই এখান থেকে দূর হয়ে যা জানোয়ার। [কাশি ও রক্ত বমন]

নীলেশ। যা শালা! মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে! টি-বি। শালার ডাক্তার অনেক টাকা নেবে। তা নিক। দু'হাতে খরচা করবো, চল।

পরেশ। না।

নীলেশ। যাবি না?

পরেশ। তোর সঙ্গে আমি যাবো না।

নীলেশ। ফোট্ রে! বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কোর—

[প্রস্থান।

চণ্ডী। নীলেশ—নীলেশ—

পরেশ। ডাকবেন না মাষ্টারমশাই! ও জাহান্নামে গেছে—ও আর ফিরবে না।

চণ্ডী। পরেশ!

পরেশ। আপনার শেখানো বর্ণ-পরিচয় আমি ভুলিনি মাষ্টার-মশাই। আমি তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাব তবু অন্যায়ের পায়ে মাথা নত করবো না। জীবনে কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেব না। নীলেশ, নন্দন, কুণাল, সঞ্জয়, হাসি জীবন থেকে সবাই চলে যাক—তবু আদর্শচ্যুত হয়ে একটা দিন আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। পরেশ! শোন—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—

কালী আসে।

কালী। পরেশ চলে গেছে।

চণ্ডী। চলে গেল!

কালী। ওর টি-বি হয়েছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—আমি জানতাম না।

চণ্ডী। তুমি তো অনেক কিছুই জানো না মূর্খ।

কালী। তার মানে!

চণ্ডী। গৌতম বৌমার কে হয় তুমি জানো?

কালী। কেন জানবো না? গৌতমবাবু লতার মাসতুতো দাদা।

চণ্ডী। কখনও না।

কালী। দাদা!

চণ্ডী। অনেক আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। সাহস করে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আজ যা দেখলাম—আজ যা বুঝলাম তাতে করে—

সহসা হন্তদন্ত হয়ে লতা আসে।

লতা। আমার হার—হারটা কোথায় গেল!

কালী। হার!

লতা। হ্যাগো হার। যে হারটা সেদিন কিনলাম—কি আশ্চর্য—একটু আগেও আমি—[ইতস্ততভাবে খুঁজতে খুঁজতে বলে] কি সর্বনাশ! কোথায় গেল হারটা!

কালী। এখানে কোথায় খুঁজছো?

লতা। এখানে খুঁজবো না তো কি রাস্তায় খুঁজতে যাব!

কালী। মনে করে দেখ কোথায় রেখেছ।

লতা। হারটা গলা থেকে খুলে বই পড়ছিলাম—এমন সময় দাদা এসে ক্ষমার মৃত্যু সংবাদ দিল—কাঁদতে কাঁদতে আমি—হ্যাঁ মনে পড়েছে—হারটা আমি ওই টেবিলের ওপর রেখেছিলাম—হারটা দিন বড়দা।

চণ্ডী। তার মানে!

লতা। আপনি হার নিয়েছেন।

চণ্ডী। বৌমা!

লতা। ন্যাকা সাজবেন না বুঝলেন, ন্যাকা সাজবেন না। আপনি ছাড়া হার আমার কেউ নেয়নি।

কালী। লতা!

লতা। বিশ্বাস কর। আমার স্পষ্ট মনে আছে হারটা আমি টেবিলের উপর রেখেছিলাম। বোনের মরণ খবর শুনে মাথার মা হয় আমার ঠিক ছিল না, তাই বলে ওনার কি উচিত হয়েছে হারটা চুরি করে চালান করে দেওয়া। আমি পেটে না খেয়ে—ছেঁড়া শাড়ী পরে কত কষ্টে—তুমি পরেশ ঠাকুরপোকে ধর—হার তার হাত দিয়ে চালান হয়েছে—

কালী। দাদা! হারটা ফেরৎ নিয়ে এস!

চণ্ডী। কালী!

কালী। চুপ! সাধু সাজবার চেষ্টা করো না। তুমি যে কতবড় সাধু হাড়েহাড়ে আমি বুঝে নিয়েছি।

চণ্ডী। কি বলছিস তুই!

কালী। ঠিকই বলছি। হারটা হজম করার জন্যে লতার নামে একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে আমার মাথাটা বিগড়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে।

চণ্ডী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

কালী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, আমাকে তুমি কচি ছেলে মনে করেছ তাই না? যার সঙ্গে আমার এতদিনের সম্পর্ক সেই স্ত্রীকে আমি চিনি না বলতে চাও? লতা চরিত্রহীনা, আর তুমি খুব সাধু পুরুষ, তাই না?

লতা। আমার নামে বদনাম দিচ্ছে,—তাতো দেবেই—বেইমান যে—নিমকহারাম যে—নইলে ছাতা, জুতো, চশমা কোনটা আমি কিনে না দিয়েছি। বুড়ো বাঁদর কোথাকার—

চণ্ডী। বৌমা!

কালী। সাট আপ রাস্কেল।

চণ্ডী। কালী! এখনও—

কালী। ভাল চাও তো এখনো সত্যি কথা স্বীকার কর। নইলে—

চণ্ডী। বল—বল। থামলি কেনরে কালী! বল—নইলে কি করবি। কিন্তু যা বলবি তা আগে বললেই তো পারতিস। বোঝা হয়ে আমিও অনেক দিন থেকেই তোদের ঘাড়ে চেপে আছি। আজ মিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়ে অপমান কি না করলেই হতো না?

লতা। মিথ্যে চুরির অপবাদ? হার আপনি নেননি? হার আমার চুরি যায়নি?

চণ্ডী। ভগবান জানেন।

কালী। ভগবান জানেন? তুমি কিছু জানো না?

চণ্ডী। না।

লতা। মিথ্যে কথা বলবেন না।

চণ্ডী। মিথ্যে কথা আমি জীবনে বলিনি।

কালী। জীবনটাই তোমার মিথ্যে।

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

লতা। হাসতে লজ্জা কচ্ছে না চোর কোথাকার! হাসিকে হারটা দেবে বলে পরেশকে দিয়ে চালান করে দাওনি বুড়ো ভাম?

চণ্ডী। সাবধান বৌমা!

কালী। কি! চুরি করে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে? বেরোও—বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে—

লতা। ছোটলোক ইতর জানোয়ার কোথাকার—ভিক্ষে করে খাবি তবু এ বাড়ী কোন দিন ঢুকবি না। ঢুকলে তোর পাতে আমি ছাই দেব।

চণ্ডী। তুই কি দিবিয়ে কালী? গলা ধাক্কা? কিন্তু এতবড় অপরাধীকে শুধু গলা ধাক্কা দিলেই তো ঠিক শাস্তি দেওয়া হবে না। তার চেয়ে তোর পা থেকে জুতো খুলে এই পাকা চোরের মুখে পটাপট বসিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দে, জীবনটাকেই যে চুরি করেছে সেই চোরের এই হলো শাস্তি। [প্রস্থান।

লতা। [কাঁদতে কাঁদতে] আমার এত সাধের হারটা চুরি করে নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে না?

কালী। কি ব্যবস্থা করবো বল?

লতা। বলতে পারলে না, এ বাড়ীতে আর কোনদিন ঢুকবে না!

কালী। তুমি তো বললে।

লতা। আমি বললাম! তুমি কি বললে?

মাতাল হাসি টলতে টলতে আসে, পিছনে সঞ্জয়।

হাসির পরনে ওয়েষ্টার্ন পোষাক।

হাসি। বলাবলির কিছু নেই শ্রীমতী লতা রাণী! আমাদের পাওনা তোমাদের দিতেই হবে।

কালী। হাসি!

হাসি। কে? ছোট্‌দা! বড়দাটা কই? তাকে ডাকো—এই সঞ্জয়! বলতো পণের দরুন কত টাকা—যৌতুকের দরুন কত টাকা? কি হলো, কথা বলছো না কেন ডার্লিং?

সঞ্জয়। কি বলবো?

হাসি। কেন? তোমার দাদা যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছে ঠিক তেমনটি বলবে। বলতে লজ্জা করছে? ঠিক আছে আমি বলছি—

সঞ্জয়। থাক। আমি বলছি।

হাসি। অলরাইট। বল।

সঞ্জয়। বুঝলেন? পণের টাকা এবং যৌতুকের টাকা সবই আজ মিটিয়ে দিতে হবে।

কালী। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সঞ্জয়। কেন? বুঝতে না পারার তো কোন কারণ নেই ছোটবাবু!

লতা। ঠাকুরজামাই!

হাসি। থামো ম্যাডাম থামো। আজ আর সোহাগ করে ঠাকুর-জামাই বলতে হবে না।

কালী। কি বলছিস হাসি?

হাসি। কেন শুনতে পাচ্ছো না? কানে কম শোনো নাকি? কিগো লতাদেবী! কানে মন্ত্র দিয়ে দিয়ে বরের কানের মাথা খেয়ে দিয়েছ? বড্ড প্রেম তোমার! স্বামীর ঘরে আসবার সময় একগাড়ী সোনা নিয়ে এসেছিলে কিনা!

লতা। তুমি কি আমাদের অপমান করতে এসেছ?

সঞ্জয়। নো-নেভার। অপমান করতে আসবে কেন, এসেছে

পাওনা-পত্র আদায় করতে। মিটিয়ে দিলেই চলে যাবো। না কি হাসি ?

হাসি। শিওর। এখানে বেশীক্ষণ থাকতে আসিনি। এখানে মানুষ থাকে নাকি ? যে সোসাইটির মানুষ আমরা, এখানে দাঁড়াতে ঘেন্না করছে।

কালী। }
লতা। } ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—

হাসি। এই ! খবর্দার ছিঃ-ছিঃ করবে না। তোমাদের মত বস্তির মানুষের ছিঃ-ছিঃ-র আমরা ধার ধারিনা। [ঘড়ি দেখে] লেট করো না বৌদিমণি—পাওনা মিটিয়ে দাও। [কিছু চকলেট বার করে ছড়িয়ে দেয়] এই নাও দামী চকলেট। বাপের জন্মে তোমাদের মুখে ওঠেনি। চিবোতে চিবোতে টাকা গোনো। এই সঞ্জয় ! অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি—তুমি টাকাগুলো বুঝে নাও। আমি—ততক্ষণ একটা সিগারেট খেয়েনি।

[হাসি সিগারেট ধরায় ও গুনগুন গান গায়।]

গান।

আরও আরও একটু
কাছাকাছি আসতে হবে—
অত দূরে দূরে থাকলে হবে না—

সঞ্জয়। তুমি একটু বেশী বাড়াবাড়ী করছো হাসি।

হাসি। সাট আপ। আমাদের সোসাইটির তুমি কি বোঝ—মিঃ মালহোত্রার পার্টিতে যদি দেখতে—নাচতে নাচতে এক পাল মেয়ে-পুরুষ একেবারে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কালী। একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছিস।

সঞ্জয়। হোয়াট্! আমার ওয়াইফকে তুমি আনোয়ার বললে রাস্কেল।

কালী। }
লতা। } সঞ্জয়!

হাসি। [হাততালি দেয়] হাউ নাইস—টাকা না দিলে আরও অনেক কিছু বলবে।

কালী। টাকা নেই।

হাসি। নেই মানে!

লতা। অত টাকা কোথায় পাবো?

হাসি। বাড়ী বিক্রি করবে।

লতা। }
কালী। } হাসি!

হাসি। চমকে উঠলে তো চলবে না। আমারও এ বাড়ীতে ভাগ আছে। এ বাড়ীর তিন ভাগের এক ভাগ মালিক আমি। তোমরা যদি স্বেচ্ছায় টাকা না দাও তাহলে ওয়ান থার্ড বাড়ী আমি বিক্রি, আই মীন সেল করে দেব। এস সঞ্জয়। আজ নোটিশ দিয়ে গেলাম—এবার যেদিন আসবো সেদিন শুধু হাতে ফিরবো না। এই ড্রাইভার, গাড়ীটা এদিকে নিয়ে এস রাস্কেল।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। কথাগুলো মনে থাকবে তো স্তর? এই যে ম্যাডাম—কথাগুলো হাজবেণ্ডকে মনে করিয়ে দেবেন। না হলে মনে রাখবেন, আমি সুবীর বোসের ভাই সঞ্জয় বোস। সুবীর বোস যদি দিনকে রাত করতে পারে, তাহলে আমি পারি হাসিকে কাঁদাতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—　　[প্রস্থান।

কালী। আমি কি স্বপ্ন দেখলাম?

লতা। আর আমি কি দেখলাম জানো? বাড়ী থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি—ফুটপাতে রাত কাটাচ্ছি—

কালী। লতা!

লতা। হারটা তো আগেই চুরি হয়ে গেল। [কান্না]

গৌতম আসে। তার হাতে হার।

গৌতম। হার চুরি যায়নি লতা!

লতা। }
কালী। } তার মানে!

গৌতম। হারটা তুমি ইয়ে, মানে ওঘরের টেবিলের ওপর রেখেছিলে।

লতা। সত্যি!

কালী। সত্যি।

লতা। কি সত্যি?

কালী। দাদার কথা।

লতা। তার মানে?

কালী। গৌতমবাবু তোমার কে হয়?

লতা। কেন মামতুতো দাদা!

কালী। মিথ্যে কথা। সত্যি করে বল ওর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গৌতম। দেখবেন কি সম্পর্ক? [লতার হাত ধরে] এবার বলতো লতা আমি তোমার কে?

লতা। প্রিয়তম।

কালী। লতা!

লতা। লতা আজ তোমাকে ছেড়ে তার প্রথম প্রেমিককে জড়িয়ে ধরে নতুন করে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে। টাকা পয়সা গয়নাপত্র আমি সব নিয়ে যাচ্ছি—ঝুটমুট ঝামালা করতে যেওনা। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিভোর্স মামলার নোটিশ পেয়ে যাবে। এস গৌতম—

গৌতম। চলি স্যর! নমস্কার।

[উভয়ের প্রস্থান।

কালী। [উচ্চ কণ্ঠে] আমি কি মানুষ—না জানোয়ার? আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি? আমি কি আমি আর বুঝতে পারছি না।

[প্রস্থান।

———

দ্বাদশ দৃশ্য।

পরেশের বাড়ী।

ছিন্ন-মলিন কাপড় জামা পরে ভীত বিশ্বদেব আসে।

বিশ্ব। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি—আমি বুঝতে পেরেছি ওরা আমাকে মারবার ষড়যন্ত্র করছে—চারিদিক থেকে শত্রুসৈন্য ছুটে এসে আমাকে খুন করতে চাইছে—না—পারবে না—আমিও সৈনিক, আমার হাতে আছে মরণ অস্ত্র—[কাল্পনিক রাইফেল ধরে ফায়ার করে] বুম-বুম-বুম-বুম—বুম-বুম-বুম-বুম—খতম—ওয়ারেন হেষ্টিংস খতম—কিংসফোর্ড খতম—কংস রাবণ দুর্যোধন ফিনিস। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মিঠু আসে।

মিঠু। একি! কে আপনি?

বিশ্ব। বারে! চিনতে পারছো না? আমি সূর্য্য। ওরা—ওই অমঙ্গলের নক্ষত্রগুলো একজোট হয়ে আমাকে ন্যায়ের আকাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওইতো একদল রাহু সত্য-সুনীতিকে খুন করে দুর্নীতির রথে চড়ে আমাকে গ্রাস করতে আসছে—কিন্তু ওরা তো জানে না যে আমি মহর্ষি বাল্মীকি—ওরা বুঝতে পারেনি যে আমি মহামতী বেদব্যাস—আমি কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে নতুন করে রামায়ণ মহাভারত রচনা করছি—

মিঠু। আপনি কি বলছেন?

বিশ্ব। বুঝতে পারবে না। তুমি যে ২৩ বছর পরে জন্মেছ।

তোমরা যে জন্ম থেকে বিষ খাচ্ছো। তোমাদের দেহে অন্যায়ের রক্ত বইছে—তোমাদের মনে আত্ম-সুখের পোকা কিলবিল করছে।

মিঠু। পাগল নাকি!

বিশ্ব। সব স্বার্থপর—সবাই সুনীতিকে পায়ে দলে দুর্নীতির পথে ছুটে যাচ্ছে—না, আর তোমাদের এগিয়ে যেতে দেব না। আমি কালই তাদের সঙ্গে দেখা করবো—যারা দেশকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে—যারা মায়ের সম্মান রাখতে গিয়ে মাকে কাঁদিয়ে হারিয়ে গেছে।

মিঠু। কি করে পাগলটাকে তাড়াই!

বিশ্ব। রক্ত—চাপ চাপ রক্ত এখনও লেগে আছে এই দেশের মাটিতে—আর একদল পিঁপড়ে সেই রক্ত খেয়ে পেট মোটা করে লাখো লাখো মানুষকে বিষ খাওয়াচ্ছে—কালোবাজারীর কালো গাড়ীতে চেপে সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছে—আমি যাই—আমার সোলজারদের সজাগ করে দিই—ওদের কালোপথের কালো গাড়ী মাঝ পথেই থামিয়ে দিতে হবে—থামিয়ে দিতে হবে।

[প্রস্থান।

মিঠু। আচ্ছা পাগলতো! রাস্তা থেকে একেবারে বাড়ীর ভেতরে চলে এসেছে—

মৌসুম আসে।

মৌসুম। না এসে আর পারলাম না মিঠু।

মিঠু। আপনি! হঠাৎ এখানে?

মৌসুম। কেন আসতে নেই?

মিঠু। আসতে আছে আপনাকে কে বললো?

মৌসুম। মন।

মিঠু। মন!

মৌসুম। আমার মন।

মিঠু। আপনার মন এত ছোট?

মৌসুম। সেই জন্যেই তো বড় মনের কাছে এলাম। গাড়ী নিয়ে এসেছি। টাকা এনেছি তিরিশ হাজার—

মিঠু। মৌসুমবাবু!

মৌসুম। আবার বাবু কেন ডারলিং! শুধু মৌসুম।

মিঠু। কি বলছেন আপনি?

মৌসুম। সেদিন যে কথা বলা হয়নি। বলতে বলতে রিন এসে পড়লো—বিশ্বাস কর মিঠু! তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মিঠু। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি—

মৌসুম। তিরিশ হাজার টাকা—

মিঠু। আপনার টাকা, গাড়ী নিয়ে এখনি এখান থেকে চলে যান। নইলে—

মৌসুম। যাচ্ছি—আর তাহলে আসবো না?

মিঠু। লজ্জা থাকলে আসবেন না।

মৌসুম। লজ্জা! ওই জিনিষটা আমার একটুও নেই। আচ্ছা, আর একদিন আসব। সেদিন আরও কিছু টাকা বেশী করে আনবো। টাকাগুলো খরচ না করলে কালো হয়ে যাবে। কালো টাকা জমে গেলে পুলিশে ধরবে। কাজেই অনেক টাকা নিয়ে অনেকবার তোমার কাছে আসব। আজ গেলাম।

[প্রস্থান।

মিঠু। এরা কি মনে করেছে টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়?

নন্দন আসে।

নন্দন। যায়।

মিঠু। তুমি!

নন্দন। টাকা দিয়ে এযুগে সব কিছু কেনা যায়।

মিঠু। না। যায় না।

নন্দন। নিশ্চয়ই যায়। টাকা দিয়ে কেনা না গেলে সেদিন তুমি আমাকে ঘেন্না করেছিলে কেন?

মিঠু। নন্দনদা!

নন্দন। কেন বলেছিলে আমাকে কাপুরুষ? টাকা ছিল না বলেই তো? আজ আমি চাকরী করছি—টাকা জমিয়েছি—নিশ্চয়ই আজ আর আমাকে ঘেন্না করবে না? বিয়ে করতে আপত্তি করবে না?

মিঠু। কি বলছো?

নন্দন। বাজারদর! প্রেমের বজারদর বলছি—ভালবাসার খুচরো দর সম্পর্কে ফাইনাল করতে এসেছি। বল কবে বিয়ের দিন ঠিক করবো?

মিঠু। কোনদিনই না।

নন্দন। তার মানে?

মিঠু। এখন বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নন্দন। মিঠু!

মিঠু। দাদার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে—ছোড়দা বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে—তাই ঠিক এই সময়ে বিয়ের কথা ভাবতে পারছি না।

নন্দন। বাজে কথা বলবে না মিঠু! বিয়ে তোমাকে করতেই

হবে। তোমার ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্তে আমি অসাধ্য সাধন করেছি। তোমাকে আমি সত্যি করে ভালবাসি তাই তোমাকে আমি সত্যি করে পেতে চাই।

মিঠু। চাই বললেই সব পাওয়া যায় না।

নন্দন। পেতে আমাকে হবেই।

মিঠু। জোর করে?

নন্দন। হ্যাঁ জোর করেই আমি তোমাকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব।

মিঠু। পারবে না।

নন্দন। কেন, বাধা দেবে? সুধীর বোস?

মিঠু। নন্দন!

নন্দন। নন্দন কাননের লোভ দেখিয়েছে বুঝি তোমার বড়লোক বস?

মিঠু। চুপ কর। তোমার মত একজন সমাজবিরোধীর মুখে ও কথা মানায় না।

নন্দন। কি বললে?

মিঠু। তুমি সমাজবিরোধী। ওয়াগেন ব্রেকার। তুমি সভ্য সমাজের শত্রু।

পরেশ চুপি চুপি আসে। কিছু কথা শোনে।

নন্দন। আর তোমরা খুব ভদ্র, তাই না? নীলেশ—তোমার ছোটদা, আদর্শ চরিত্র পরেশের ছোট ভাই নীলেশ যে ওয়াগন ব্রেক করে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে খবর বুঝি জানো না?

মিঠু। নন্দনদা!

নন্দন। ওয়াগন ব্রেকারের বোন ওয়াগন ব্রেকারের ঘরে যাবে না তো কি ব্যারিষ্টারের ঘরে যাবে?

পরেশ। নন্দন!

নন্দন। কে? ও তুই। কথাগুলো তাহলে শুনেছিস?

পরেশ। শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করিনি নীলেশ কি সত্যিই ওয়াগন ব্রেকার!

নন্দন। না, ওয়াগন-'ব্রকার নয়, মার্চেন্ট অফিসার। শোন পরেশ! মিঠুকে আমি বিয়ে করতে চাই।

পরেশ। না-না। মিঠুকে আমি গলা টিপে খুন করবো তবু তোর মত একটা দেশদ্রোহী সমাজবিরোধীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেব না।

নন্দন। শেষ কথা?

পরেশ। শেষ কথা।

নন্দন। এখনও ভেবে দেখ পরেশ!

পরেশ। গেট আউট—গেট আউট—আই সে ইউ গেট আউট—[কাশি, রক্ত বমন]

মিঠু। দাদা! [পরেশকে ধরে]

নন্দন। আরে ব্যস! তোর তো আর হয়ে এসেছে রে পরেশ। মিঠুর সঙ্গে আমার বিয়েটাও দেখে যেতে পারবি না।

মিঠু। তুমি যাবে!

নন্দন। যাচ্ছি। তবে আর দুদিন আসবো। একদিন বিয়ের দিনটা পাকা করতে, আর একদিন বর সেজে বিয়ে করতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

পরেশ। ভগবান! মাত্র এক দিনের জন্য আমাকে তুমি সুস্থ করে দাও। আমি নন্দনের চুলের মুঠি ধরে—[কাশি, রক্ত বমন] আঃ—মাগো!

মিঠু। তুমি একটু শান্ত হও দাদা। যে যা বলে বলে যাক—কারও কথায় তুমি কান দিও না। তোমাকে আবার সুস্থ হয়ে উঠতে হবে।

পরেশ। অসম্ভব মিঠু। আমি আর কোনদিন সুস্থ হবো না।

মিঠু। কেন হবে না দাদা? কত লোকের তো টি-বি হয়—তারা কি আর সুস্থ হয়ে উঠছে না?

পরেশ। তারা চিকিৎসা করায়—ভাল খাবার খায়—আমার সে ক্ষমতা কোথায়? কোথায় পাবো অতো টাকা?

মিঠু। অফিস থেকে আমি লোন করবো।

এ্যাটাচি ব্যাগ হাতে নিয়ে নীলেশ আসে।

নীলেশ। কিছু করতে হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব!

মিঠু। ছোট্‌দা!

নীলেশ। দেখবি কত টাকা এনেছি? এই দেখ। [এ্যাটাচি খুলে নোটের বাণ্ডিল দেখায়]

পরেশ। আঃ, টাকাগুলো দেখেও শান্তি। সত্যিই তুই কাজের ছেলে নীলেশ।

নীলেশ। তবে যে সেদিন বললে—

পরেশ। সেদিনের কথা বাদ দে ভাই। সেদিন আর এদিন অনেক তফাৎ—

নীলেশ। কোথায় চললে?

পরেশ। ডাঃ দত্তকে একটা ফোন করে দিয়ে আসি। তুই ততক্ষণ টাকাগুলো গুণে দেখ যা পাবার কথা তা পেয়েছিস কিনা।

[প্রস্থান।

নীলেশ। দাদার সুমতি হয়েছে। কিরে কথা বলছিস না কেন?

মিঠু। ভাবছি।

নীলেশ। ভেবে কোন লাভ হবে না। নন্দনদাকে জবাব দিয়ে দিস। কারণ—

কুণাল আসে।

কুণাল। দু-এক দিনের মধ্যেই শুয়ারের বাচ্চা নন্দনের লাশ পড়ে যাবে।

মিঠু। কুণালদা!

কুণাল। শালা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করছে। মিত্তিরের গ্রুপে নাম করেছে বলে মনে করেছে মস্তান হয়ে গেছে। দেব শালাকে—[ছুরি বার করে]

মিঠু। আঃ—

কুণাল। আজ শালা খুব কেটে গেছে—তাক করে বসেছিলাম—যেই একটু চা খেতে নোত্তার দোকানে ঢুকেছি অমনি শালা ভোঁ—নীলেশ! এবার এলেই খবর দিবি। শালার কলজের ছুরিটা বসিয়ে দিয়ে এ্যাইসান একবার ঘেঁটে দেব, ব্যস।

[প্রস্থান।

নীলেশ। কি হলোরে মিঠু! দাদা যে এখনও এলো না? বেশীক্ষণ আমার বাড়ীতে থাকা চলবে না—

পরেশ আসে। সঙ্গে পুলিশঅফিসার।

পরেশ। বেশীক্ষণ যাতে না থাকতে হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি নীলেশ।

নীলেশ। তার মানে! পুলিশ—

পুঃ অঃ। হ্যাণ্ডস আপ! এক পা নড়বে না। সিপাই—

সিপাই আসে।

পুঃ অঃ। শয়তানটাকে গ্রেপ্তার করো।

[সিপাই নীলেশকে গ্রেপ্তার কর]

নীলেশ। তুই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলি! তোকে আমি—

পুঃ অঃ। সাপ আপ। একটা কথা বললে তোমাকে গুলি করে মারবো। সিপাই! ওকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তোল।

সিপাই। চলে এস।

নীলেশ। আচ্ছা! যদি কোনদিন ফিরে আসতে পারি তাহলে দেখে নেব।

[সিপাই সহ প্রস্থান।

পরেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তখন কি আমি বেঁচে থাকবো মূর্খ?

পুঃ অঃ। দলটাকে কতদিন থেকে ধরবার চেষ্টা করছি, বুঝলেন—কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। একজন যখন ধরা পড়েছে তখন সব গিঁট খুলে যাবে। কান টানলেই মাথা আসবে, কি বলেন পরেশবাবু? [এ্যাটাচি দেখে বলে] উঃ, কত টাকা মশাই! দেশের কি সর্বনাশ হচ্ছে বলুন তো। [এ্যাটাচি নিয়ে] চললাম স্যর। ভাগ্যিস ফোনে ডাকলেন তাই তো বামাল সমেত শয়তানটা ধরা পড়লো। ছোকরা ভয়ে আপনার বাড়ী ঢুকে পড়েছিল বোধ হয়?

পরেশ। না।

পুঃ অঃ। তবে ও ব্যাটা এখানে এলো কোন সাহসে?

পরেশ। এটাই তো ওর বাড়ী স্যর।

পুঃ অঃ। তার মানে!

পরেশ। ও আমার ভাই। [কাশি ও রক্ত বমন]

পুঃ অঃ। ভাই!

মিঠু। দাদা! [পরেশকে ধরে কেঁদে ফেলে]

পুঃ অঃ। একটা কথা বলবো পরেশবাবু?

পরেশ। বলুন।

পুঃ অঃ। আপনি আমাকে আবার নতুন করে শিখিয়ে দিলেন।

পরেশ। কি?

পুঃ অঃ। জীবনের বর্ণ-পরিচয়। নমস্কার। [প্রস্থান।

পরেশ। নমস্কার!

মিঠু। এ তুমি কি করলে দাদা।

পরেশ। একজন দেশদ্রোহী সমাজবিরোধীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলাম।

মিঠু। কিন্তু সেতো তোমার ভাই।

পরেশ। ভাই হলেও মানুষের শত্রু—সমাজের শত্রু। তাই সমাজের বাইরে তাকে পাঠিয়ে দিলাম।

মিঠু। তাতে তোমার কি লাভ হলো বলো?

পরেশ। ওরে মিঠু! আমার লাভ না হলেও সমাজের তো মঙ্গল হলো। আমরা সবাই যদি স্বার্থের লোভে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই—তাহলে কি করে গড়ে উঠবে শোষণ বঞ্চনা-হীন সুস্থ সুন্দর সমাজ? [কাশি]

মিন্ঠু। দাদা!

পরেশ। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না মিন্ঠু। মাথাটা টলছে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—আমার মৃত্যু বোধ হয় এগিয়ে আসছেরে—তবু আমার আনন্দ হচ্ছে মিন্ঠু, কেন জানিস? সমাজের অন্ধকার কালো পর্দায় একটা আলোর দাগ আমি কেটে যেতে পারলাম এই জন্যে—সব শেষে আফশোষ—

মিন্ঠু। কেন?

পরেশ। আমি আমার বুকের [কাশি ও রক্তবমন] অনেক রক্ত দিলাম—কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল কেউ আমাকে দিল না।

[প্রস্থান।

মিন্ঠু। দাদা অভিমান করে কথাটা বলে গেল। কিন্তু চোখের জল কেন তোমায় দেব? তুমি মরবে? না। মরতে তোমাকে দেব না। কিছুতেই না। যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তোমাকে আমি বাঁচিয়ে তুলবোই, তুলবো।

[প্রস্থান।

———

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

থিয়েটারের মঞ্চের সম্মুখ ভাগ।

মাতাল সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। তুলবে তো বুঝলাম—কিন্তু কখন পর্দ্দা তুলবে বাবা? দর্শকগণ প্রস্থান করিবার পরে? মহানগরীর মহা-মহা-মহাশয়রা সুবীর বোসের থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছে—আপনারা দয়া করিয়া আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এখনি নাটক আরম্ভ হইবে—এঁ্যা—হ্যাঁ যোধাবাঈ—নাম ভূমিকায় কুমারী মিঠু—আর শাহেনশাহ আকবর সাজবেন মিস্টার সুবীর বসু।

মৌসুম আসে।

মৌসুম। তুমি কোন চরিত্রে অভিনয় করছো সঞ্জয়?

সঞ্জয়। বর্ত্তমানে মৃত সৈনিক।

শাড়ী পরে রিন আসে।

রিন। ছোট্দা! বড়দা তোমাকে গ্রীনরুমে ডাকছে।

সঞ্জয়। বলে দাও, মৃত সৈনিক চলতে পারে না।

হাসি আসে।

হাসি। কখনও পারে না।

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। নাকি গো শাহজাদা? [হাসি মৌসুমের হাত ধরে]

রিন। কি হচ্ছে বৌদি?

হাসি। কেন প্রেষ্টিজে লাগছে বুঝি?

মৌসুম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসি। এখন কোথায় যাবে?

রিন। বৌদি!

হাসি। মনসুনকে নিয়ে আমি একটু এনজয় করবো।

রিন। লজ্জা করে না?

হাসি। টপ টপ প্লীজ, রিনটিন! তুমি দেখছি ডেঞ্জারাস ভীতু।

সঞ্জয়। একজাক্টলী!

রিন। থামো। শোনো বৌদি! শালীনতার সীমা ছাড়িয়ো না।

হাসি। বারে, সীমা না ছাড়ালে লাইফের মানে কোথায় পাবে? লজ্জা লজ্জা করে লাইফের এনজয় টোটালী টপ করে দেব? নো নেভার, জীবনকে যেমন খুশী ভোগ করবো। আমি ওম্যান, আই মীন মেয়ে। আমার অপজিট সেক্স পুরুষ—অনেক পুরুষ আমার সংগে প্রেম করবে, আমি এক সংগে অনেক ছেলের সংগে প্রেম করবো—

রিন। আমার কথা বলে আজ আমাকে অপমান করছো বৌদি। কিন্তু আজকের আমি তো সেই আমি নই--

সঞ্জয়। তা ঠিক। রিন আজ চেঞ্জ হয়ে গেছে। শাহাজাদী থেকে বাঁদী।

হাসি। থামো তো সঞ্জয়! ওর ওই পূজারিণী টাইপের ন্যাকামী আমি কিছুতেই টলারেট করতে পারি না।

রিন। বল বৌদি বল। যত খুশী আঘাত করো—এ আঘাত

যদি আগে কেউ করতো তাহলে আজকের এই আঘাত আমাকে মাথা পেতে সহ্য করতে হতো না।

মৌসুম। রিন!

রিন। রিন নয়, রীনা।

মৌসুম। রীনা।

রিন। বীণা বেজে উঠেছে আজ অনুশোচনায়। তাই শেষ কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি মৌসুম! সীমাই যেন তোমার জীবনের শেষ সীমা হয়।

[প্রস্থান।

মৌসুম। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চললাম।

সঞ্জয়। কোথায়?

মৌসুম। সীমার কাছে।

হাসি। কেন?

মৌসুম। ওকে আজ তাড়াব।

সঞ্জয়। সে কি?

মৌসুম। নিশ্চয়ই। সীমাকে তাড়িয়ে কাল থেকে আমি অসীমাকে সঙ্গিনী করবো।

হাসি। }
সঞ্জয়। } মৌসুম!

মৌসুম। সীমা থাকে না সঞ্জয়। মৌসুম মিত্রদের খেয়াল-খুশীর কোনদিন সীমা থাকে না। বাই—

[প্রস্থান।

হাসি। বাই—

সঞ্জয়। বাই দা বাই—একটা কথা—নাটক কখন শুরু হবে?

জীর্ণ মলিন বেশ চণ্ডীবাবুর ঘাড় ধরে নিয়ে
আসতে আসতে রঘু বলে।

রঘু। হবে মানে? হয়ে বসে আছে। ব্যাটা এক নম্বরের দাগী চোর।

হাসি। }
সঞ্জয়। } চোর!

রঘু। চোর বলে চোর—চুপি চুপি ভেতর বাড়িতে ঢুকে আপনাদের ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল।

সঞ্জয়। মেরে চামড়া খুলে দে।

হাসি। জুতো মেরে মুখটা থেঁতো করে দে।

রঘু। বল ব্যাটা! কি চুরি করতে এসেছিলি?

[গলা ধাক্কা দেয়। চণ্ডীবাবু পড়ে যায়। মাথা কেটে রক্ত
ঝরে, তবুও মাথা নত করে থাকে।]

রঘু। কি হলো! বোবা হয়ে গেলি নাকি? এখনও বল কি চুরি করতে এসেছিলি?

চণ্ডী। [মাথা তুলে] হাসি!

সঞ্জয়। হাসি!

হাসি। দাদা!

সঞ্জয়! মাষ্টারমশাই!

চণ্ডী। না, আমি ছাত্র। অপমান, লাঞ্ছনা, অমানুষিকতা কি তা আমি জানতাম না। আজ একে একে সেগুলো শিখছি বলেই আজ আমার নতুন করে ছাত্র হয়ে বর্ণ-পরিচয় হচ্ছে।

হাসি। যাও—যাও জ্ঞান দিও না। জ্ঞানের কথা অনেক শুনেছি। বাল্মীকি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক জ্ঞানের কথা বলে গেছে—তাতে কতটুকু শুদ্ধ হয়েছে সমাজ? কতটুকু বদলেছে মানুষের ভেতরের স্বাস্থ্য? টাকা এনেছ?

চণ্ডী। হাসি!

হাসি। আগে বল পণের টাকা এবং যৌতুক সামগ্রী নিয়ে এসেছ কিনা?

চণ্ডী। না।

হাসি। তবে কেন এসেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে? কেন বড় বড় কথা বলে নিজের সংগে আমাকে তুমি ঠকিয়েছ?

চণ্ডী। ঠকিয়েছি!

হাসি। হ্যাঁ ঠকিয়েছ। তোমরা পুরুষেরা—যুগ-যুগান্তর কাল ধরে নারী জাতিকে ঠকিয়ে আসছো! কামনার কালবৈশাখী থেকে সমাজকে সংসারকে বাঁচাতে নারীকে করেছ বন্দিনী। কেন? এ সমাজে কি নারীর কোন মূল্য আছে? পুরুষের সমাজকে সুস্থ রাখতে নারী ফেলবে চোখের জল—পুরুষের সংসারকে শান্ত করতে নারী দেবে জীবন জলাঞ্জলী, কেন? উঠিয়ে দাও তোমরা বিবাহ ব্যবস্থা। নারী তার নিজের ভাগ্য নিজের হাতেই রচনা করে নিক।

চণ্ডী। ঠিক বলেছিস বোন।

হাসি। তা বলে আসল কথা আমি ভুলবো না দাদা। তোমার বোন হাসিকে গ্রহণ করে এরা আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিয়েছে বলে দক্ষিণা স্বরূপ এদের সব পাওনা টাকা যদি না নিয়ে আর কোনদিন তুমি এ বাড়ীতে আস, তাহলে বুঝবো তুমি মানুষ নও—তুমি রাস্তার নির্লজ্জ একটা উলঙ্গ কুকুর। [প্রস্থান।

সঞ্জয়। হাসি!

চণ্ডী। হাসবে। ওকে আবার আমি হাসাব।

সঞ্জয়। মাষ্টারমশাই!

চণ্ডী। আমি সারাজীবনের শিক্ষা দু'পায়ে দলে অশিক্ষার ছুরি বসিয়ে দেব—সমাজের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে—বর্ণ-পরিচয়ের প্রত্যেকটি উপদেশ মুছে দিয়ে সমাজের সামনে তুলে ধরবো পরিচয়-হীন বর্ণ। আমি চুরি করব, ডাকাতি করবো—বর্ণ-পরিচয়ের প্রত্যেকটি বর্ণ চুরি করে টাকা দিয়ে সাজিয়ে আমি হাসির মুখের হাসি আবার ফিরিয়ে দেব।

[প্রস্থান

সঞ্জয়। আমি যে কাঁদবো, সে উপায়ও নেই। কারণ মৃত সৈনিকের কান্না সম্পূর্ণ আনসায়েন্টিফিক—

রঘু। ছোটসাব!

সঞ্জয়। কে? রঘু! তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস?

রঘু। হ্যাঁ ছোটসাব।

সঞ্জয়। একটা কথাও তো বলিসনি?

রঘু। পাথর হয়ে গিয়েছিলাম ছোটসাব।

সঞ্জয়। রাইট। পাথর হয়ে যাবার তোর রাইট আছে। কি আমার যে কোন উপায় নেই গোলাম হোসেন! আমার হাসাও যেম অপরাধ, কান্নাও তেমনি অন্যায়।

রঘু। [সঞ্জয়ের হাত ধরে] চলুন।

সঞ্জয়। কোথায়?

রঘু। নাটক দেখবেন না?

সঞ্জয়। নাটক হচ্ছে?

রঘু। ওই দেখুন। যে দৃশ্যটা হচ্ছে ওটা বোধ হয় শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্য। এরপরে যেটা আরম্ভ হবে ওটাই নাটকের শেষ দৃশ্য।

সঞ্জয়। ঠিক বলেছিস রঘু। এই দৃশ্যে শাহেনশাহ আকবর তাঁর নীদমহলে অস্থির হয়ে পদচারণা করছেন। কারণ দূতমুখে খবর পেয়েছেন রাজপুতানী যোধাবাঈ তাঁর হারেমে প্রবেশ করেছে। কামনার আগুনে পুড়ে সম্রাট আকবর তাঁর লালসা মাখানো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছেন—যোধাবঈ! তোমাকে আমি চেয়েছিলাম—পেয়েছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[রঘু সহ প্রস্থান।

আকবর-সাজে সুবীর বোস আসে।

সুবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ, যোধাবাঈ! তোমাকে আমি চেয়েছিলাম, পেয়েছি। আর পেয়েছি বলেই আজ তামাম রাত্তে তোমাকে পাশে নিয়ে গুল-বাগিচা গুলজার করে তুলবো। কি হলো, এসো! কি দেখছো—কি ভাবছো সুন্দরী নীদমহলের ঝরোখার পাশে দাঁড়িয়ে? এখনও শরম লাগছে রাজপুতানী?

যোধাবাঈয়ের সাজে মিঠু আসে।

মিঠু। না। রাজপুতানী যোধাবাঈয়ের আজ আর কোন শরম নেই সম্রাট আকবর।

সুবীর। কেন?

মিঠু। তাই মানসিংহকে বাঁচাবার জন্তেই আমি মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি শাহেনশা!

সুধীর। মরণ সমুদ্র বলছো কেন বেগম? বল বেহেস্ত—শাহেন-শাহ আকবরের এই হারেম নাকি বেহেস্তের চেয়েও আরামের! কি হলো? আমি কি তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছি?

মিঠু। প্রত্যক্ষ ভাবে নয় পরোক্ষ ভাবে।

সুধীর। তার অর্থ?

মিঠু। সম্পদলোভী সম্রাট আকবরদের অত্যাচারের আগ্রাসী ক্ষুধার খাদ্য জোগাতেই আজ অসংখ্য মানসিংহ বিপদগ্রস্ত—অসুস্থ।

সুধীর। ভুল বলছো বোধা! আমি মহান উদার, সমগ্র মানব জাতীকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবার জন্যই আমি দীন ইলাহীর প্রবর্ত্তন করবো ঠিক করেছি।

মিঠু। ওতো তোমার ধাপ্পা, ভণ্ডামী।

সুধীর। যোধাবাঈ!

মিঠু। চোখ রাঙিয়ো না আলমপনা! তোমার স্বার্থের সরীসৃপ গতি আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পেরেছি।

সুধীর। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি।

মিঠু। কি করে পারবে সম্রাট? কথায় কথায় যে সাধু সেলিম চিস্‌তীর দোহাই দাও—ধর্মের ধোকাবাজীতে প্রজারা বিহ্বল—

সুধীর। তুমি কি আমাকে অপমান করতে এসেছ?

মিঠু। না।

সুধীর। তবে?

মিঠু। মানসিংহের প্রাণ রক্ষার জন্যে অপমানিত হতে এসেছি।

সুধীর। তাহলে এস।

মিঠু। কোথায়?

সুধীর। আমার কাছে।

মিঠু। সম্রাট !

সুবীর। আরও কাছে—এই কলিজার কাছাকাছি—মানসিংহ সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে আমি সিপাহশালার করবো। আমি ওয়াদা করছি—

মিঠু। কিন্তু—

সুবীর। কোন কিন্তু নেই সুন্দরী ! এস তোমাকে দীলের বাগিচায় মহব্বতের বসরাই গোলাপ করে জী জীন্দেগীভর সাজিয়ে রাখি যোধাবাঈ।

আকবর যোধাবাঈকে বুকে চেপে ধরলে দর্শকরা হাততালি দেয়। নাটক শেষ হয়। হাততালি দিতে দিতে সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। বাঃ-বাঃ চমৎকার ! চমৎকার সম্রাট আকবর ! অদ্ভুত তোমার চরিত্র ! তাবে ভাষায় সাজে সজ্জায় কে বলবে তুমি আকবর নও, সুবীর বোস ? থুড়ি ! আমি মৃত সৈনিক। কথা বলা বে-আইনী। বান্দার গোস্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা।

সুবীর। মাতাল হয়েছে। এস মিঠু আমরা গ্রীনরুমে যাই।

মিঠু। তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দেবেন স্যর। আমার দাদার ভীষণ অসুখ।

সুবীর। কোন ভাবনা নেই। আমার সংগে এস।

[মিঠুর হাত ধরে প্রস্থান।

সঞ্জয়। যোধাবাঈকে লইয়া সম্রাট আকবরের নীদমহলে প্রস্থান। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসি আসে।

হাসি। যা বাবা ! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে ? তাহলে যাবে কখন ?

সঞ্জয়। কোথায় ?

হাসি। বারে ?

সঞ্জয়। বারে ! একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তাগিদ্যস মনে করিয়ে দিলে। চল—

হাসি। এক মিনিট !

সঞ্জয়। কেন ?

হাসি। সুবীরবাবুকে কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে আসি।

সঞ্জয়। এখন নয়।

হাসি। কেন ?

সঞ্জয়। সম্রাট আকবরের বাঁদীমহলে কোন সাহসে তুমি প্রবেশ করবে বাঁদী।

হাসি। চোপরাও—বেয়াদব বান্দা ! আমি বাঁদী নই। শাহেনশার নাচমহলের নর্ত্তকী।

সঞ্জয়। তাহলে চল নাচবে।

হাসি। কোথায় ?

সঞ্জয়। সম্রাট আকবরের নাচমহল এখন মহানগরীর অলিতে গলিতে ! সাধারণ প্রজারা যাকে বলে বার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসি। হাঃ-হাঃ-হা—

সুবীর বোস আসে। তখনও আকবর সেজে।

সঞ্জয়। সারে হিন্দুস্থানকা মালেক মীর মুসারফ শাহেনশাহ আকবর ! [হাসি ও সঞ্জয় অভিবাদন করে]

সুবীর। তোমরা দু'জনেই আজ প্রচুর মদ খেয়েছো। যাও—বিশ্রাম করগে ! রঘুকে বলো—আমার যেতে একটু দেরী হবে। কারণ এখনও পোষাক খোলা, মেকাপ তোলা কিছুই হয়নি।

সঞ্জয়। সেরূপ ভুলো না দাদা! পোষাক খুলো না। সম্রাট আকবরের মতই তোমরা তোমাদের সুখের সাম্রাজ্য বিস্তার করে যাও। আমরা বান্দা-বাঁদী কিম্বা মৃত সৈনিক হয়ে আনসাইন্টিফিক প্রসেসে হাততালি দিয়ে যাই।

[হাসি ও সঞ্জয় হাসতে হাসতে হাততালি দিতে দিতে প্রস্থান করে।

কাঁদতে কাঁদতে আসে মিঠু। তার অবিন্যস্ত বেশ।

মিঠু। স্যর! আমি চললাম।

সুবীর। টাকাগুলো গুনে নিয়েছ তো?

মিঠু। না।

সুবীর। সেকি! হাজার টাকা আছে। ব্যাগ খুলে দেখ।

মিঠু। দেখবার দরকার নেই।

সুবীর। কেন?

মিঠু। সম্রাট আকবর যে যৌবনের দাম দিতে কৃপণতা করেন না যোধাবাই তা জানে।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।

সুবীর। পরেশ মানসিংহের টি, বি, হয়েছে—তাই মিঠু যোধাবাঈ তার যৌবন বিক্রি করে টাকা নিয়ে গেল। সম্রাট সুবীর আকবর! তুমি কি এই পোষাক খুলবে? না—এখনও অনেক রাজ্য জয় করতে বাকী। চিতোর, বিজয়নগর, গোলকুণ্ডা, দাক্ষিণাত্য—আরও টাকা আরও বাড়ী, আরও অনেক যৌবন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

———

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

গড়ের মাঠ।

উদ্‌ভ্রান্ত নন্দন আসে।

নন্দন। যৌবনের লোভ দেখিয়ে শালা কুণালটা আমাকে মার্ডার করতে চেয়েছিল। শালা বাপের ব্যাটা, ঝেড়ে একখানা ড্যাম দিয়ে ফাঁদ কেটে পালিয়ে এসেছি। বৈজুর মুখে শুনলাম সে শালা এদিকেই এসেছে—আসুক শালা শুয়ারের বাচ্চা, দেব শালাকে আজ ফিনিস করে।

প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে পরেশ আসে।

পরেশ। কে কথা বলছিস—নন্দন না?

নন্দন। হ্যাঁ। তুই এতরাত্রে এখানে কেন?

পরেশ। রাত এখন কত?—ভোর হয়ে সূর্য উঠতে আর কত দেরীরে নন্দন? আমি সূর্যোদয় দেখবার জন্তে এখানে বসেছিলাম—হঠাৎ মনে হলো তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস—কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে নন্দন—একটু কাছে আয়।

নন্দন। না।

পরেশ। আসবি না।

নন্দন। কখনও না।

পরেশ। অথচ তুই, আমি, সঞ্জয়, কুণাল একসংগে ছাড়া বলতাম না। এক সংগে না হলে রেষ্টুরেণ্টে খেতাম না—গল্প করতাম না—

নন্দন। বাজে কথা বাদ দে। নীলেশকে জেলে পাঠিয়েছিস—মিঠুকে কোথায় পাঠাবি? ব্যারিষ্টারের ঘরে?

পরেশ। নন্দন!

নন্দন। এখান থেকে কেটে পড়।

নন্দন। কেন?

নন্দন। এখানে হাঙ্গামা হবে।

পরেশ। হাঙ্গামা হবে মানে?

নন্দন। কুণাল এদিকে ফিরবে—তাকে আজ আমি খুন করবো।

পরেশ। খুন করবি?

নন্দন। হ্যাঁ। সে শালাকে টেঁসে দেব। শুয়ারের বাচ্চা আমাকে খুন করতে চেষ্টা করছে। আজ শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাবে।

পরেশ। না, নন্দন না। আর ভুল করিস না।

নন্দন। ফোট শালা! জ্ঞান ঝাড়তে এসেছে! দেব শালার পেটে এক লাথি। [লাথি দেখিয়ে প্রস্থান।

পরেশ। নন্দন—

দ্রুত কুণাল আসে

কুণাল। কোন দিকে গেল শালা শুয়ারের বাচ্চা নন্দন? আজ তোর শেষ দিনরে জানোয়ার।

পরেশ। কুণাল!

কুণাল। তুই এখানে?

পরেশ। পরে বলছি। আগে আমার কথা শোন।

কুণাল। সময় নেই।

পরেশ। মনে করে দেখ আমরা এক সংগে—

কুণাল। চুপ কর জানোয়ার। পুরোনো কথা বললে দেব এক থাপ্পড়।

পরেশ। তবু আমার শেষ অনুরোধ রাখ কৃপাল। কাছে আয়—

কৃপাল। না। আমি চললাম। নন্দনের লাশ আজ ফেলতেই হবে।

[প্রস্থান।

পরেশ। কৃপাল—সত্যিই কি ওরা খুনোখুনী করবে! না-না, আমি তা করতে দেব না—আমি যাব—ওদের মাঝখানে দাঁড়াব। [যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। হাঁফায়] পারছি না। হাঁফ ধরছে —পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে—তাহলে কি হবে! হ্যাঁ মনে পড়েছে, একটু আগে দেখলাম সঞ্জয় গাড়ী থেকে নেমে একটা মেয়ের হাত ধরে ওদিকে গেল। সে কি বন্ধ করতে পারে না ওদের খুনোখুনী। নিশ্চয়ই পারবে—আমি ডাকি—সঞ্জয় [চিৎকার করে ডাকে। কাশে, রক্ত ওঠে। আরো ক্লান্ত হয়ে বলে] আঃ, কত রক্ত! শরীরের শেষ রক্তবিন্দু যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আর আমি দাঁড়াতে পারছি না। [বসে পড়ে বলে] সূর্য উঠতে আর কত দেরী! [রক্ত মাখা হাত দেখতে দেখতে] নতুন প্রভাতের নতুন সূর্যের সঙ্গে আমার রক্তের রং কি মিলবে না? বিবর্ণ বর্ণ-পরিচয়ের অস্পষ্ট অক্ষরগুলো কি আমার রক্তে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। [কাশি ও রক্তবমন] আঃ মাগো —[শুয়ে পড়ে] রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠতে আর কত দেরী?

দ্রুতবেগে মিঠু আসে।

মিঠু। দাদা—

পরেশ। কে!

মিঠু। আমি মিঠু দাদা, আমি তোমার বোন মিঠু। থিয়েটার শেষ করে বাড়ী গিয়ে দেখলাম বাড়ীতে তুমি নেই। পাশের বাড়ীর বন্দনা

বললো তোমাকে নাকি সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠে দেখেছে। আমি সারা মাঠ তোমাকে খুঁজছি, আর তুমি—

পরেশ। একটা সংবাদ শোনবার জন্য অপেক্ষা করছি। তুই কি সে সংবাদ জানিস?

মিঠু। কি সংবাদ দাদা?

পরেশ। সূর্য্য উঠতে আর কত দেরী? [কাশি ও রক্তবমন]

মিঠু। দাদা!

পরেশ। আর কত দূরে সূর্য্য? [মৃত্যু]

মিঠু। দাদা! [কান্নায় ভেঙে পড়ে] আমি যে তোমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমার সর্বস্ব বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসেছি দাদা! [টাকাগুলো বার করে ছিঁড়ে ফেলে আর বলে] আর দু-একটা রাত তুমি বেঁচে থাকতে পারলে না! না-না-না—তোমাকে মরতে আমি দেব না। তুমি জ্ঞান হারিয়েছ—নন্দনদা ওখানে চুপ করে বসে আছে, আমি ওকে ডাকি—ওর কাছে যাই—ওকে বলি—নন্দনদা—আমার দাদাকে তোমরা কিছুতেই মরতে দিও না।

[দ্রুত প্রস্থান।

মাতাল হাসি হাসে।

হাসি। এই শোনো—শোনো—তুমি সঞ্জয়কে দেখেছ? যা বাবা, মেয়েটা চলে গেল! সঞ্জয়টা আচ্ছা ননসেন্স তো। আসছি বলে একেবারে হাওয়া। কতক্ষণ আমি বসে থাকবো? বার থেকে চলে এলাম—ফিরে যাব—কিন্তু কি করে ফিরবো? নেশায় চোখে টান ধরছে, ভাল করে কিছু দেখতে পারছি না—কে আমাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দেবে? ওইতো একটা লোক শুয়ে রয়েছে—এই শুনছো!

আমি কোন্ পথে ফিরবো বলতে পার? যা বাবা, ঘুমুচ্ছে নাকি? [কাছে গিয়ে] এই শুনছো! তুমি—[ঝুঁকে পড়ে দেখে চিনতে পেরে] পরেশ! একি মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে—তাহলে কি পরেশ মরে গেছে! সেই পরেশ আজ এই অবস্থায় মরে পড়ে আছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসতে হাসতে কেঁদে প্রায় লুটিয়ে পড়ে। চুপি চুপি আসে চণ্ডী। সে পিছন থেকে হাসির গলা টিপে ধরে হারটা ছিনিয়ে নিতে চায়।

হাসি। চোর—চোর—

[সহসা চণ্ডী হাসির বুকে ছুরি মারে। হাসি আর্তনাদ করে পড়ে যায়।]

চণ্ডী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আর চেঁচাবি? আর চোর বলবি? গলার হারটার অনেক দাম। ওই থেকে হাসির বিয়ের পণ অনেক শোধ হয়ে যাবে। বাকী যেটা থাকবে আর একদিন এমনি করে—[হাসির গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে চিনতে পেরে আর্তনাদ করে বলে] হাসি!

হাসি। আঃ—মাগো! [মৃত্যু]

চণ্ডী। হাসির পণের টাকা শোধ করবার জন্যে আমি হাসিকেই খুন করলাম! বাঃ-বাঃ—এইতো হলো বর্ণ-পরিচয়। [কান্না] এই হাসি ছিল আমার প্রাণ। এই হাসি ছিল আমার হৃদয়। ঠিক করেছি, আমি নিজের হাতে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে নিয়েছি! আমি থানায় যাব। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। তারপর বিনয়কে চিঠি লিখবো, প্রীতিভাজনেষু বিনয়! আমি জীবনের বর্ণ-পরিচয়ের

সব বর্ণগুলো বিবর্ণ করে মুছে ফেলেছি। ইতি—চণ্ডীচরণ রায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

নন্দন আবার আসে।

নন্দন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—পালিয়েছে শালা কুণালটা। ধরতে পারলে তাকে আজ ইতি করে দিতাম।

কুণাল আবার আসে।

কুণাল। তার আগে তোকে ইতি করে দেব শয়তান। [ছুরি বার করে]

নন্দন। খবর্দার জানোয়ার! [ছুরি বার করে]

[কুণাল পিছু হঠতে হঠতে মৃত হাসির সঙ্গে ধাক্কা খায়।
একই সময়ে পিছু হঠতে হঠতে নন্দন মৃত
পরেশের সঙ্গে ধাক্কা খায়।]

কুণাল। কে? হাসি! [ছুরি ফেলে]

নন্দন। কে? পরেশ! [ছুরি ফেলে] পরেশ—

কুণাল। হাসি—

সঞ্জয় আসে।

সঞ্জয়। হাসি—হাসি—কই কোথায় হাসি?

কুণাল। এই যে।

সঞ্জয়। হাসি! একি রক্ত—হাসি খুন হয়েছে—কে করলো এ কাজ? তুই?

কুণাল। না সঞ্জয়! বিশ্বাস কর আমরা এসে দেখলাম—হাসি আর পরেশ মরে পড়ে আছে।

সঞ্জয়। পরেশও শেষ! তুই পরেশকে খুন করেছিস? মিঠুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেয়নি বলে—

নন্দন। নারে সঞ্জয়। কুণালের কথাই আমার কথা। আমরা কেউ এদের খুন করিনি।

সঞ্জয়। তাহলে কে করলো খুন?

মিঠু আবার আসে।

মিঠু। খুনীকে তোমরা চেনো।

সঞ্জয়।
কুণাল। } চিনি।
নন্দন।

মিঠু। হ্যাঁ। কিন্তু এতদিন বুঝতে পারনি। বুঝলেও গুরুত্ব দাওনি।

সঞ্জয়। কে সে শয়তান?

নন্দন। তার নাম বল মিঠু।

কুণাল। আমরা তাকে ছাড়বো না।

[তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়ায়]

সঞ্জয়। বল খুনী কে?

বিশ্বদেব আসে।

বিশ্ব। সুবীর বোস।

[সঞ্জয়, কুণাল, নন্দন, মিঠু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বদেব বলে।]

বিশ্ব। জীবনের বর্ণ-পরিচয়ের ভুল ব্যাখ্যা করে বিচ্ছিন্নতা রোগে

তোমরা ভুগছিলে। তোমরা দেশের দুশমন, সমাজের শত্রুকে চিনতে পারনি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবীর বোস দেশের শক্তি, স্বাস্থ্য, যৌবন নিয়ে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কালোবাজারী এবং অতি মুনাফার করাত চালিয়ে যুব সমাজের ঐক্য শক্তিকে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্নতার নর্দমায় ফেলে নিষ্ঠুর হাসি হাসছে।

সঞ্জয়।
নন্দন।
কুণাল। } হাসছে!
মিঠু।

বিশ্ব। কিন্তু না। তাদের আর হাসতে দেওয়া হবে না। যেমন করেই হোক তাদের ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে যুবশক্তি জেগেছে—নতুন করে হয়েছে তাদের বর্ণ-পরিচয়। মাই সোলজার্স! ছোট—আরও দৌড়াও—ওদের লুকোবার সময় দিলে হবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, রাত্রির আকাশ থেকে ছিঁড়ে আনবে ফুটন্ত সকাল—সেই সকালের সোনালী আলোয়—নতুন করে হবে আবার "বর্ণ পরিচয়"।

[সঞ্জয়, নন্দন, কুণাল, মিঠু ছুটতে থাকে। পিছনে বিশ্বদেব বজ্রর হাত ওপরে তোলা। সকলে ফ্রিজ করে যায়।]

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস—১৭।এ এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলি—৬ হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।